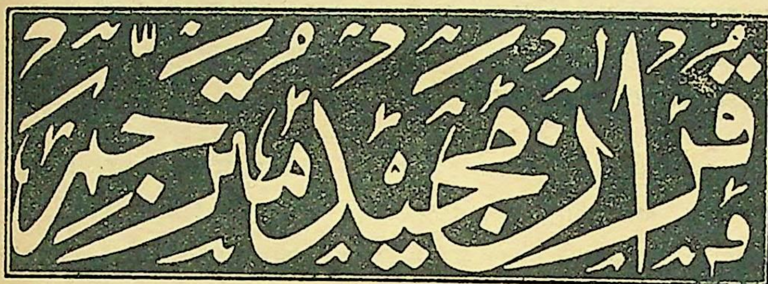
ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

"এই গ্রন্থে (কোনই) সন্দেহ নাই"



মূল আরবী ও উহার বাংলা উচ্চারণ ও তফছীরসহ

বঙ্গানুবাদ

কোর্‌আন শরীফ

১৬শ পারা—ক্বা-লা আলাম্‌

২য় সংস্করণ

মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ

কর্ত্তৃক

অনুদিত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত

৫নং, হাজী লেন, কলিকাতা।

মাঘ, সন ১৩৫২ সাল।

আত্ম-কথা

এছলামের মূলগ্রন্থ কোরআন শরীফের তেলায়ৎ ও উহার মর্ম্ম অবগত হওয়া প্রত্যেক মুছলমান নর-নারীর প্রতি এজন্য ফরজ যে, উহার শিক্ষাগ্রহণ ব্যতিরেকে মানব কখনই মানব-পদবাচ্য এবং খোদার করুণালাভের অধিকারী হইতে পারে না।

বঙ্গীয় মুছলমান জনসাধারণের মধ্যে কোরআনের শিক্ষাপ্রচারের আবশ্যকতা যে কতখানি, জাতি ও ধর্ম্মের নামে বিগলিতপ্রাণ সুধী সজ্জন ছাড়া তাহা বুঝিতে চেষ্টা করেন আর কয়জন? দীনাতিদীন আমরা, অতি ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া এহেন অসাধ্য-সাধনে অগ্রসর হইয়াছি—একমাত্র আল্লার করুণার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া।

ইত্যাগ্রে কোরআনের দু-একখানি পূর্ণ-অপূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলেও দরিদ্র দেশ-বাসীর পক্ষে উহার ক্রয় বাস্তবিকই সহজসাধ্য নহে। তাহা ছাড়া বাংলায় আরবী কোরআনের "উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের পরিচয়" আমাদের অনুবাদিত কোরআন ভিন্ন আর কোনটীতেই নাই;—ইহা আবহমানকালের যে একটী গুরু অভাবের পূরণ, একথা কে অস্বীকার করিবে? দয়াময় আল্লার অনুগ্রহে ধনী ও সুধী সমাজের কথঞ্চিৎ দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে ভবিষ্যতে ইন্‌শা-আল্লাহ্ এ-কার্য্যে আমরা দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিব বলিয়া আশা করি।

হিন্দুস্থানের গণ্যমান্য মোহাদ্দেছ ও মোফাচ্ছেরগণের, বিশেষতঃ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও কামেল হজরত মওলানা হাজী হাফেজ ও কারী শাহ্ মোহাম্মদ আশরফ আলী থানবী এবং সামছোল ওলামা হাফেজ ডেপুটী নজীর আহ্‌মদ ছাহেবের উর্দ্দু তরজমার ভাব, মর্ম্ম ও ধারার এবং কুত্রাপি হজরত মওলানা শাহ্ রফীউদ্দিন ছাহেবের তরজমার সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

মানুষের ভ্রম, ক্রটী ও বিচ্যুতি অস্বাভাবিক নহে। অতএব কোন সুক্ষ্মদর্শী হৃদয়বান বিবেচক ভ্রাতার চক্ষে উচ্চারণ, অর্থ বা টীকায় কোনও কিছু ভুল, ক্রটী বা বিচ্যুতি পরিদৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আমাদিগকে জানাইলে বিশেষ বাধিত ও সংশোধনের পক্ষে সচেষ্ট হইব। আমরা উচ্চারণ সম্বন্ধে সুহৃদবর্গের মূল্যবান অভিমতের দ্বারা উপকৃত হওয়ার একান্তই অভিলাষী।

মাদপুর,
পোঃ, সরিষা, ২৪-পরগণা
মাঘ, ১৩৫২ সাল।

বিনীত—

মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ

ক্বা-লা আলাম্ আক্বোল্‌লাকা ইন্‌নাকা লান্ তাছ্‌তাতীআ মাএয়্যা ছাব্‌রা-। ক্বা-লা

(খেজের) বলিল আমি কি তোমাকে বলি নাই যে আমার সাথে ছবর করা তোমার দ্বারা কখনও বরদাশ্‌ত হইবে না। (মুছা) বলিল

إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ

ইন্ ছাআল্‌তোকা আন্ শায়্‌এম্ বা'-দাহা- ফালা- তোছা-হেব্‌নী, ক্বাদ্ বালাগ্‌তা

ইহার পর আমি যদি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলে আপনি আমাকে আপনার সাথে রাখিবেন না, কারণ আপনি পৌছিয়াছেন

مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۝ فَانْطَلَقَا ۚ حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ

মেঁল্‌লাদোন্নী ওজ্‌রা-। ফান্‌তালাক্বা-, হাৎতা— এজা— আতায়্যা—আহ্‌লা

আমার দিক হইতে ওজরে(র সীমায়)। (২০) অতঃপর উভয়ে (আরও) অগ্রসর হইল, এ-পর্য্যন্ত যে যখন উভয়ে পৌছিল এক

قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا

ক্বার্‌য়্যাতেনেছ্‌তাৎআমা— আহ্‌লাহা- ফাআবাও্ আই-ইয়োদায়্‌য়েফূ হোমা-

গ্রামবাসীদিগের কাছে তথাকার লোকদিগের নিকট খাবার চাহিল তখন তাহারা ইহাদিগকে দাওয়ত দিতে অস্বীকার করিল

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ

ফাঅজ্বাদা- ফী-হা- জ্বেদা-রাই-ইয়োরীদো আই-য়্যান্‌ক্বাদ্দা ফাআক্বা-মাহূ, ক্বা-লা

ইতিমধ্যে ইহারা উভয়ে সেই গ্রামে একটী প্রাচীর দেখিল যাহা পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল তখন (খেজের) সেই প্রাচীরটীকে (পুনর্ব্বার নূতন করিয়া) দাঁড় করিয়া দিল, (ইহা দেখিয়া মুছা) বলিল

لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي

লাও্ শে'-তা লাত্তাখাজ্‌তা আলায়হে আজ্‌রা-। ক্বা-লা হা-জা- ফেরা-ক্বো বায়্‌নী

আপনি ইচ্ছা করিলে (ইহাদের নিকট হইতে) প্রাচীর দাঁড় করিয়া দেওয়ার পারিশ্রমিক লইতে পারিতেন। (খেজের) বলিল ইহাই ছাড়্‌-ছাড়ি আমার মধ্যে

وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

অবায়্‌নেক্বা, ছাওনাব্বেয়োকা বেতা'-ভালে মা- লাম্ তাছ্‌তাতে'- আলায়্‌হে ছাব্‌রা-।

ও তোমার মধ্যে, আমি এখন তোমাকে তাহার ভেদতত্ব বলিয়া দিতেছি যাহাতে তোমার বরদাশ্‌ত হয় নাই।

(২০) মর্ম্ম এই যে, তৃতীয়বার যখন এরূপ দোষ আমার দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে, তখন আপনার আমাকে পৃথক করিয়া দেওয়ার অধিকার থাকিবে। তদবস্থায় আপনার কোনু দোষ থাকিবে না।

১০৭

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُّ

আম্‌মাছ্‌ছাফীনাতো ফাকা-নাৎ লেমাছা-কীনা য়্য'-মালূনা ফেল্‌-বাহ্‌রে ফাআরাত্তো

সেই যে নৌকা (উহা) দরিদ্রদের ছিল তাহারা (পারিশ্রমিক লইয়া উহাকে) সমুদ্রে চালনা করিত কাজেই আমি ইচ্ছা করিলাম

أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ

আন্ আয়ীবাহা- অকা-না অরা—আহুম্ মালেকোই-য়্যা'-খোজো কোল্‌লা ছাফীনাতেন্

যে নৌকাখানিকে দোষযুক্ত করিয়া দিই কারণ উহাদের সম্মুখ দিকে (সমুদ্র-পারে) এক (অত্যাচারী) বাদশাহ্ ছিল সেই বাদশাহ্ প্রত্যেক (কাজের উপযোগী) নৌকা বাজেয়াফ্‌ত করিয়া লইত

غَصْبًا ۝ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا

গাছ্‌বা-। অআম্‌মাল্ গোলা-মো ফাকা-না আবাওয়া-হো মো--মেনায়্‌নে ফাখাশীনা—

জোরপূর্ব্বক। আর সেই যে বালক উহার মাতা-পিতা উভয়ই ঈমানদার ছিল কাজেই আমার (এই) চিন্তা জাগিল

أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝ فَأَرَدْنَا أَنْ

আই-ইয়্যোর্‌হেক্কা হোমা- তোগ্‌য়্যা-নাঙ্ অকোফ্‌রা-। ফাআরাদনা— আই-

যে (এরূপ না হয় এই বালক প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া) কষ্ট দেয় উহাদিগকে ছরকশী ও কুফরীর জন্য। অতএব আমি ইচ্ছা করিলাম (২১) এই যে

يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ

ইয়্যোব্‌দেলা হোমা- রাব্বোহোমা- খায়্‌রাম্ মেন্‌হো যাকা-তাঙ্ অআক্‌রাবা

(উহাকে মারিয়া ফেলি এবং) উহাদের উভয়ের প্রভু ঐ বালকের বদলে উহাদের উভয়কে উহা হইতে বিশুদ্ধাত্মা ও দয়ার্দ্র চিত্ত

رُحْمًا ۝ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ

রোহ্‌মা-। অআম্মাল্ জ্বেদা-রো ফাকা-না বেগোলা-মায়্‌নে য়্যাতীমায়্‌নে ফেল্‌-মাদীনাতে

উত্তম (সন্তান) দান করেন। আর সেই যে প্রাচীর—তাহা শহরের দুইটী এতীম বালকের ছিল

وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ

অকা-না তাহ্‌তাহু কান্‌যোল্ লাহোমা- অকা-না আবুহোমা- ছা-লেহান্, ফাআরা-দা

আর প্রাচীরের নিম্নে উহাদেরই ধন (প্রোথিত) ছিল আর উহাদের পিতা ছিল পুণ্যবান (ব্যক্তি)। কাজেই (হে মুছা!) ইচ্ছা করিলেন

(২১) হজরত খেজের যখন নিজের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে আল্লার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ইহা বলা যে আমি ইচ্ছা করিলাম, ইহা যেন তাঁহার ইহাই বলার ছিল যে, "আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলেন"।

رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ

রাব্বোকা আই-য়্যাব্‌লোগা— আশোদ্দা হোমা- অয়্যাছ্‌তাখ্‌রেজা- কান্‌যা হোমা-,

তোমার প্রভু যে উভয় বালক নিজেদের যৌবনে উপনীত হয় এবং (প্রাচীরের নিম্ন হইতে) উভয়ের ধন উভয়ে বাহির করিয়া লয়,

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ

রাহ্‌মাতাম্ মের্‌রাব্বেক্, অমা- ফাআল্‌তোহূ আন্ আম্‌রী, জা-লেকা তা'-ভীলো

(উহাদের অবস্থায় প্রতি) তোমার প্রভুর (ইহা) এক অনুগ্রহ ছিল, আর (হে মুছা ! এই ব্যাপারত্রয়ে) আমি যাহা কিছু করিয়াছি নিজের ইচ্ছায় করি নাই (বরং আল্লার হুকুমে করিয়াছি) ইহাই ভেদতত্ত্ব (সেই ব্যাপারগুলির)

ع ১০ ১ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۞ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ۖ

মা- লাম্ তাছ্‌তে'- আলায়্‌হে ছাব্‌রা- । ع অয়্যাছ্‌আলূনাকা আন্ জেল্-ক্বার্‌নায়্‌ন্,

যাহাতে তোমার বরদাশ্‌ত হয় নাই। আর (হে নবি! লোক পরীক্ষা ভাবে) তোমাকে জোল্-কার্‌নাএন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে,

قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۞ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ

কোল্ ছাআৎলূ আলায়্‌কুম্ মেন্‌হো জেক্‌রা- । ইন্না- মাক্‌কান্না- লাহূ ফেল্-আর্‌দে

তুমি (উহাদিগকে) বল আমি তোমাদিগকে উহার আলোচনা) হইতে কিছু আলোচনা পড়িয়া শুনাইতেছি। (আল্লাহ্ ফর্ম্মাইতেছেন যে,) আমি উহাকে (অর্থাৎ জোল্-কার্‌নাএনকে) ভূ-জগতে অত্যধিক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলাম

وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۞ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّىٰ

অআ-তায়্‌না-হো মেন্ কুল্লে শায়্‌এন্ ছাবাবান্,— ফাআৎবাআ ছাবাবা- । হাৎতা—

আর আমি উহাকে সর্ব্বপ্রকারের আসবাবপত্র দান করিয়াছিলাম,—তৎফলে সে (অর্থাৎ জোল্-কার্‌নাএন) এক কাজের পিছনে পড়িয়া গেল (অর্থাৎ সূর্য্যাস্তস্থল গমনের জোগাড় করিতে লাগিল), এ-পর্য্যন্ত যে

إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ

এজা- বালাগা মাগ্‌রেবাশ্‌শাম্‌ছে অজাদাহা- তাগ্‌রোবো ফী আয়্‌নেন্ হামেআতেঁউ

যখন (চলিতে চলিতে) সূর্য্যাস্তস্থলে উপনীত হইল তখন তাহাকে (অর্থাৎ সূর্য্যকে) এরূপ বোধ হইল (যেন) কাল রংএর কাদার গর্ত্তে অস্ত যাইতেছে

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ

অঅজাদা এন্দাহা- ক্বাওমা- । কোল্‌না- ইয়্যা- জাল্-ক্বার্‌নায়্‌নে এম্মা— আন্

আর দেখিল উহার (অর্থাৎ সেই গর্ত্তের) নিকটে একটী সম্প্রদায়(ও বসবাস করিতে) রহিয়াছে, (আল্লাহ্ ফর্ম্মাইতেছেন) আমি বলিলাম হে জোল্-কার্‌নাএন (তুমি বাদশাহ্, উভয় ক্ষমতাই তোমার রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলে

تُعَذِّبَ وَاِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ○ قَالَ اَمَّا

তোআজ্জেবা অএম্মা— আন্ তাত্তাখেজা ফী-হিম হোছ্না-। ক্বা-লা আম্মা
তুমি (ইহাদিগকে) সাজা দিতে পার আর ইচ্ছা করিলে ইহাদের মধ্যে তুমি (তোমার) সদ্ব্যবহার আচরণ করিতে পার। (ইহা শুনিয়া জোল্-কার্‌নাএন) বলিল (ইহাদের) যে কেহ

مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ

মান্ জালামা ফাছাওফা নোআজ্জেবোহু ছোম্মা ইয়্যোরাদ্দো এলা- রাব্বেহী
জালেম তাহাকে ত আমি সাজা দিবই তারপর (কেয়ামত-দিবসে) সেই ব্যক্তি(কে) তাহার প্রভুর হুজুরে ঘুরাইয়া আনা হইবে

فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا ○ وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

ফাইয়্যোআজ্জেবোহু আজা-বান্ নোক্‌রা-। অআম্মা- মান্ আ-মানা অআমেলা ছা-লেহান্
তখন তিনি (আমার দত্ত শাস্তি ছাড়া) তাহাকে (আরও) কঠীন সাজা দিবেন। আর কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান আনিবে এবং সৎকাজ করিবে

فَلَهُ جَزَآءَ نِ الْحُسْنٰى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ○

ফালাহু জ্বাযা—আনেল্- হোছ্না-, অছানাক্বলো লাহু মেন্ আম্‌রেনা- ইয়্যোছ্‌রা-।
তাহা হইলে (উহার) বিনিময়ে তাহাকে (আল্লার নিকট্ হইতে অনুরূপই) উপকার মিলিবে, আর আমি(ও) নিজের কার্য্য হইতে তাহাকে সহজ সহজ কাজ করিতে বলিব।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ○ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا

ছোম্মা আৎবাআ ছাবাবা-। হাৎতা—এজা- বালাগা মাৎলেআশ্ শাম্‌ছে অজ্বাদাহা-
ইহার পর জোল্-কার্‌নাএন (অন্য) এক যোগাড়যন্ত্রের পশ্চাতে লাগিল (অর্থাৎ সূর্য্যোদয়-স্থলেরছফরের যোগাড় করিতে লাগিল)। এ পর্য্যন্ত যে (চলিতে চলিতে) যখন সূর্য্যোদয়-স্থলে (যাইয়া উপনীত হইল তখন সূর্য্যকে এরূপ বোধ হইল

تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ○ كَذٰلِكَ

তাৎলোয়ো আলা- ক্বাওমেল্ লাম্ নাজ্‌আল্ লাহুম্ মেন্ দূনেহা- ছেৎরা-। কাজা-লেক্,
যেন (সূর্য্য এরূপ) কতক লোকের প্রতি উদিত হইতেছে যাহাদের জন্য আমি সূর্য্যের এদিকে কোনও আড়াল রাখি নাই। (আর বস্তুতঃও) এইরূপই (ছিল), (২২)

وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ○ ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ○ حَتّٰٓى

অক্বাদ্ আহাৎনা- বেমা- লাদায়্‌হে খোব্‌রা-। ছোম্মা আৎবাআ-। হাৎতা—
আর জোল্-কার্‌নাএনের সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, (২৩) তৎসম্বন্ধে আমার পূরা পূরা খবর ছিল। ইহার পর জোল্-কার্‌নাএন অপর এক ছফরের সাজপাটের যোগাড়ে লাগিল। এ-পর্য্যন্ত যে

(২২) অর্থাৎ—উহার পশুপ্রায় ছিল, উহাদের গৃহ নির্ম্মাণের অভ্যাসই ছিলনা—রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষা করার মত উহাদের কোন আশ্রয়ই ছিল না।

(২৩) অর্থাৎ—সৈন্য-সেনা এবং রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষা করার সাজপাট ইত্যাদি।

إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ

এজা- বালাগা বায়্‌নাছ্‌ছাদ্দায়্‌নে অজাদা মেন্‌ দূনেহেমা- ক্বাওমাল,—লা- য়্যাকা-দূনা

যখন (চলিতে চলিতে একটী পাহাড়ের মধ্যস্থ পথের) দুই (পার্শ্বস্থিত পাহাড়)-প্রাচীরের মধ্যভাগে উপনীত হইল তখন (জোল্‌-কার্‌নাএন) দেখিল যে (পাহাড়)-প্রাচীরদ্বয়ে ওদিকে এক কওম (আবাদ) রহিয়াছে (আর সেই কওম এরূপ পশু) যে, নিকটে পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে না

يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝ قَالُوا يَـٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

য়্যাফ্‌ক্বাহূনা ক্বাওলা-। ক্বা-লূ ইয়্যা- জাল্‌-ক্বার্‌নায়্‌নে ইন্‌না য়্যা'-জূজা অমা'-জূজা

কথা বুঝিবার। উহারা (নিজেদের ভাষায় জোল্‌-কার্‌নাএনকে) বলিল হে জোল্‌-কার্‌নাএন (ইহার ওদিকে অর্থাৎ পাহাড়ের ওপারে (ইয়্যাজুজ(-এর কওম) রহিয়াছে

مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ

মোফ্‌ছেদূনা ফেল্‌-আর্‌দে ফাহাল্‌ নাজ্‌আলো লাকা খার্‌জান্‌ আলা— আন্‌ তাজ্‌আলা

উহারা (আমাদের) দেশে (আসিয়া) যুদ্ধ হাঙ্গামা বাধায় আমরা কি আপনার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দিব এই শর্ত্তে যে আপনি তৈয়ারী করিয়া দিবেন

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ

বায়্‌নানা- অবায়্‌নাহুম্‌ ছাদ্‌দা-। ক্বা-লা মা- মাক্‌কান্‌নী ফী-হে রাব্বী খায়্‌রোন্‌

আমাদের ও ইয়্যা-জূজ-মা-জূজের মধ্যস্থলে একটী প্রাচীর ? (জোল্‌-কার্‌নাএন) বলিল সেই অর্থ যাহাতে আমার প্রভু আমাকে (পূর্ণ) ক্ষমতা দিয়া রাখিয়াছেন (তাহাই) যথেষ্ট (অর্থাৎ চাঁদার কোন আবশ্যক নাই)

فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝ آتُونِي

ফাআয়ীনূনী বেক্বূঅতেন্‌ আজ্‌আল্‌ বায়্‌নাকুম্‌ অবায়্‌নাহুম্‌ রাদ্‌মা-। আ-তূনী

অপিচ (তোমাদের সাহায্য করিবার যদি ইচ্ছা জাগিয়া থাকে তবে) তোমরা (হস্ত-পদের) শক্তি দ্বারা আমার সাহায্য কর আমি তোমাদের ও ইয়্যা-জূজ-মা-জূজ (কওম)-এর মধ্যস্থলে একটী মোটা প্রাচীর নির্ম্মিত করিয়া দিই। (এক্ষণ) তোমরা লইয়া আইস আমার কাছে

زُبَرَ الْحَدِيدِ ط حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ط

যোবারাল্‌ হাদীদে, হাৎতা— এজা- ছা-ওয়া- বায়্‌নাছ্‌ছাদাফায়্‌নে ক্বা-লান্‌ফোখূ,

লৌহখণ্ড (তদনুযায়ী উহারা বহু লৌহখণ্ড আনিয়া জড় করিল এবং কাজ শুরু হইয়া গেল), এ-পর্য্যন্ত যে যখন জোল্‌-কার্‌নাএন উভয় পর্ব্বত-প্রাচীরের মধ্যভাগ (পাহাড়-চূড়া পর্য্যন্ত) সমান করিয়া দিল তখন (জোল্‌-কার্‌নাএন উহাদিগকে) নির্দ্দেশ করিল যে (এক্ষণ তোমরা ইহাকে) ফুঁকিতে থাক,

حَتّٰٓى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِىْٓ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ؕ

হাৎতা— এজা- জ্বাআলাহূ না-রান্, ক্বা-লা আ-তূনী— ওফ্‌রেগ্ আলায়্‌হে ক্বেৎরা- ।

এ-পর্য্যন্ত যে যখন (আগুন) সেই লৌহখণ্ডসমূহকে (লাল) অঙ্গার করিয়া দিল (তখন জোল্-কার্‌নাএন উহাদিগকে) বলিল (এক্ষণ) তোমরা আমাকে (তাম্র) আনিয়া দাও আমি এই (লৌহ-) প্রাচীরের উপর গলিত তাম্র ঢালিয়া দিই ।

فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ○ قَالَ هٰذَا

ফামাছ্‌তা-উ--- আই-য়্যাজ্‌হারূহো অমাছ্‌তাতা-উ লাহূ নাক্‌বা- । ক্বা-লা হা-জা-

ফলকথা (এই তদ্বির দ্বারা এরূপ উচ্চ ও শক্ত প্রাচীর তৈয়ার হইয়া গেল যে) ইয়া-জূজ-মা-জুজ-না-ত উহার উপর আরোহণ করিতে সক্ষম হইত আর না তাহাতে ছিদ্র করিতে পারিত । (জোল্-কার্‌নাএন উক্ত লৌহ-প্রাচীর সম্বন্ধে) বলিল ইহা —

رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ

রাহ্‌মাতোম্ মের্‌রাব্বী, ফাএজা- জ্বা—আ আ'-দো রাব্বী জ্বাআলাহূ দাক্‌কা—আ,

আমার প্রভুর অনুগ্রহ, (২৪) কিন্তু যখন আমার প্রভুর ওয়াদা (অর্থাৎ কেয়ামত) উপস্থিত হইবে তখন ইহা(অর্থাৎ এই প্রাচীর)কে (ভাঙ্গিয়া) চুর্ন-বিচুর্ন করিয়া দিবে,

وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا ؕ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ

অকা-না অ'-দো রাব্বী হাক্‌কা- । অতারাক্‌না- বা'-দাহুম্ য়্যাও্‌মাএজেই য়্যামূজো

আর আমার প্রভুর ওয়াদা সত্য । আর (হে নবি !) আমি সে-দিবস ছাড়িয়া দিব উহাদের কাহাকেও কাহাকেও যে (সমুদ্রের) ঢেউ সমূহের মত একের মধ্যে

فِىْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ۙ وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ

ফী বা'-দেঙ্ অনোফেখা ফেছ্‌ছূরে ফাজ্বামা'-না-হুম্ জ্বাম্‌আঙ্,— অআরাদ্বনা- জ্বাহান্নামা

অন্য মিলিত হইয়া যাইবে (২৫) আর 'ছুরে' ফুৎকার করা যাইবে অনন্তর আমি সমস্ত লোককে (হাশর-ময়দানে) জড় করিব,—আর আমি পেশ করিব দোজখকে

يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضَا ۙ الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ

য়্যাও্‌মাএজেল্‌লেল্-কা-ফেরীনা আদ্বদা-,— নেল্‌লাজীনা কা-নাৎ আ'-ইয়োনোহুম্

সেই দিবস কাফেরদিগের সম্মুখে পেশ করিয়া দেওয়ার মত,—উহাদের চক্ষুগুলি ছিল

(২৪) 'জোল্-কার্‌নাএনে'র প্রতি ত আল্লার এই অনুগ্রহ ছিল যে, তিনি তাঁহাকে প্রাচীর তৈয়ারী করার ক্ষমতা দিয়াছিলেন, আর লোকদিগের প্রতি আল্লার এই অনুগ্রহ ছিল যে, ইয়াজুজ-ম্যাজুজের জুলুম হইতে তাহাদের আশ্রয় মিলিয়া ছিল ।

(২৫) মর্ম্ম এই যে, বর্ত্তমান সময়ে 'জোল্-কার্‌নাএনে'র প্রাচীর আমাদের মত এ-দিকের বাসিন্দা-গণের ও ইয়াজুজ্-মা-জুজ্ কওমের মধ্যস্থলে আড় হইয়া রহিয়াছে কিন্তু কেয়ামতের কাছাকাছি সময়ে ইয়াজুজ্-মা-জুজ্ ঐ প্রাচীরকে ভাঙ্গিয়া এ-দিকের বাসিন্দাগণের প্রতি আক্রমণ চালাইবে, ফলে সমস্তই বিশৃঙ্খল হইয়া যাইবে ।

৫
১১
২
রুকু

فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ۝ اَفَحَسِبَ

ফী গেতা—এন্ আন্ জেক্‌রী অকা-নূ লা- য়্যাছ্‌তাতীউনা ছাম্‌আ-। ৫ আফাহাছেবাল্-

আমার জেকের (অর্থাৎ কোরআনের দিক) হইতে (গফ্‌লতীর) পর্দ্দার মধ্যে আর (হকের দিক হইতে উহাদের কর্ণগুলিতে এরূপ বোঝা ছিল যে) উহারা (উহাকে) এই খেয়ালে কি রহিয়াছে শুনিতে পাইত না।

الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ۭ اِنَّآ

লাজীনা কাফারু— আই-য়্যাত্তাখেজূ এবা-দী মেন্ দূনী— আওলেয়্যা—আ, ইন্না—

(এই) কাফেরেরা যে ইহারা আমাকে ছাড়িয়া আমার বান্দাগণকে (নিজেদের) কারছাজ ধরে (আর এই খেয়ালে যে ইহাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হইবে না—ইহা কখনই নহে), নিশ্চয় আমি

اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ۝ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ

আ'-তাদ্‌না- জাহান্‌নামা লেল্'কা ফেরীনা নোযোলা-। কোল্ হাল্ নোনাব্বেয়োকুম্

কাফেরদিগের জেয়াফতের জন্য জাহান্নাম তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি। (হে নবি! কাফেরদিগকে) বল যে তোমরা যদি বল তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে খবর দিই

بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ۝ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

বেল্-আখ্‌ছারীনা আ'-মা-লা-। আল্‌লাজীনা দ্বল্লা ছা'-ইয়োহুম্ ফেল্-হায়্যা-তেদ্দোন্‌য়্যা-

সেই লোকদিগের যাহারা আমলের দিক দিয়া খুবই ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে। (ইহারা) সেই লোক যাহাদের পার্থিব জীবনের চেষ্টা (সমস্তই) অনর্থক গিয়াছে

وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

অহুম্ য়্যাহ্‌ছাবূনা আন্‌নাহুম্ ইয়্যাহ্‌ছেনূনা ছোন্‌আ-। উলা—একাল্‌লাজীনা কাফারু

আর উহারা (নিজেদের ভুল বুঝের দরুণ) এই খেয়ালের মধ্যে রহিয়াছে যে উহারা ভাল কাজ করিতেছে। ইহারাই সেই লোক যাহারা মানে নাই

بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ

বেআ-য়্যা-তে রাব্বেহিম্ অলেক্কা—এহী ফাহাবেতাৎ আ'-মা-লোহুম্ ফালা- নোক্বীমো

নিজেদের প্রভুর আয়তগুলিকে আর (কেয়ামত-দিবসে) তাঁহার হুজুরে হাজির হওয়াকে ফলে অনর্থক গিয়াছে উহাদের আমলগুলি কাজেই আমি প্রতিষ্ঠিত রাখিব না

لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ۝ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا

লাহুম্ য়্যাওমাল্-কেয়্যা-মাতে অয্‌না-। জা-লেকা জ্বাযা—ওহুম্ জ্বাহান্নামো বেমা-

কেয়ামত-দিবসে ইহাদের জন্য (নেক-আমলের রতি পরিমাণও) ওজন। (২৬) এই জাহান্নাম্ উহাদের (সেই কু-কার্য্যাবলীর) বিনিময় যে

كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْا اٰيٰتِىْ وَرُسُلِىْ هُزُوًا ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

কাফারূ অত্তাখাজূ— আ-য়্যা-তী অরোছোলী হোযোওয়া-। ইন্নাল্লাজীনা আ-মানূ

উহারা কুফরী করিয়াছিল আর গ্রহণ করিয়াছিল আমার আয়তগুলি ও আমার পয়গাম্বরগণকে ঠাট্টারূপে। অবশ্য যাহারা ঈমান আনিয়াছে

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۙ

অআমেলোছ্‌ছা-লেহা-তে কা-নাৎ লাহুম্ জ্বান্না-তোল্ ফের্‌দাওছে নোযোলা-।

আর (তাহারা) নেক আমল(ও) করিয়াছে তাহাদের জেয়াফতের জন্য ফেরদাওছের বাগান হইবে,—

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ۝ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ

খা-লেদীনা ফী-হা- লা- য়্যাবগূনা আন্‌হা- হেঅলা-। কোল্ লাও কা-নাল্ বাহ্‌রো

উহাতে (উহারা চির) চিরকাল অবস্থিতি করিবে (আর কখনও) তথা হইতে সরিতে চাহিবে না। (-হে নবি! ইহাদিগকে) বল যে যদি আমার প্রভুর বিষয়াবলী (লিখিবার জন্য সমুদ্রের

مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ

মেদা-দাল্ লেকালেমা-তে রাব্বী লানাফেদাল্ বাহ্‌রো কাব্‌লা আন তান্‌ফাদা

পানি কালি(র স্থলে) হয় তবে ইহার অগ্রে যে আমার প্রভুর বিষয়াবলী সম্পূর্ণ হয় সমুদ্র(-এর পানি)

كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ۝ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا

কালেমা-তো রাব্বী অলাও জ্বে'-না- বেমেছলেহী মাদাদা-। কোল্ ইন্নামা— আনা-

নিঃশেষ হইয়া যায় যদিওচ আমি (আল্লাহ্) অনুরূপই (অন্য সমুদ্র উহার) সাহায্যার্থ লইয়া আসি। (২৭) (হে নবি! ইহাদিগকে) বল যে আমিও

بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ

বাশারোম্ মেছ্‌লোকুম্ ইয়ূহা— এলায়্য়্যা আন্‌নামা— এলা-হোকুম্ এলা-হোঙ্

তোমাদেরই মত একজন মানুষ (আমার ও তোমাদের মধ্যে কেবলমাত্র এইটুকু পার্থক্য রহিয়াছে যে) আমার নিকটে (আল্লার দিক হইতে) এই অহী আইসে যে তোমাদের উপাস্য অদ্বিতীয়

---

(২৬) আরবীর প্রচলিত ভাষার দিক দিয়া ইহার এক মর্ম্ম ইহাও হইতেছে যে, আমি আল্লাহ্) কেয়ামত-দিবসে ইহাদের কিছুমাত্র খাতির রাখিব না।

(২৭) "বিষয়াবলী" অর্থে—তাঁহার প্রশংসাবলী, কার্য্যাবলী, অধিকার সমূহ, নিয়ন্ত্রণাবলী।

وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا

ওয়া-হেদ্, ফামান্ কা-নো য়্যার্‌জু লেক্বা—আ রাব্বেহী ফাল্‌-য়্যা'-মাল্ আমালান্

উপাস্য, অতএব যাহার স্বীয় প্রভুর সহিত সাক্ষাতের বাসনা থাকে তবে উচিত যে সেই ব্যক্তি সৎ

৫ ১২ ৩ রুকু

صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ۵

ছা-লেহাঙ্ অলা- ইয়োশ্‌রেক্ বেএবা-দাতে রাব্বেহী— আহাদা-। ৫

কাজ করে আর কাহাকেও নিজের প্রভুর উপাসনার মধ্যে শরীক না করে।

ছুরা—মার্‌য়্যাম্ মক্কায় অবতীর্ণ হয়।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির্রাহ্‌মা-নির্রাহীম্। সর্ব্বপ্রদাতা দয়ালু আল্লার নামে আরম্ভ।	এই ছুরায় ৬ রুকু এবং ৯৮ আয়ত

كٓهٰيٰعٓصٓ ۝ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ

কা—ফ্ হা-য়্যা- আয়ে—ন্ ছোয়া—দ্। জেক্‌রো রাহ্‌মাতে রাব্বেকা আব্‌দাহূ

কা—ফ্ হা- ইয়া- আয়ে—ন্ ছোয়া—দ্। (হে নবি! ইহা সেই) অনুগ্রহের বর্ণনা যাহা তোমার প্রভু তাঁহার বান্দা

زَكَرِيَّا ۚ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ

যাকারীয়্যা-। এজ্ না-দা- রাব্বাহূ নেদা—আন্ খাফীয়্যা-। ক্বা-লা রাব্বে ইন্নী অহানাল্

জাকারিয়ার প্রতি করিয়াছিলেন। (তাহা এই যে) যখন জাকারিয়া তাহার প্রভুকে নিঃশব্দে ডাকিয়াছিল। (আর) দোআ করিয়াছিল যে হে আমার প্রভু নিশ্চয় আমার

الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ

আজ্‌মো মেন্নী অশ্‌তাআলার্‌রা'-ছো শায়্‌বাঙ্ অলাম্ আকোম্ বেদোআ—একা

অস্থিসমূহ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, আর মস্তক বার্দ্ধক্য(-এর অগ্নি) দ্বারা গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে আর হে আমার প্রভু তোমার দরবারে দোআ করিয়া আমি (কখনও)

رَبِّ شَقِيًّا ۝ وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَآءِىْ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ

রাব্বে শাক্বীয়্যা-। অইন্নী খেফ্‌তোল্ মাওয়া-লেয়্যা মেঙ্-অরা—য়ী অকা-নাতেম্‌রাআতী

৮০৮ বঞ্চিত ছিলাম না। আর আমার (নিজের) ভাই বন্ধু হইতে ভয় রহিয়াছে যে নিজের (মৃত্যুর) পরে (উহারা দীনের মধ্যে কোনও গর্হিত কাজ করিয়া বসে) আর আমার স্ত্রী হইতেছে

عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۙ يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ

আ-ক্বেরান্ ফাহাব্‌লী মেঁল্‌লাদোন্‌কা অলীয়্যাঙ,— য়্যারেছোনী অয়্যারেছো

বন্ধ্যা অতএব আপনি নিজেরদিক হইতে আমাকে একটী উত্তরাধিকারী (অর্থাৎ সন্তান) দান করুন। হে আমার(ও) উত্তরাধিকারী হয় আর উত্তরাধিকারী হয় (অর্থাৎ দীনকে সাম্‌লায়)

مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝ يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا

মেন্ আ-লে য়্যা'-ক্বুবা, অজ্‌আল্‌হো রাব্বে রাদীয়্যা-। ইয়্যা- যাকারীয়্যা— ইন্‌না-

ইয়াকুবের বংশের(ও), আর হে আমার প্রভু উহাকে (সকলের) প্রিয়পাত্র করিয়া দিন। (আল্লাহ্ তখন ফরমাইলেন) হে জাকারিয়া! আমি

نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۨ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ

নোবাশ্‌শেরোকা বেগোলা-মেনেছ্‌মোহূ য়্যাহ্‌য়্যা-, লাম্ নাজ্‌আল্ লাহূ মেন্ ক্বাব্‌লো

তোমাকে একটী পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি যাহার নাম হইবে য়্যাহ্‌য়্যা, (আর ইহার) পূর্ব্বে আমি কাহাকে(ও সৃজন) করি নাই

سَمِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِيْ

ছামীয়্যা-। ক্বা-লা রাব্বে আন্‌না- য়্যাকূনো লী গোলা-মোঙ অকা-নাতেম্‌রাআতী

এই নামের। (১) (জাকারিয়া মানব স্বভাবের তাকীদে) আরজ করিল হে আমার প্রভু কি প্রকারে আমার পুত্র হইবে আর অবস্থা ত এই যে আমার স্ত্রী

عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ

আ-ক্বেরাঙ অক্বাদ্ বালাগ্‌তো মেনাল্ কেবারে এতীয়্যা-। ক্বা-লা কাজা-লেক্, ক্বা-লা

বন্ধ্যা আর আমি বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছি। (আল্লাহ্) ফর্ম্মাইলেন এমনই (হইবে), ফর্ম্মাইতেছেন

رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ

রাব্বোকা হোওয়া আলায়্যা হায়্যেনোঙ অক্বাদ্ খালাক্‌তোকা মেন্ ক্বাব্‌লো

তোমার প্রভু (তোমাকে) বৃদ্ধ বয়সে পুত্র দান করা আমার পক্ষে সহজ আর (ইহা হইতে) অগ্রেও আমি তোমাকে সৃজন করিয়াছি

(১) ইহা আল্লার অসামান্য করুণারই অর্থ জ্ঞাপন করে যে, সম্ভবের বাহিরে হজরত জাকারিয়ার বৃদ্ধ অবস্থায় এবং তদীয় ভার্য্যায় বন্ধ্যা হওয়া সত্ত্বে সন্তান জন্মিতে পারে। আর ফর্ম্মিয়াছেন, "আমিই তাহার (য়্যাহ্‌য়্যার) একটী নূতন নামও ঠিক করিয়া দিয়াছি।" লোকদিগের ইহাতেও সন্তুষ্ট জাগে যে, তাহাদের সন্তানের কোন নূতন ও ভাল নাম হয়। হজরত য়্যাহ্‌য়্যার মধ্যে দুইটী জিনিষ বিদ্যমান। প্রথমতঃ হজরত য়্যাহ্‌য়্যা প্রথম, কারণ তাঁহার অগ্রে 'য়্যাহ্‌য়্যা' নামের আর কেহই ছিল না। দ্বিতীয়তঃ হজরত য়্যাহ্‌য়্যা উত্তম, এজন্য যে, তাঁহা হইতে দোআ নির্গত হইয়া থাকে। কারণ, ইহার অর্থ য়্যাহ্‌য়্যার অর্থ হইতেছে—জীবিত জাগ্রত।

وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً ط قَالَ اٰيَتُكَ

অলাম্ তাকো শায়্আ-। ক্বা-লা রাব্বেজ্‌আল্‌লী— আ-য়্যাহ্, ক্বা-লা আ-য়া তোকা

অথচ তুমি (তখন) কিছুই ছিলে না। (জাকারিয়া) আরজ করিল হে আমার প্রভু (আমার পুত্র হওয়ার) কোন চিহ্ন(-এর কথা) আমায় বলুন, (আল্লাহ্) ফরমাইলেন তোমার চিহ্ন

اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝ فَخَرَجَ عَلٰى

আল্-লা- তোকাল্লেমান্না-ছা ছালা-ছা লায়্যা-লেন্ ছাবীয়্যা-। ফাখারাজ্বা আলা-

এই যে তুমি একাদিক্রমে তিন রাত (দিন) লোকদিগের সহিত কথা বলিবে না। (২) অনন্তর জাকারিয়া যথারীতি ওয়াজ নছিহত শুনাইবার জন্য) বাহির হইয়া

قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً

ক্বাওমেহী মেনাল্ মেহ্‌রা-বে ফাআওহা— এলায়্‌হিম্ আন্ ছাব্বেহু বোক্‌রাতাঙ্

নিজের লোকের কাছে আসিল হুজরা হইতে তখন (আল্লাহ্) ইশারায় জাকারিয়াকে বুঝাইয়া দেন যে (আল্লার) এবাদতে নিমগ্ন থাকিও সকাল

وَّعَشِيًّا ۝ يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ط وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ

অআশীয়্যা-। ইয়্যা-য়্যাহ্‌য়্যা- খোজেল্ কেতা-বা বেক্বূঅতেন্, অআ-তায়্‌না-হোল্-হোক্‌মা

ও সন্ধ্যায় (ফলকথা, য়্যাহ্‌য়্যা জন্মলাভ করিল আর আমি উহাকে হুকুম করিলাম যে) হে য়্যাহ্‌য়্যা (তওরাত-) কেতাবকে দৃঢ়তা সহকারে ধারণ করিও, (৩) আর আমি উহাকে পয়গাম্বরী প্রদান করিয়াছিলাম

صَبِيًّا ۙ وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ط وَكَانَ تَقِيًّا ۙ وَّبَرًّا

ছাবীয়্যাঙ্,— অহানা-নাম্ মেঁল্‌লাদোন্‌না- অযাকা-তান্, অকা-না তাক্বীয়্যাঙ্,-- অবার্‌রাম্

বাল্যাবস্থায়ই,—এবং দয়াশীলতা ও আত্মশুদ্ধিতা (প্রদান করিয়াছিলাম) নিজের পক্ষ হইতে, আর (এ-সমুদয় ছাড়া য়্যাহ্‌য়্যা) পরহেজগার ছিল। আর খেদমতকারী(ও) ছিল

---

(২) আমি سويا "ছাবীয়্যা-" শব্দের অর্থ "একাদিক্রমে" গ্রহণ করিয়াছি। আর আমি لاتكلم "লা-তোকাল্‌লেমো"কে নিষেধ জ্ঞাপন পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া তৃতীয় পারার ১২শ রুকুতে একটী টীকা লিখিয়াছি, উহাও দেখা আবশ্যক। অতএব মর্ম্ম দাঁড়াইতেছে এই যে, "তুমি একাদিক্রমে তিন দিবস লোকদিগের সহিত কথাবার্ত্তা বলিও না" অর্থাৎ রোজা রাখিবে এবং আল্লার প্রতি নিবিষ্টমন রাখিবে।

হজরত জাকারিয়ার শরিয়তে রোজা রাখা অবস্থায় পানাহারের ন্যায় কথাবার্ত্তা বলাও নিষেধ ছিল।

(৩) অর্থাৎ—হে য়্যাহ্‌য়্যা, তুমি ও তোমার ওম্মত তওরাতের উপর আমল করাকে অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিও। আর ইহা এ-জন্য যে হজরত য়্যাহ্‌য়্যা নিজে শরিয়ত বিশিষ্ট ছিলেন না। অর্থাৎ—তাঁহার নিজের কোন পৃথক শরিয়ত ছিলনা—তাঁহার আমল হজরত মুছার শরিয়তের উপর ছিল।

بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ

বেওয়া-লেদায়্হে অলাম্ য়্যাকোন্ জ্বাব্বা-রান্ আছীয়্যা-। অছালা-মোন্ আলায়্হে

নিজের মাতা পিতার আর (য়্যাহ্য়্যা) ছেরকশ (এবং) অবাধ্য ছিল না। আর উহার প্রতি (সর্ব্বাবস্থায় আল্লার পক্ষ হইতে) শান্তি

يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝ ع

য়্যাও্মা ভোলেদা অয়্যাও্মা য়্যামুতো অয়্যাও্মা ইয়্যোব্আছো হায়্য়্যা-। ع　ع ১/৪ রুকু

যে-দিবস সৃষ্টি হইয়াছে আর যে-দিবস মৃত্যু হইবে আর যে-দিবস (পুনর্ব্বার) জীবিত (অবস্থায়) উঠাইয়া দাঁড় করানো যাইবে।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا

অ জ্কোর্ ফেল্-কেতা-বে মার্য়্যাম্, এজেন্তাবাজাৎ মেন্ আহ্লেহা- মাকা-নান্

আর (হে নবি!) কোরআনোক্ত মার্য়্যামের কথা (ও লোকদিগকে) বর্ণনা কর, যখন মার্য়্যাম নিজের লোক হইতে (পৃথক হইয়া) যাইয়া বসিল পূর্ব্বমুখী

شَرْقِيًّا ۝ لا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ق فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا

শার্ক্বীয়্যা-। ফাত্তাখাজাৎ মেন্ দূনেহিম্ হেজ্বা-বান্, ফাআর্ছাল্না— এলায়্হা-

গৃহে,—আর লোকদিগের দিক হইতে পর্দা করিয়া লইল, (৪) তখন আমি উহার (অর্থাৎ মার্য়্যামের) দিকে পাঠাইলাম

رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝ قَالَتْ إِنِّيْ أَعُوذُ

রূহানা- ফাতামাছ্ছালা লাহা- বাশারান্ ছাবীয়্যা-। ক্বা-লাৎ ইন্নী— আউযো

নিজের রূহ (অর্থাৎ জিব্রিল)কে অনন্তর জিব্রিল উত্তম খাষা মানুষের আকৃতি ধরিয়া মার্য়্যামের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। (মার্য়্যাম জিব্রিলকে মানুষ আকারে দেখিয়া) বলিল আমি তোমাকে আল্লার

بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ

বের্রাহ্মা-নে মেন্কা ইন্ কোন্তা তাক্বীয়্যা-। ক্বা-লা ইন্নামা— আনা- রাছূলো

সম্বন্ধ (অর্থাৎ দোহাই) দিতেছি (যে আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাও) যদি তুমি পরহেজগার হও। (৫) (তখন জিব্রিল) বলিল আমি ত প্রেরিত (ফেরেশ্তা)

(৪) হজরত মার্য়্যামকে ইঁহার মাতা বয়তুল-মোকাদ্দছের সেবার জন্য বিশেষ করিয়া হজরত জাকারিয়াকে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। হজরত জাকারিয়া হজরত মার্য়্যামের জন্য মছজেদের একদিকে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। এ-স্থলে সেই স্থানেরই উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৫) এস্থলের শব্দগত অর্থ ত ইহাই ছিল যে, "যদি তুমি পরহেজগার হও তবে আমি তোমা হইতে আল্লার আশ্রয় চাহিতেছি", কিন্তু ইহা হইতে প্রকৃত মর্ম্ম ভালরূপ বুঝা যায় না, সে-জন্য আমি 'শব্দগত অর্থ' হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক হইয়া গিয়াছি।

رَبِّكِ ۖ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۝ قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي

রাব্বেক্, লেআহাবা লাকে গোলা-মান্ যাকীয়্যা-। ক্বা-লাৎ আন্‌না- য়্যাকূনো লী

তোমার প্রভুর, (আর তোমার কাছে) এ-জন্য (আসিয়াছি) যে তোমাকে (একটী) পবিত্র স্বভাব পুত্র দিয়া যাইব। (মার্‌য়্যাম) বলিল কি প্রকারে আমার

غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝ قَالَ

গোলা-মোঙ্ অলাম্ য়্যাম্‌ছাছ্‌নী বাশারোঙ্ অলাম্ আকো বাগীয়্যা-। ক্বা-লা

পুত্র হইতে পারে কারণ না-ত (নেকাহের ধরণ অনুযায়ী) আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করিয়াছে আর না-ত কখনও আমি ব্যভিচারিণী ছিলাম। (জিব্রিল) বলিল

كَذَٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهُ

কাজা-লেক্, ক্বা-লা রাব্বোকে হোওয়া আলায়্যা হায়্যেনোন্, অলেনাজ্‌আলাহূ—

এমনই (হইবে), তোমার প্রভু ফর্ম্মাইতেছেন বিনা পিতায় সন্তান সৃষ্টি করণ আমার পক্ষে সহজ, (পুত্র-সন্তান সৃষ্টিতে) উদ্দেশ্য এই রহিয়াছে যে আমি করিব উহাকে

آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ۝

আ-য়্যাতাল্‌লেন্‌না-ছে অরাহ্‌মাতাম্ মেন্‌না-, অকা-না আম্‌রাম্ মাক্‌দীয়্যা-।

(অর্থাৎ সেই সন্তানকে নিজের কোদ্‌রতের) এক নিদর্শন লোকদিগের জন্য আর (দুনিয়াতে আমি উহাকে) নিজের রহ্‌মত(-এর উপলক্ষ করিব), (৬) আর এই বিষয় (আমার নিকট হইতে) ফয়ছালা হইয়া চুকিয়াছে।

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۝ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ

ফাহামালাৎহো ফান্তাবাজাৎ বেহী মাকা-নান্ ক্বাছীয়্যা-। ফাআজা—আহাল্ মাখা-দো

অনন্তর (আপনা-আপনি মার্‌য়্যামের (পেটে পুত্রের) হামল স্থিত হইল তখন মার্‌য়্যাম্ হামলের সহিত (পৃথক ভাবে) দূরবর্ত্তী স্থলে গমন করিল। তারপর-প্রসব-বেদনা মার্‌য়্যাম্ কে

إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنْتُ

এলা- জেজ্‌এন্‌নাখ্‌লাহ্, ক্বা-লাৎ ইয়া-লায়্‌তানী মেত্তো ক্বাব্‌লা হা-জা- অকোন্তো

এক খর্জ্জুর বৃক্ষমূলে লইয়া উপস্থিত করিল, (প্রসবকালে মার্‌য়্যামের প্রসব-কষ্ট হওয়াতে মার্‌য়্যাম্) বলিল হায় আক্ষেপ, আমি (যদি) ইহার অগ্রে মরিয়া যাইতাম আর হইয়া যাইতাম

---

(৬) অর্থাৎ—আমি ইঁহাকে পয়গাম্বর করিব, আর ইঁহা লোকদিগকে সৎকার্য্য শিক্ষা দিবে এবং সৎকার্য্য করার ফলে লোকদিগের প্রতি আমি নিজের অনুগ্রহ প্রদর্শন করিব।

نَسْيًا مَّنْسِيًّا ۝ فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ

নাছ্‌য়্যাম্‌ মানছীয়্যা-। ফানা-দা-হা- মেন্‌ তাহ্‌তেহা— আল্‌-লা- তাহ্‌যানী ক্বাদ্‌
(দুনিয়ার পর্দ্দা হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া কোন্‌কালে লোক-)স্মৃতির অতীতে। (৭) অতঃপর (জিব্রিল সেই নদী হইতে যাহা) মার্‌য়্যামের নিম্ন হইতে (আল্লার কোদরতে আবির্ভূত হইয়াছিল) মার্‌য়্যাম্‌কে উচ্চশব্দে বলিল যে তুমি মনোকষ্ট করিও না (এই দেখ)

جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝ وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ

জ্বাআলা রাব্বোকে তাহ্‌তাকে ছারীয়্যা। অহোয্‌যী— এলায়্‌কে বেজ্বেজ্‌এন্‌নাখ্‌লাতে
তোমার প্রভু তোমার নীচে একটী নদী বহাইয়া দিয়াছেন। আর (হে মার্‌য়্যাম্‌ তুমি) খর্জ্জুর বৃক্ষের কাণ্ড (ধরিয়া) নিজের দিকে হেলাও

تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۝ فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ج

তোছা-ক্বেৎ আলায়্‌কে রোতাবান্‌ জ্বানীয়্যা-। ফাকোলী অশ্‌রাবী অক্বার্রী আয়্‌নান্‌,
তোমার উপর পাকা পাকা খেজুর ঝরিয়া পড়িবে। তখন তুমি (সেই খেজুর) খাইবে ও (নদীর পানি) পান করিবে আর (তোমার পুত্রকে দেখিয়া) চক্ষু ঠাণ্ডা করিবে,

فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا لا فَقُوْلِىْٓ اِنِّىْ نَذَرْتُ

ফাএম্‌মা- তারায়েন্না মেনাল্‌ বাশারে আহাদান্‌, ফাকূলী— ইন্নী নাজার্‌তো
(এবং নিজের সন্তানকে লইয়া যাইবে) অপিচ (পথে) যদি কোন লোক তোমার চক্ষে পড়ে (আর সেই ব্যক্তি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে), তাহা হইলে তুমি (তাহাকে ইশারায়) বলিবে যে আমি মানত মানিয়া রাখিয়াছি

لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ج فَاَتَتْ بِهٖ

লের্‌রাহ্‌মানে ছাও্‌মান্‌ ফালান্‌ ওকাল্লেমাল্‌-য়্যাও্‌মা এন্‌ছীয়্যা-। ফাআতাৎ বেহী
(খোদায়ে) রহ্‌মানের জন্য রোজার কাজেই আমি আজ কোন লোকের সাথে কথা কহিতে পারি না। (৮) তারপর মার্‌য়্যাম্‌ (নিজের) পুত্রকে কোলে করিয়া আসিল

قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ط قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ۝

ক্বাওমাহা- তাহমেলোহূ, ক্বা-লূ ইয়্যা- মার্‌য়্যামো লাক্বাদ্‌ জ্বে'-তে শায়্‌আন্‌ ফারীয়্যা-।
নিজের কওমের নিকটে, উহারা (পুত্রকে দেখিয়া) বলিল যে মার্‌য়্যাম্‌! ইহা ত তুমি এক আশ্চর্য্যজনক বস্তু লইয়া আসিয়াছ।

(৭) হজরত মার্‌য়্যামের দ্বারা এ-ভাবের মনোকষ্টের কথা—হয় অন্তঃসত্ত্বার কষ্টের কারণে, নতুবা দুর্ণামের ভয়েই প্রকাশ পাইয়াছিল।

(৮) তৎকালের শরিয়তে রোজারাখা অবস্থায় কাহারও সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। তজ্জন্যই হজরত মার্‌য়্যামকে এই ওজরের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে আর সেই বিশ্লেষণ যাহা আমি হজরত জাকারিয়ার অবস্থা সম্পর্কে বিবৃত করিয়াছি, তাহা ইহারই উপর নিবদ্ধ।

يَٰٓأُخْتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ

ইয়্যা—ওখ্‌তা হা-রুনা মা- কা-না আবুকেম্‌রাআ ছাও্এঙ্ অমা- কা-নাৎ ওম্মোকে

ওহে হারুনের ভগ্নি! (৯) তোমার পিতাও কু-লোক ছিল না আর তোমার মাতাও ছিল না

بَغِيًّا ۝ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ

বাগীয়্যা-। ফাআশা-রাৎ এলায়্হে, ক্বা-লূ কায়্ফা নোকাল্লেমো মান্ কা-না

ব্যভিচারিণী (কিন্তু তুমি গোত্রের বিপরীত এ-কি অন্যায় কাজ করিয়া বসিয়াছ)! তখন মারয়্যাম্ ইশারা করিল (তাহার) পুত্রের দিকে (অর্থাৎ তোমরা এই শিশুকে জিজ্ঞাসা কর, এই শিশু পুত্রই তোমাদের কথার যথাযথ উত্তর দিবে), উহারা (তখন) বলিল আমরা কিরূপে কথা বলিব

فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ۝ قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ۖ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَٰبَ

ফেল্-মাহ্‌দে ছাবীয়্যা-। ক্বা-ল। ইন্নী আব্‌দোল্লা-হে, আ-তা-নেয়্যাল্‌কেতা-বা

কোলের শিশুর সাথে। (ইহা শুনিয়া মারয়্যামের শিশু পুত্র) বলিয়া উঠিল আমি আল্লার বান্দা, তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) আমাকে (ইঞ্জিল) কেতাব দান করিয়াছেন

وَجَعَلَنِى نَبِيًّا ۝ وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ

অজ্বাআলানী নাবীয়্যাঙ্,—অজ্বাআলানী মোবা-রাকান্. আয়্‌না মা- কোন্তো,

আর তিনি আমাকে নবী করিয়াছেন,—আর তিনি আমাকে বরকত বিশিষ্ট করিয়াছেন আমি যেথানেই অবস্থান করি,

وَأَوْصَٰنِى بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝ وَبَرًّا

অআওছা-নী বেছ্‌ছালা-তে অয্‌যাকা-তে মা- দোম্‌তো হায়্য়্যাঙ্,—অবার্‌রাম্

আর তিনি আমাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে আমি নামাজ পড়িতে ও জাকাত দিতে থাকি যতদিন জীবিত থাকিব,—আর তিনি আমাকে খেদমতগার বানাইয়াছেন

(৯) মোছ্‌লেম শরীফের মধ্যে একটী হাদীছ রহিয়াছে যে, "ছাহাবী মগীরাহ্‌কে হজরত রছুলে-খোদা নাজ্‌রানের নাছারাগণের উদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। নাজ্‌রানের নাছারাগণ ত কোরআন শুনিতে এবং শুনাইতে ছিল-ই, কিন্তু ইহারা মগীরাহ্ সমীপে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিল যে, "তোমাদের কোরআনে মারয়্যামকে "ওখ্‌তে-হা-রুন" অর্থাৎ হারুনের ভগ্নি বলিয়া লিখিত রহিয়াছে, অথচ হারুন মুছার ভ্রাতা ছিল। আর হারুন ঈছার শত শত বৎসর অগ্রে গত হইয়া গিয়াছে। অতএব মারয়্যাম্ হারুনের ভগ্নি হয় কি প্রকারে।?"

ছাহাবী মগীরাহ্ এই প্রশ্ন-কথা হজরত রছুলুল্লাহ্ সমীপে আসিয়া বর্ণনা করেন। হজরত রছুলুল্লাহ্ উত্তর দেন যে, "এস্থলের হারুন মুছার ভ্রাতা হারুন নহে, বরং লোক বরকতভাবে পয়গাম্বর ও বোজর্গদিগের নামে নাম রাখিত। কাজেই, এস্থলের হারুন—অন্য হারুন—মুছার ভ্রাতা নহে। আর সেই হারুন—যাহার সম্বন্ধে এ-স্থলে উক্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি এরূপ সৎ ও সুধী ছিল যে, সেই ব্যক্তি ত সেই ব্যক্তি—তাঁহার খান্দানের কেহই এরূপ অসৎকার্য্য করিতে পরিত না।"

নাজ্‌রানের নাছারাদিগের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তুমি এরূপ শরীফ ঘরের কন্যা হইয়া অর্থাৎ তোমাকে সুধী হারুনের ভগ্নি বলা উচিত, তুমি এরূপ কু-কার্য্য কিরূপে করিয়া বসিলে?

بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا ○ وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ

বেওয়া-লেদ াী অলাম্ য়্যাজ্‌আল্‌নী জ্বাব্‌বা-রান্ শাক্বীয়্যা-। অছ্‌ছালা-মো আলায়্‌য়্যা
আমার মাতার আর তিনি আমাকে ছেরকশ (ও) দুর্ভাগ্যবান করেন নাই। আর আমার প্রতি (আল্লার) শান্তি

يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ○ ذٰلِكَ

য়্যাও্‌মা ভোলেত্তো অয়্যাও্‌মা আম্‌তো অয়্যাও্‌মা ওব্‌আছো হায়্‌য়্যা-। জা-লেকা
যে-দিবস আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছি আর যে দিবস আমার মৃত্যু ঘটিবে আর যে-দিবস (পুনর্ব্বার) আমি জীবিত অবস্থায় উঠাইয়া দাঁড় করানো যাইব। (হে নবি!) ইহাই

عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ○ مَا كَانَ

ঈছাব্‌নো মার্‌য়্যাম্, ক্বাও্‌লাল্ হাক্ব্‌কেল্‌লাজী ফী-হে য়্যাম্‌তারূন। মা- কা-না
মার্‌য়্যামের পুত্র ঈছা(র ভেদতত্ত্ব), সত্য সত্য কথা যাহাতে লোক কলহ করিতেছে। (১০) শোভনীয় নহে

لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا

লেল্‌লা-হে আই-য়্যাত্তাখেজা মেঙ্-অলাদ্, ছোব্‌হা-নাহূ, এজা- কাদা— আম্‌রান্
আল্লার পক্ষে যে তিনি (কাহাকেও) পুত্র গ্রহণ করেন, তিনি পবিত্র যখন তিনি কোন কাজ করিতে মনস্থ করেন

فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ

ফাইন্‌নামা- য়্যাক্বুলো লাহূ কোন্ ফায়্যাকূন। অইন্‌নাল্‌লা-হা রাব্বী অরাব্বোকুম্
তখন তাহার উদ্দেশে (এই টুকুই) মাত্র বলেন যে 'হইয়া যাও' তৎক্ষণাৎ তাহা হইয়া যায়। আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ আমার(ও) প্রভু আর তোমাদের(ও) প্রভু

فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ

ফা'-বোদূহো, হা-জা- ছেরা-তোম্ মোছ্‌তাক্বীম। ফাখ্‌তালাফাল্ আহ্‌যা-বো
অতএব (হে লোক সকল! তোমরা) তাঁহারই এবাদৎ কর, ইহাই সোজা পথ (এই পথই ঈছা আচরণ করিয়াছিল)। অনন্তর মতভেদ উপস্থিত করিল (য়িহুদী ও নাছারা) উভয়দল

مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

মেম্ বায়নেহিম্, ফাঅয়্‌লোল্‌লেল্‌লাজীনা ক্বাফারূ মেম্-মাশ্‌হাদে য়্যাও্‌মেন্ আজীম।
পরস্পরে, অপিচ তাহাদের প্রতি (এজন্য) আক্ষেপ যাহারা কুফরী করিতে রহিয়াছে যে (তাহাদিগকে কেয়ামতের) ভীষণ দিনে (আল্লার হুজুরে) হাজীর হইতে হইবে।

(১০) 'কলহ' অর্থে য়িহুদী ও খৃষ্টানদিগের কলহ। কারণ, খৃষ্টানগণ হজরত ঈছাকে 'খোদা ও খোদার পুত্র' বলিয়া থাকে, আর য়িহুদীগণ হজরত মার্‌য়্যাম্‌কে ব্যভিচারিণী বলে

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ

আছ্মে'- বেহিম্ অআব্ছের্, য়্যাওমা য়্যা'-তূনানা- লা-কেনেজ্জা-লেমূনাল্-য়্যাওমা

উহারা কি উত্তম শুনিতে ও দেখিতে থাকিবে—যে-দিবস উহারা আমার হুজুরে হাজীর হইবে, কিন্তু অদ্যকার দিবস ত এই জালেমেরা (অন্ধ ও বদ্ধকালা সাজিয়া)

فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ

ফী দ্বলা-লেম্ মোবীন। অআন্জের্ হুম্ য়্যাওমাল্ হাছ্রাতে এজ্ ক্বোদ্বেয়্যাল্

প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে পড়িয়া আছে। আর (হে নবি !) উহাদিগকে ভয় দেখাও আক্ষেপের দিন (অর্থাৎ কেয়ামতের মছীবত) হইতে যখন (শেষ) ফয়ছালা করিয়া দেওয়া হইবে

الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ

আম্রো, অহুম্ ফী গ্বাফ্লাতেঁও অহুম্ লা- ইয়্যো"মেনূন। ইন্না- নাহ্নো নোরেছোল্

কার্য্যের, আর (এক্ষণ ত) উহারা গফ্লতীর মধ্যে রহিয়াছে আর ঈমান আনিতেছে না। (অবশেষে) নিশ্চয় আমিই ওয়ারেছ হইব

الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۝ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ

আর্দ্বা অমান্ আ'লায়্হা- অএলায়্না- ইয়্যোর্জাউন। ع অজ্কোর্ ফেল্-কেতা-বে

ع ২/৫ রুকু

ভূমির আর সে সমুদয়ের (ওয়ারেছ হইব) যাহা ভূমির উপর রহিয়াছে আর আমারই দিকে (সকলেরই) ঘুরিয়া আসিতে হইবে। আর (হে নবি !) স্মরণ কর কোরআনোক্ত

إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۝ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ

এব্রা-হীম। ইন্নাহূ কা-না ছেদ্দীক্বান্ নাবীয়্যা-। এজ্ ক্বা-লা লে- আবীহে

এবরাহীমের কথাও, নিঃসন্দেহ এবরাহীম খুবই সত্য(বান্দা ও) নবী ছিল। যখন এবরাহীম নিজের পিতাকে বলিল

يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا

ইয়্যা— আবাতে লেমা তা'-বোদো মা- লা- য়্যাছ্মায়ো অলা- ইয়্যোব্ছেরো অলা-

হে পিতঃ! আপনি কেন উহাদের (অর্থাৎ সেই সকল বোতের) পূজা করেন যাহারা না-ত (কিছু) শুনে আর না (কিছু) দেখে আর না

يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ۝ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ

ইয়্যোগ্ন্ নী আন্কা শায় আ-। ইয়্যা— আবাতে ইন্নী ক্বাদ্ জা—আনী মেনাল্

আপনার কিছু কাজে লাগিতে পারে। হে পিতঃ! (নিশ্চয় আল্লার তরফ হইতে) হইয়াছে আমার এরূপ

الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝

এল্‌মে মা- লাম্ য়্যা'-তেকা ফাত্তাবে'-নী— আহ্‌দেকা ছেরা-তান্ ছাবীয়্যা-।

জ্ঞানলাভ যাহা আপনার লাভ হয় নাই অতএব আপনি আমার পশ্চাৎ অনুসরণ করুন আমি আপনাকে (দীনের) সোজা পথ দেখাইয়া দিব।

يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ

ইয়্যা— আবাতে লা- তা'-বোদেশ্‌শায়্‌তা-না, ইন্‌নাশ্‌শায়্‌তা-না কা-না লের্‌রাহ্‌মা-নে

হে পিতঃ! আপনি শয়তানকে পূজিবেন না, নিঃসন্দেহ শয়তান (খোদায়ে) রহ্‌মানের

عَصِيًّا ۝ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ

আছীয়্যা-। ইয়্যা— আবাতে ইন্‌নী— আখা-ফো আই-য়্যামাছ্‌ছাকা আজা-বোম্

অবাধ্য। হে পিতঃ! আমার (এই বিষয়ের) ভয় হইতেছে যে আপনাকে (কোন) আজাব স্পর্শ করে

مِنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۝ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ

মেনার্‌রাহ্‌মা-নে ফাতাকুনা লেশ্‌শায়্‌তা-নে অলীয়্যা-। কা-লা আরা-যেবোন্ আন্তা

(খোদায়ে) রহ্‌মানের তরফ হইতে ২ৎফলে আপনি (দোজখে) শয়তানের বন্ধু হইয়া যান।

(এবরাহীমের পিতা) বলিল তুমি কি অসন্তুষ্ট

عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ

আম্ আ-লেহাতী ইয়্যা— এব্‌রা-হীমো। লাএঁলাম্ তান্‌তাহে লাআর্‌জোমান্নাকা

আমার মা'বুদগুলি হইতে হে এবরাহীম! যদি তুমি প্রতিনিবৃত্ত না হও তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তোমাকে ছঙ্গছার করিব

وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ۝ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ

অহ্‌জোর্‌নী মালীয়্যা-। কা-লা ছালা-মোন্ আলায়্‌কা, ছাআছ্‌তাগ্‌ফেরো লাকা

আর (নিজের ভাল চাও ত) আমার সম্মুখ হইতে দূর হও বহুকাল পর্য্যন্ত। (এবরাহীম) বলিল (পিতঃ!) আপনার প্রতি (আমার) ছালাম, (এতদ্‌সত্ত্বেও) আমি আপনার জন্য মাগ্‌ফেরাতের দোআ করিব

رَبِّي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۝ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ

রাব্বী, ইন্‌নাহু কা-না বী হাফীয়্যা-। অআ'-তাযেলোকুম্ অমা- তাদ্‌উ না

আমার প্রভুর কাছে, কারণ তিনি রহিয়াছেন আমার প্রতি (অসীম) দয়াবান। আর আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিব আর (ছাড়িয়া দিব তাহাদিগকে) যাহাদিগকে তোমরা ডাকিয়া থাক

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ ۖ عَسٰۤى اَلَّاۤ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ

মেন্ দুনেল্লা-হে অআদ্‌উ রাব্বী, আছা— আল্-লা— আকুনা বেদোআ—এ রাব্বী

আল্লার ছাড়া আর আমি ডাকিতে রহিব আমার প্রভুকেই, আশা আছে যে আমি নিজের প্রভুর কাছে দোআ প্রার্থনা করাতে

شَقِيًّا ۝ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا

শাকীয়্যা-। ফালাম্মা'-তাযালাহুম্ অমা- য়্যা'-বোদুনা মেন্ দুনেল্লা-হে, অহাব্‌না-

বিফলকাম থাকিব না। অতঃপর যখন এবরাহীম উহাদের (অর্থাৎ বোৎ-পোরস্তগণের) হইতে আর তাহাদের (অর্থাৎ বোৎগণের) হইতে যাহাদিগকে আল্লার ছাড়া পূজা করিত পৃথক হইয়া পড়িল, (তখন) আমি দান করিয়াছিলাম

لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۭ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝ وَوَهَبْنَا لَهُمْ

লাহু— এছ্‌হা-কা অয়্যা'-কূবা, অকোল্লান্ জ্বাআল্‌না- নাবীয়্যা-। অঅহাব্‌না- লাহুম্

তাঁহাকে (পুত্র) এছহাক এবং (পৌত্র) ইয়াকুব, আর সকলকে আমি নবুয়তীর সম্মান দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলাম। আর আমি উহাদিগকে দান করিয়াছিলাম

৫ ৩ ৬ রুকু

مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝ وَاذْكُرْ

মেররাহ্‌মাতেনা- অজ্বাআল্‌না- লাহুম্ লেছা-না ছেদ্‌কেন্ আলীয়্যা-। ৫ অজ্‌কোর্

নিজের রহমত হইতে (প্রধান অংশ) আর আমি করিয়া রাখিয়াছি উহাদের জন্য উচ্চ (ধরণের) সৎনাম। আর (হে নবি!) স্মরণ কর

فِى الْكِتٰبِ مُوْسٰۤى ۚ اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۝

ফেল্-কেতা-বে মুছা—, ইন্নাহু কা-না মোখ্‌লাছাঙ, অকা-না রাছুলান্নাবীয়্যা-।

কোরআনোক্ত মুছার কথা(ও), মুছা ছিল (আমার) খালেছ বান্দা ও শরিয়তধারী পয়গাম্বর। (১১)

وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ۝

অনা-দায়্‌না-হো মেন্ জ্বা-নেবেৎতুরেল্-আয়্‌মানে অকার্রাব্‌না-হো নাজ্বীয়্যা-।

আর আমি মুছাকে তুর(পাহাড়)-এর ডান দিক হইতে সশব্দে ডাকিয়াছিলাম আর (যদ্রূপ গোপন কথা বলিবার জন্য নিকটে ডাকা হইয়া থাকে তদ্রূপই) আমি মুছাকে (নিজের) নিকটবর্ত্তী করিয়াছিলাম কথা বলিতে বলিতে।

(১১) বলিবার সময়ে ত "রছুল" ও "নবী" উভয়েই একে অন্যের সমান অর্থে বলা হইয়া থাকে, কিন্তু যখন উভয় শব্দ একস্থানে থাকে, (যথা—এ-স্থানে রহিয়াছে) তখন এতদুভয় শব্দের অর্থে প্রভেদ করা একান্ত দরকার। এই পার্থক্যকে আমি অনুবাদে দেখাইয়া দিয়াছি। কিন্তু এই "রছুল" ও "নবী" শব্দ দ্বয়ের অর্থ-বিষয়ে মতভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে। কেহ বলেন, রছুলের জন্য শরিয়ত শর্ত্ত, কেহ বলেন, নবীর জন্য।

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هٰرُونَ نَبِيًّا ۝ وَاذْكُرْ

অঅহাব্‌না- লাহু মের্‌রাহ্‌মাতেনা— আখা-হো .হা-রূনা নাবীয়্যা-। অজ্‌কোর্‌

আর আমি (সাহায্য) দান করিয়াছিলাম মুছাকে নিজের রহমত হইতে তাহার ভ্রাতা হারুণকে পয়গাম্বর করিয়া। আর হে নবী!) স্মরণ কর

فِى الْكِتٰبِ إِسْمٰعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝

ফেল্‌-কেতা-বে এছ্‌মা-য়ীল, ইন্‌নাহু কা-না ছা-দেকাল্‌ অ'-দে অকা-না রাছূলান্‌নাবীয়্যা-।

কোরআনোক্ত এছমাইলের কথা(ও), এছমাইল ছিল ওয়াদায় (বড়) সত্য আর (এছমাইল) ছিল (আমার) প্রেরিত পয়গাম্বর।

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۖ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ

অকা-না য়্যা'-মোরো আহ্‌লাহু বেছ্‌ছালা-তে অয্‌যাকা-তে, অকা-না এন্দা রাব্বেহী

আর (এছমাইল) নিজের পরিবারবর্গকে নামাজ ও জাকাতের (জন্য) তম্বী করিতে থাকিত, আর (এছমাইল) নিজের প্রভুর দরবারে

مَرْضِيًّا ۝ وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۝

মার্‌দ্বীয়্যা-। অজ্‌কোর্‌ ফেল্‌-কেতা-বে এদ্‌রীছ, ইন্‌নাহু কা-না ছেদ্দীকান্‌নাবীয়্যাঙ,—

প্রিয়পাত্র ছিল। আর (হে নবি!) কোরআনোক্ত ইদরীছের কথা(ও) স্মরণ কর, ইদরীছ(ও) ছিল অতি সত্যবাদী (বান্দা ও) পয়গাম্বর,—

وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝ أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ

অরাফা'-না-হো মাকা-নান্‌ আলীয়্যা-। উলা—একাল্‌লাজীনা আন্‌আমাল্‌লা-হো

আর আমি ইদরীছকে (ভূলোক হইতে) তুলিয়া লইয়া অতি উচ্চস্থানে (বেহেশ্‌ত)-এ লইয়া দাখিল করিয়াছি। (১২) ইহারাই আল্লাহ্‌ অনুকম্পা (প্রকাশ) করিয়াছেন

(১২) এই অনুবাদ সেই লোকদিগের খেয়ালেরই অনুযায়ী, যাহারা বিশ্বাস পোষণ করে যে, হজরত ইদরীছকে জীবিত অবস্থাই বেহেশ্‌তে পৌছিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং হজরত ইদরীছ এখনও বেহেশ্‌তে জীবিত অবস্থায় রহিয়াছেন। আর কেহ কেহ বলেন, হজরত ইদরীছকে চতুর্থ অথবা ষষ্ঠ আছমানে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এ সমস্ত বর্ণনাই দুর্ব্বল। যথাকথা ত এই হইতেছে যে, وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا "অরাফা'-না-হো মাকা-নান্‌ আলীয়্যা-" হইতে মর্ম্ম দাঁড়াইতেছে—"আমি উহার দর্জ্জা উচ্চ করিয়াছি।" কারণ, ইদরীছ—নবী ছিল।

আর ভাষ্যকারগণ বলেন, "হজরত ইদরীছের প্রতি ত্রিশটী ছহিফা নাজেল হইয়াছিল। হজরত ইদরীছ লিখন-প্রণালীর আবিষ্কারক, জ্যোতিষ ও গণিত বিদ্যা হজরত ইদরীছ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত সূচি শিল্পের আবিষ্কর্ত্তাও হজরত ইদরীছ।"

عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ

আলায়্হিম্ মেনান্নাবীয়্যীনা মেন্ জোর্রীয়্যাতে আ-দামা, অমেম্মান্ হামাল্না- মাআ

যাহাদের প্রতি (এই) নবীগণ আদমের বংশধর, আর তাহাদের বংশধর যাহাদিগকে আমি (তুফানের সময়ে নৌকায়) উঠাইয়া লইয়াছিলাম নূহের

نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرٰهِيمَ وَإِسْرَآءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا

নূহেঁও, অমেন্ জোর্রীয়্যাতে এব্‌রা-হীমা অএছ্‌রা—য়ীলা, অমেম্মান্ হাদায়্না-

সঙ্গে, আর এবরাহীম ও এছরায়ীলের বংশধর, আর সেই লোকদিগের মধ্যেকার যাহাদিগকে আমি সোজা পথ দেখাইয়াছি

وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا

অজ্‌তাবায়্না-, এজা- তোৎলা- আলায়্হিম্ আ-য়্যা-তোর্রাহ্‌মা-নে খার্‌রূ

এবং আমি টানিয়া লইয়াছি উহাদিগকে নিজের দিকে, (১৩) যখনই (যখনই খোদায়ে) রহ্‌মানের আয়তগুলি উহাদিগকে পড়িয়া শুনানো যাইত (তখনই তখনই) উহারা পড়িয়া যাইত

سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ۩ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ

ছোজ্জাদাঙ্ অবোকীয়্যা-। ফাখালাফা মেম্ বা'-দেহিম্ খাল্‌ফোন্ আদ্বা-ওছ্‌ছালা-তা

ছেজ্‌দায় ও কাঁদিয়া ফেলিত। অনন্তর ইহাদের পরে (এরূপ) কুলোক ইহাদের স্থলাভিষিক্ত হইল যাহারা নামাজকে নষ্ট করিয়া বসিল

وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۙ اِلَّا مَنْ تَابَ

অত্তাবাওশ্‌শাহাওয়া-তে ফাছাও্‌ফা য়্যাল্‌ক্বনা গায়্য়্যা-। ইল্লা- মান্ তা-বা

এবং অসদিচ্ছার পিছনে পড়িয়া গেল অপিচ শীঘ্রই উহারা গই (নামক দোজখ)-এর সাক্ষাৎ করিবে :— কিন্তু যে ব্যক্তি তওবাহ্ করিল

وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ

অআ-মানা অআমেলা ছা-লেহান্ ফাউলা—একা য়্যাদ্‌খোলুনাল্ জান্নাতা

ও ঈমান আনিল এবং সৎকাজ করিল তবে এই শ্রেণীর লোকেরা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে

ষোড়শ পারা

হজরত ইদরীছ হজরত নূহ পয়গাম্বরের প্রোপিতামহ হইতেন। হজরত ইদরীছের আসল নাম হইতেছে—এখ্‌নুখ, এবং "দরছ ও তদরীছ" অর্থাৎ "শিক্ষা ও শিক্ষাদান"-এর জন্য ইনি ইদরীছ নামে খ্যাত হন। হজরত নূহের নছব-নামা হজরত ইদরীছ পর্য্যন্ত এইভাবে পৌঁছায় :—নূহের পিতা—মালক্, মালকের পিতা—মতাঅশ্‌লাখ্, মতাঅশ্‌লাখের পিতা—এখ্‌নুখ, অর্থাৎ ইদরীছ।

(১৩) মর্ম্ম এই যে, এই সকল প্রশংসা ছাড়া (যাহা প্রত্যেকের বর্ণনায় পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ রহিয়াছে), সেই সকল পয়গাম্বরের পয়গাম্বরবংশ-সম্ভূত হওয়ার সম্মানও ছিল। আর ইহা ছাড়া ইঁহাদের বড় সম্মান এই ছিল যে, ইঁহারা স্বয়ং বরহক দীনের উপর ছিলেন এবং আল্লার মনোনীত বান্দা ছিলেন

وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۙ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِىْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ

অলা- ইয়্যোজ্‌লামূনা শায়্‌আ। জান্নাতে আদ্‌নেনেল্লাতী অআদার্‌ রাহ্‌মা-নো এবা-দাহু

আর ইহাদের অনুমাত্রও অধিকার-বঞ্চিত করা হইবে না। (আর) বেহেশ্‌ত কী-ই চির বসবাসের বাগান যাহার ওয়াদা আল্লাহ্‌ নিজের বান্দাগণের সহিত

بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ۝ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا

বেল্‌-খায়্‌বে, ইন্‌নাহু কা-না অ'-দোহূ মা'-তীয়্যা-। লা- য়্যাছ্‌মাউনা ফী-হা'

গোপনে করিয়া রাখিয়াছেন, (আর) নিঃসন্দেহ তাঁহার ওয়াদা সম্মুখেই। বেহেশ্‌তে উহাদের কর্ণে প্রবেশ করিবে না

لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ؕ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۝

লাগ্‌ওয়ান্‌ ইল্‌লা- ছালা-মান্‌, অলাহুম্‌ রেয্‌কোহুম্‌ ফী-হা- বোক্‌রাতাঙ্‌ অআশীয়্যা।

কোন খারাপ কথা কিন্তু (সকল দিক হইতে) ছালামই ছালাম(-এর শব্দ শুনিতে পাইবে), আর তথায় উহাদের খাদ্য সকাল ও সন্ধ্যায় (যখনই ইচ্ছা করিবে উহাদিগকে মিলিবে)। (১৪)

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝

তেল্‌কাল্‌-জান্নাতোল্লাতী নূরেছো মেন্‌ এবা-দেনা- মান্‌ কা-না তাকীয়্যা-।

এই-ই (সেই) বেহেশ্‌ত আমার বান্দাগণের মধ্যেকার পরহেজগারদিগকে যাহার ওয়ারেছ বানাইব। (১৫)

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا

অমা- নাতানায্‌যালো ইল্‌লা- বেআম্‌রে রাব্বেক্‌, লাহূ মা- বায়্‌না আয়্‌দীনা- অমা- খাল্‌ফানা-

আর আমরা (অর্থাৎ ফেরেশ্‌তাগণ হে নবী!) তোমার প্রভুর হুকুম ছাড়া (দুনিয়ায়) আসিতে সক্ষম নহি, তাঁহারই (হুকুমে) যাহা কিছু আমাদের সম্মুখে ঘটিবে আর যাহা কিছু আমাদের পশ্চাতে ঘটিয়াছে

وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۚ رَبُّ السَّمٰوٰتِ

অমা- বায়্‌না জা-লেক্‌, অমা- কা-না রাব্বোকা নাছীয়্যা-। রাব্বেছ্‌ছামা-ওয়া-তে

আর যাহা কিছু এতদুভয় সময়ের মধ্যবর্ত্তী সময়ে ঘটিবার রহিয়াছে, আর তোমার প্রভু (কোনও জিনিষ হইতে) অনবহিত নহেন। (১৬) (তিনিই) আছমানের প্রভু

(১৪) প্রচলিতের অনুরূপ "সকাল ও সন্ধ্যা" এজন্য ফর্ম্মিয়াছেন যে, প্রায়শঃই এই দুইটী সময় পানাহারের সময়।

(১৫) আল্লাহ্‌ হজরত আদম(আলাঃ)কে সৃজন করিয়া ইঁহার অবস্থানের জন্য ইঁহাকে বেহেশ্‌ত দান করেন। এই দিক দিয়া-ই তদীয় বেহেশ্‌তী সন্তানগণকে বেহেশ্‌তের ওয়ারেছ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(১৬) অহী আসিতে বিলম্ব হইলে হজরত রছুলে-খোদা চিন্তিত হইতেন। একদা তিনি হজরত জিব্রিলের নিকট এ-বিষয়ে অনুযোগও করিয়াছিলেন। তদুত্তরে হজরত জিব্রিলের পক্ষ হইতে আল্লাহ্‌

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ

অল্-আর্‌দ্বে অমা- বায়্‌নাহোমা- ফা'-বোদ্‌হো ওয়াছ্‌তাবের্ লেএবা-দাতে হী,

ও জমীনের আর এতদুভয়ের মধ্যস্থলে যাহা যাহা রহিয়াছে (সে সকলেরও প্রভু) অতএব তুমি তাঁহারই এবাদতে লাগিয়া থাক আর বরদাশ্‌ত কর তাঁহার এবাদৎ করিতে (যে কষ্ট সম্মুখে আসিবে সেই কষ্ট),

هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ۞ وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ

ع ৪/৭ রুকু হাল্ তা'-লামো লাহু ছামীয়্যা- ৡ অয়্যাকূলোল্ এন্‌ছা-নো আএজা- মা- মেত্তো লাছাওফা

তোমার জ্ঞানে তাঁহার মত কেহ আরও আছে কি ? আর (যে) লোক (কেয়ামতের মোন্‌কের সে তাজ্জব ভাবে) জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে (প্রকৃতপক্ষে) যখন আমি মরিয়া যাইব তখনও কি আমি নিশ্চয়ই (মৃত্তিকা হইতে)

اُخْرَجُ حَيًّا ۝ اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ

ওখ্‌রাজো হায়্‌য়্যা-। আওয়া লা- য়্যাজকোরোল্ এন্‌ছা-নো আন্‌না- খালাক্‌নাহো

বাহির করা যাইব (পুনর্ব্বার) জীবিত করিয়া ? মানুষ কি স্মরণ করে না যে আমি তাহাকে সৃজন করিয়াছিলাম

مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا ۝ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ

মেন্ কাব্‌লো অলাম্ য়্যাকো শায়্‌আ-। ফাও রাব্বেকা লানাহ্‌শোরান্‌নাহুম্

অগ্রে(ও) অথচ সে (তখনই) কিছুই ছিলই না। অতএব (হে নবি !) তোমার প্রভুর (অর্থাৎ আমার নিজের) কছম যে আমি জড় করিব সমস্ত মানুষকে

وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۞ ثُمَّ

অয়্‌শায়্যা-তীনা ছোম্মা লানোহ্‌দ্বেরান্‌নাহুম্ হাও্‌লা জাহান্নামা জেছীয়্যা-। ছোম্মা

আর (উহাদের সাথে) শয়তানদিগকে(ও নিজের নিকটে) তারপর উহাদিগকে দোজখের কিনারে লইয়া উপস্থিত করিব উভয় হাঁটুতে বসা অবস্থায়। তারপর

لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ

লানান্‌যেআন্‌না মেন্ কুল্লে শীআতেন্ আয়্‌ইয়্যোহুম্ আশাদ্দো আলার্‌রাহ্‌মা-নে

প্রত্যেক দলের মধ্য হইতে আমি তাহাদিগকে পৃথক (বাহির করিয়া দাঁড়) করিব যাহারা (দুনিয়ায় খোদায়ে) রহমান হইতে বহু

عِتِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ۝

এতীয়্যা-। ছোম্মা লানাহনো আ'-লামো বেল্লাজীনা হুম্ আও্‌লা- বেহা- ছেলীয়্যা-।

বক্র বক্র ফিরিত। তারপর যাহারা দোজখে দাখিল হওয়ার অধিকতর উপযোগী নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে বিশেষরূপ জানি।

ফর্ম্মিয়াছিলেন যে, আমি আল্লার হুকুম ছাড়া অহী লইয়া আসিতে সক্ষম নহি। আল্লাহ কোনও কিছু হইতে অসতর্ক নহেন যে, আপনার প্রতি অহী প্রেরণ করিতে বিস্মৃত হইবেন ; বরং বান্দার অবস্থার দিক দিয়া তিনি যখন উচিত মনে করেন, অহী প্রেরণ করিয়া থাকেন।

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۚ

অইম্ মেন্‌কুম্ ইল্লা- ওয়া-রেদোহা-, কা-না অলা- রাব্বেকা হাৎমাম্ মাক্‌দ্বীয়্যা- ।

আর (হে আদম সন্তান !) তোমাদের মধ্যেকার কেহই (এরূপ লোক) নাই যে-ব্যক্তি দোজখের উপর হইয়া না যাইবে, ইহা (এক (ফয়ছালাকৃত (অকাট্য) ওয়াদা (যাহার পূর্ণ করা) তোমার প্রভুর প্রতি অবশ্যকরণীয় ।

ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ۝ وَاِذَا

ছোম্মা নোনাজ্জেল্লাজীনাত্তাকাও অনাজারোজ্জা-লেমীনা ফী-হা- জ্বেছীয়্যা- । অএজা-

পুনশ্চ আমি পরহেজগারদিগকে রক্ষা করিব আর অবাধ্যগণকে উহাতে উভয় হাঁটু দ্বারা (ঘিস্‌ড়ানো অবস্থায়) ছাড়িব । (১৭) আর যখন

تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

তোৎলা- আলায়্‌হিম্ আ-য়্যা-তোনা- বায়্যেনা-তেন্ কা-লাল্লাজীনা কাফারূ

আমার সুস্পষ্ট সুস্পষ্ট আহ্‌কাম লোকদিগকে পড়িয়া শুনানো হয় তখন কাফেরগণ (বিরক্তিভাবে) জিজ্ঞাসা করিতে থাকে

لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ

লেল্লাজীনা আ-মানূ—, আয়্যিয়্যোল্ ফারীকায়নে খায়্‌রোম্ মাকা-মাও অআহ্‌ছানো

মুছলমানদিগকে যে, (বল ত আমাদের ও তোমাদের) উভয় দলের মধ্য হইতে গৃহ উত্তম কাহার আর অধিক গুরুত্বপূর্ণ

نَدِيًّا ۝ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا

নাদীয়্যা- । অকাম্ আহ্‌লাক্‌না- কাব্‌লাহুম্ মেন্ কার্‌নেন্ হুম্ আহ্‌ছানো আছা-ছাও

কাহার বৈঠক । আর আমি ইহাদের অগ্রে বহু দলকে ধ্বংস করিয়া চুকিয়াছি যাহাদের সাজ-শয্যা এবং (যাহাদের প্রকাশ্য) নাম-নক্‌সা (ইহাদের অপেক্ষা)

وَّرِءْيًا ۝ قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ

অরে'-য়্যা- । কোল্ মান্ কা-না ফেদ্বদ্বালা-লাতে ফাল্-য়্যাম্‌দোদ্ লাহোর্‌রাহ্‌মা-নো

উত্তম ছিল । (হে নবি ! ইহাদিগকে) বল যে যে-ব্যক্তি গোমরাহীতে লিপ্ত রহিয়াছে (খোদায়ে) রহমান তাহাকে দিয়া যাইতেছেন

مَدًّا ۚ حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ ط

মাদ্‌দা- । হাৎতা— এজা- রাআও মা- ইউ্‌আদূনা এম্মাল্ আজা-বা অএম্মাছ্‌ছা-আতা,

অবকাশই, এ-পর্য্যন্ত যে যখন সেই জিনিষকে (নিজেদের চোখে) দেখিয়া লইবে যাহার ইহাদের সাথে ওয়াদা করা হইতেছে হয় ত আজাবের কিম্বা কেয়ামতের,

(১৭) মর্ম্ম এই যে, দোজখীগণ দোজখের কষ্ট বরদাশ্‌ত করিতে অক্ষম হইয়া যদি তথা হইতে পালাইতে ইচ্ছা করে, তাহা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে ।

فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا ○

ফাছায়্যা'-লামূনা মান্‌ হোওয়া শার্‌রোম্‌ মাকা-নাঙ্‌ অআদ্‌আফো জোন্‌দা-।

তখন ইহাদের জানা হইয়া যাইবে যে কাহার গৃত কদর্য্য আর (কাহার) লস্কর দুর্ব্বল।

ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ط والباقيات الصالحات

অয়্যাযীদোল্লা-হোল্লাজীনাহ্‌তাদাও্‌ হোদান্‌, অল্‌-বা-কেয়্যা-তোছ্‌ছা-লেহা-তো

আর যাহারা সোজা পথের উপর রহিয়াছে আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে (প্রতিদিন) অধিক হেদায়েত দিতে থাকেন, আর (হে নবি !) নেক আমলসমূহ (বহু সময় পর্য্যন্ত) বাকী থাকে

خير عند ربك ثوابا وخير مردا ○ افرءيت الذى

খায়্‌রোন্‌ এন্দা আবেবকা ছাওয়া-বাঙ্‌ অখায়্‌রোম্‌ মারাদ্দা-। আফারাআয়্‌তাল্লাজী

ছওয়াবের দিক দিয়া(ও) উত্তম তোমার প্রভুর নিকটে আর (শেষ) ফলের দিক দিয়া(ও) উত্তম। (১৮) (হে নবি !) তুমি সেই ব্যক্তির (অবস্থার) প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছ কি যে-ব্যক্তি

كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا ○ اطلع

কাফারা বেআ-য়্যা-তেনা- অক্বা-লা লাউতায়্যান্না মা-লাঁও্‌ অঅলাদা-। আত্তালাআল্‌

আমার আয়তগুলির সহিত এন্‌কার করিয়াছে আর বলিতে রহিয়াছে যে (যদি কেয়ামত হয়ও তবে তথায়ও) নিশ্চয় আমি ধন ও সন্তান প্রাপ্ত হইব। ইহাকে কি খবর মিলিয়াছে

الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا ○ كلا ط سنكتب ما يقول

গায়্‌বা আমেত্তাখাজা এন্দার্‌রহমা-নে আহ্‌দান, কাল্লা-, ছানাক্‌তোবো মা- য়্যাকূলো

গায়েবের না-কি এই ব্যক্তি (খোদায়ে) রহমানের নিকট হইতে একরার লইয়া লইয়াছে ? কখনই না, যাহা কিছু এই ব্যক্তি বলিতেছে নিশ্চয়ই আমি (সমস্তই) লিখিয়া লইতেছি

ونمد له من العذاب مدا ○ ونرثه ما يقول ويأتينا

অনামোদ্দোলাহূ মেনাল্‌ আজা-বে মাদ্দাঙ্‌,—অনারেছোহূ মা- য়্যাকূলো অয়্যা'-তীনা-

আর ইহার প্রতি আমি আজাব বৃদ্ধি করিতে থাকিব বৃদ্ধি করার মত,—আর এই ব্যক্তি যে (ধন ও সন্তানের) নাম লইতেছে (অশেষ) আমিই তাহার ওয়ারেছ হইব আর এই ব্যক্তি আমারি হুজুরে হাজীর হইবে

(১৮) এক পুণ্যকার্য্য ত এই যে, যথা—ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করা হইল, উলঙ্গকে বস্ত্রদান করা হইল। এই শ্রেণীর পুণ্যকার্য্যগুলিকে স্থায়ী পুণ্যকার্য্য বা ছাদ্‌কায়ে-জারীয়া বলা হয়। স্থায়ী পুণ্যকার্য্য বা ছাদ্‌কায়ে-জারীয়া যথা—সেতু, মছজেদ্‌, পাতকুয়া, অতিথিশালা কিম্বা এ-যুগের অত্যাবশ্যকীয়—মক্তব, মাদ্‌রাছা, কলেজ—যাহাতে শিক্ষালাভ করিয়া লোক ঐহিক ও পারত্রিক উভয় ক্ষেত্রের কাজের উপযোগী
৮০ হইয়া উঠিতে পারে। শেষ-ফল অর্থে যদি আমলকারীর শেষ-ফল গ্রহণ কর, তাহাও হইতে পারে, কিম্বা যদি স্বয়ং আমলের শেষ-ফল গ্রহণ কর, তাহা হইলে মর্ম্ম দাঁড়াইবে—সেই কল্যাণ যাহা বহুকাল পর্য্যন্ত লোক প্রাপ্ত হইতে থাকিবে।

فَرْدًا ○ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ۵ۙ

ফার্‌দা- অত্তাখাজূ মেন্‌ দূনেল্‌লা-হে আ-লেহাতাল্‌ লেয়্যাকূনূ লাহুম্‌ এয্‌যা-।

একাকী। (১৯) আর মোশ্‌রেকগণ (যাহারা) আল্লার ছাড়া অন্যান্য মা'বুদ (এই আশায়) গ্রহণ করিয়াছে যাহাতে (কেয়ামত-দিবসে উহারা) ইহাদের সাহায্যকারী হয়।

كَلَّا ط سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۵ۙ

কাল্‌লা-, ছায়্যাক্‌ফোরূনা বেএবা-দাতেহিম্‌ অয়্যাকূনূনা আলায়হিম্‌ দ্বেদ্‌দা-। ৫ ৫/৮ রুকু

কখনই না, এই সকল (মিথ্যা) মা'বুদ (যাহাদের প্রতি ইহারা আশাযুক্ত হইয়া আছে তাহারা) নিশ্চয়ই ইহাদের এবাদতের এন্‌কার করিবে আর উল্টা ইহাদের শত্রু হইয়া যাইবে।

اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ

আলাম্‌ তারা আন্‌না— আর্‌ছাল্‌নাশ্‌শায়্যা-তীনা আলাল্‌ কা-ফেরীনা তাওয়্‌যোহুম্‌

(হে নবি!) তুমি দৃষ্টিপাত কর নাই যে আমি শয়তানদিগকে কাফেরদিগের প্রতি ছাড়িয়া দিয়া রাখিয়াছি উহারা ইহাদিগকে উস্কাইতে থাকে

اَزًّا ۵ۙ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ط اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ۵ۚ يَوْمَ

আয্‌যা-। ফালা- তা'-জ্বাল্‌ আলায়্‌হিম্‌, ইন্‌নামা- না'উদ্দো লাহুম্‌ আদ্‌দা-। য়্যাওমা

উস্কানোর মত। অতএব (হে নবি!) তুমি ইহাদের (অর্থাৎ এই কাফেরগণের) প্রতি (আজাব নাজেল হওয়ার বিষয়ে) দ্রুততা করিও না, কারণ আমি ইহাদের জন্য (কেয়ামত-দিবস আগমনের) দিন-গণনা করিতেছি গণনা করার মত। যে-দিবস

نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ۵ۙ وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ

নাহ্‌শোরোল্‌ মোত্তাকীনা এলার্‌রাহ্‌মা-নে অফ্‌দাঙ্‌,— অতাছূকোল্‌ মোজ্‌রেমীনা

আমি পরহেজগারদিগকে (খোদায়ে) রহমানের (অর্থাৎ আমার নিজের) নিকটে মেহ্‌মান ভাবে জড় করিব,—আর গোনাহ্‌গারদিগকে আমি তাড়াইয়া লইয়া যাইব

---

(১৯) 'জনাব' নামক ছাহাবী লোহকার ছিলেন। ওয়ায়েলের পুত্র আছ কাফের জনাবের দ্বারা একখানি তরবারি তৈরী করাইয়া লইয়াছিল, কিন্তু জনাবকে তাহার মূল্য দেয় নাই। জনাব তাকাদা করিতে আছ বলিয়াছিল, তুমি এছলাম পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত আমি তোমাকে একটী কাণাকড়িও দিব না। ইহা শুনিয়া জনাব বলিল—এরূপ অপকর্ম্ম ত আমার দ্বারা হইবেই না। হে আছ, তুমি যদি মরিয়া যাইয়া পুনরায় জীবিত হইয়া উঠ, তত্রাচও আমি কুফরী করিব না। আছ বলিল, আমি মরিয়া যাইয়া যদি আবার জীবিত হই, তাহা হইলে তোমাদের তরিকা অনুযায়ী যখন পরলোকেও দুনিয়ার আসবাবপত্র সব কিছুই হইবে, তখন আমি তথায় তোমার দাম চুকাইয়া দিব। আছ কাফেরের ভ্রমাত্মক খেয়ালের প্রতিবাদেই অত্রকার কতিপয় আয়ত নাজেল হয়। প্রায় এই ভাবেই একটী নকল লোকে বলিয়া থাকে, যথা—এক ব্যক্তি কাহারও একটী ছাগী চুরি করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছিল। ছাগীর মালেক ইহা জানিতে পারিয়া চোরের কাছে ছাগীর মূল্য চায়। চোর মূল্য দিতে অস্বীকার করিলে ছাগীর মালেক চোরকে বলে যে, যদি এখানে না দাও, তবে আমি রোজ কেয়ামতে লইব। চোর বলিল, তথায় কি প্রমাণ দিবে? ছাগীর মালেক বলিল, তথায় ছাগী নিজে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবে। তখন চোর বলিল, ছাগী উপস্থিত হইলে তাহার কাণ ধরিয়া তোমাকে দিয়া দিব। দীনের বিষয়ে এ-ভাবের চালাকী কুফরী ছাড়া আর কিছুই নয়।

إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ۝ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ

এলা- জাহান্নামা ভের্‌দা-। লা- য়্যাম্‌লেকুনাশ্‌শাফা-আতা ইল্‌লা- মানেত্তাখাজা

দোজখের দিকে পিপাসিত (উষ্ট্রির) অবস্থায়। (তথায় লোক কাহারও) ছোপারেশের (অর্থাৎ ছোপায়েশ করিবার) অধিকার রাখিবে না কিন্তু যে ব্যক্তি গ্রহণ করিয়াছে

عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ۝ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۝ لَقَدْ جِئْتُمْ

এন্দার্‌রাহ্‌মা-নে আহ্‌দা-। অক্বা-লোত্তাখাজার্‌রাহ্‌মা-নো অলাদা-। লাক্বাদ্ জে'-তুম্

(খোদায়ে) রহমানের নিকট হইতে ওয়াদা (সেই ওয়াদা তাহার পক্ষে শাফাআতকারী হইবে)। (২০) আর (কেহ কেহ) বলিয়া থাকে যে (খোদায়ে) রহমান সন্তান রাখেন। (হে নবি ! ইহাদিগকে বল যে) নিশ্চয়ই তোমরা বানাইয়া আনিয়াছ

شَيْئًا إِدًّا ۝ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ

শায়্‌আন্ এদ্‌দা-। তাকা-দোছছামা-ওয়া-তো য়্যাতাফাত্তার্‌না মেন্‌হো অতান্‌শাক্বকোল্

(এরূপ) অতি কঠিন কথা (নিজেদের পক্ষ হইতে),—যাহাতে (অর্থাৎ যাহার ফলে অসম্ভব নহে যে) আছমানগুলি ফাটীয়া যায় আর খণ্ডিত হইয়া যায়

الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ۝

আর্‌দো অতাখের্‌রোল জেবা-লো হাদ্‌দা-। আন্ দাআও্‌ লের্‌রাহ্‌মা-নে অলাদা-।

ভূমি এবং পাহাড়গুলি কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া যায়,—এতদ্‌ফলে যে লোক (খোদায়ে) রহমানের জন্য সন্তান স্থির করিয়াছে।

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝ إِنْ كُلُّ مَنْ

অমা- য়্যাম্‌বাগী লের্‌রাহ্‌মা-নে আই-য়্যাত্তাখেজা অলাদা-। ইন্ কুল্লো মান্

অথচ (খোদায়ে) রহমানের উপযুক্তই নহে যে তিনি (কাহাকেও নিজের) সন্তান গ্রহণ করেন। যত কিছু

فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ۝ لَقَدْ

ফেছ্‌ছামা-ওয়া-তে অল্‌-আর্‌দ্বে্‌ ইল্‌লা— আ-তের্‌রাহ্‌মা-নে আব্‌দা-। লাক্বাদ্

আছমানগুলিতে ও জমীনে রহিয়াছে সমস্তই ত (কেয়ামত-দিবসে খোদায়ে) রহ্‌মানের সম্মুখে (তাঁহার) গোলাম সাজিয়া উপস্থিত হইবে। অবশ্য নিশ্চয়ই

---

(২০) আল্লার নিকট হইতে ওয়াদা লওয়ার মর্ম্ম এই যে, আল্লাহ্‌ পুণ্যবান মো'মেনের সহিত মাগ্‌ফেরাত অর্থাৎ পাপমুক্তির ওয়াদা করিয়াছেন। আর এই ওয়াদার বিষয় কোরআনে যত্রতত্র উল্লেখিত রহিয়াছে। ফলকথা, এ-ভাবের লোকের নাজাত ও পাপমুক্তি অনিবার্য্য।

أَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۚ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

আহ্‌ছা-হুম্ অআদ্দাহুম্ আদ্‌দা-। অকোল্লোহুম্ আ-তীহে য়্যাওমাল্ কেয়্যা-মাতে

(আল্লাহ্) উহাদিগকে (নিজের কোদ্‌রত-বেষ্টনীর মধ্যে) ঘিরিয়া রাখিয়াছেন আর উহাদের(সকল)কে গণনা করিয়া(ও) রাখিয়াছেন গণনা করার মত। আর উহারা সকলে কেয়ামত-দিবসে তাঁহার হুজুরে হাজীর হইবে

فَرْدًا ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ

ফার্‌দা-। ইন্নাল্লাজীনা আ-মানূ অআমেলোছ্‌ছা-লেহা-তে ছায়্যাজ্‌আলো

একাকী (একাকী)। নিঃসন্দেহ যাহারা ঈমান আনিয়াছে আর তাহারা সৎকাজ (ও) করিয়াছে অতি সত্বর করিবেন

لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ۝ فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ

লাহোমোর্‌রাহ্‌মা-নো ভোদ্‌দা-। ফাইন্নামা- য়্যাছ্‌ছার্‌না-হো বেলেছা-নেকা

(খোদায়ে) রহ্‌মান তাহাদের জন্য ভালবাসা (স্থাপন লোকদিগের অন্তঃকরণে)। (২১) অতএব ইহা ছাড়া নহে যে (হে নবি !) আমি ইহা(অর্থাৎ এই কোরআন)কে তোমার (আরবী) ভাষার সহজ করিয়া দিয়াছি

لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ۝

লেতোবাশ্‌শেরা বেহেল্-মোত্তাকীনা অতোন্‌জেরা বেহী কাওমাল্ লোদ্‌দা-।

যাহাতে তুমি ইহার দ্বারা (সারা দুনিয়ার) পরহেজগারদিগকে সুসংবাদ শুনাও আর (বিশেষ করিয়া) ইহার দ্বারা (আরবের) কলহকারী লোকদিগকে (আল্লার আজাব হইতে) ভয় প্রদর্শন কর।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ؕ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ

অকাম্ আহ্‌লাক্‌না- কাব্‌লাহুম্ মেন্ কার্‌নেন্, হাল্ তোহেছ্‌ছো মেন্‌হুম্

আর আমি ইহাদের পূর্ব্বে কত (কত) দলকে ধ্বংস করিয়া চুকিয়াছি, (এক্ষণ) তুমি কি দেখিতেছ তাহাদের মধ্যেকার

مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝ ع

মেন্ আহাদেন্ আও্ তাছ্‌মায়ো লাহুম্ রেক্‌যা। ع

কাহাকে(ও কোথাও) অথবা তাহাদের সাড়া(ও) শুনিতেছ কি ? (২২)

ع ৬ ৭

(২১) অর্থাৎ লোক নিজে নিজেই উহাদের সৎকার্য্যের জন্য উহাদের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িবে। ইহা দেখাও যাইতেছে যে, পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণকে সকলেই ভালবাসিয়া থাকে। পুণ্যাত্মা ব্যক্তি কাহাকেও কষ্ট দেয় না—কেহ যদি তাঁহাকে কষ্টও দেয়। তফ্‌ছীর কাবীরে আর এক অর্থ এই গ্রহণ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ সমস্ত আসবাব-পত্র তাহার জন্য মওজুদ করিয়া দিবেন।

(২২) আল্লাহ্ হজরত রছুলে-খোদাকে সান্ত্বনা দিতেছেন যে, যদি আরবের মূর্খেরা তোমাকে কষ্ট দেয়, তবে তুমি ছবর করিও। ইহাদের অপেক্ষাও অধিক মূর্খ লোক গত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণ তাহাদের ম-নিশান কোথাও ত বাকী নাই। এইরূপ ইহারাও একদিন গত হইয়া যাইবে।

ছুরা—তা-হা মক্কায় অবতীর্ণ হয়।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ০ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্। সর্ব্বপ্রদাতা দয়ালু আল্লার নামে আরম্ভ।	এইছুরায় ৮ রুকু এবং ১৩৫ আয়ত

طٰهٰ ০ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى ۙ اِلَّا

তা-হা-। মা— আন্‌যাল্‌না- আলায়্‌কাল্- কোর্‌আ-না লেতাশ্‌কা—। ইল্‌লা-

তা-হা-। (হে নবি!) আমি তোমার প্রতি ত কোরআন এজন্য নাজেল করি নাই যে তুমি (ইহার জন্য এ-পরিমাণ) কষ্ট বরণ কর,—(১) কোরআন ত

تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۙ تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ

তাজ্‌কেরাতাল্ লেমাই য়্যাখ্‌শা-। তান্‌যীলাম্ মেম্মান্ খালাক্কাল্ আর্‌দ্বা

উপদেশ (আর সেই উপদেশও) তাহারই জন্য যে-ব্যক্তি (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে,—(এই কোরআন) তাঁহার (অর্থাৎ সেই আল্লার) কর্ত্তৃক অবতারিত যিনি সৃজন করিয়াছেন জমীন

وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ۙ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ০ لَهٗ مَا

অছ্‌ছামা-ওয়া-তেল্ ওলা-। আর্‌রাহ্‌মা-নো আলাল্ আর্‌শেছ্‌তাওয়া-। লাহু মা-

ও উচ্চ (উচ্চ) আছমানগুলি। (তাঁহারই এক নাম) রহমান (যিনি) আর্শের উপর (হইতে) শোভা বিস্তার করিতেছেন। তাঁহারই যাহা কিছু

فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ০

ফেছ্‌ছামা-ওয়া-তে অমা- ফেল্-আর্‌দ্বে অমা- বায়্‌নাহোমা- অমা- তাহ্‌তাছ্‌ছারা-।

আছমানসমূহে আর যাহা কিছু জমীনে আর যাহা কিছু (আছমান ও জমীন) এতদুভয়ের মধ্যস্থলে (রহিয়াছে) আর যাহা কিছু (রহিয়াছে) মৃত্তিকা(খণ্ডে)র নিম্নে।

وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى ০ اَللّٰهُ

অইন্ তাজ্‌হার্ বেল-ক্বাওলে ফাইন্নাহু য়্যা'-লামোছ্‌ছের্‌রা অআখ্‌ফা-। আল্‌লা-হো

আর (হে সম্বোধিত!) তুমি যদি সশব্দে কথা বল তবে (তিনি তোমার সশব্দে বলিবার ভিখারী নন) তিনি নিঃশব্দ আর (নিঃশব্দ অপেক্ষা অধিক) গুপ্ততথ্যও জ্ঞাত আছেন। (তিনিই) আল্লাহ্

(১) হজরত রছুলে-খোদা পয়গাম্বর হওয়ার পশ্চাতে নিজের জীবনের উপর নিরতিশয় কষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি রাত্রে এত দীর্ঘ সময় ব্যাপী নামাজে দণ্ডায়মান থাকিতেন যে, তাঁহার পদদ্বয়ে জলন উপস্থিত হইত, আর সমস্ত দিনই তাঁহার ওয়াজ নছীহতে কাটিত। তাহা ছাড়া নূতন মুছলমানদিগকে কাফেরের কষ্টদান হইতে রক্ষা করাও তাঁহার একটা বড় কাজ ছিল। ফলকথা, নবুয়তীর শর্ত্তসমূহ পালন করা সহজ কার্য্য ছিল না। আর হজরত রছুলে-খোদা রেছালতের খেদমত আঞ্জাম দিতে এ-পরিমান কষ্ট বরণ করিতেন যে, ভয় হইত পাছে বা তাঁহার স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়া পড়ে।

لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ○ وَهَلْ أَتَاكَ

লা— এলা-হা ইল্‌লা- হোওয়া, লাহোল্ আছ্‌মা—ওল্ হোছ্‌না-। অহাল্ আতা-ক,

তাঁহার ছাড়া (আর) কেহই মা'বুদ নাই, তাঁহারই (রহিয়াছে) উত্তম নাম সমূহ ; (২) আর (হে নবি !) তোমার কাছে পৌছিয়াছে কি

حَدِيثُ مُوسَىٰ ○ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي

হাদীছো মূছা-। এজ্ রাআ- না-রান্ ফাক্কা-লা লেআহ্‌লেহেম্‌কোছু— ইন্‌নী—

মূছার বর্ণনা ? যখন মূছা (দূর হইতে) আগুন দেখিতে পাইয়াছিল তখন মুছা নিজের গৃহের লোকদিগকে বলিয়াছিল (সে) তোমরা (একটু) অপেক্ষা কর আমি

آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ

আ-নাছ্‌তো না-রাল্ লাআল্‌লী— আ-তীকুম্ মেন্‌হা- বেক্কাবাছেন্ আও্ আজ্জেদো

আগুন(-এর মত) দেখিয়াছি (আমি ঐস্থানে যদি যাই ত) আশ্চর্য্যের (কিছু) নয় যে উহা (অর্থাৎ ঐ আগুন) হইতে তোমাদের জন্য (একটী) ফিন্‌কী লইয়া আসি অথবা আমি খুঁজিয়া লই

عَلَى النَّارِ هُدًى ○ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ ○ إِنِّي أَنَا

আলান্‌না-রে হোদান্। ফালাম্মা— আতা-হা- নূদেয়্যা ইয়্যা- মূছা—,— ইন্‌নী— আনা-

আগুনের (আলোক) দ্বারা পথ। (৩) অনন্তর (মূছা) যখন তথায় উপস্থিত হইল (তখন মুছা) শব্দ শুনিতে পাইল যে হে মূছা,—(ইহা ত) আমিই

(২) অর্থাৎ প্রকৃত কল্যাণ ও উপকার তাঁহারই নামের সহিত বিজড়িত। ইহার মর্ম্ম আমাদের দেশের ফকীরী শব্দে উদ্‌ঘাটিত হয়। যথা—"আল্লাহ্ কা নাম ছাচ্চ, ছব্ ঝুটা হ্যায় জতন্"। আর প্রকৃত প্রস্তাবে যখন আল্লার ছাড়া সমস্ত কিছুই নশ্বর, তখন আমাদের নামও মিথ্যা এই জন্য যে, সেই নামধারীগণ মওজুদ নাই।

(৩) হজরত মুছা মিছরে একজন কিব্‌তীকে বধ করিয়াছিলেন। কারণ, হজরত মুছার কওমের এক ব্যক্তির সহিত উক্ত কিব্‌তী হাঙ্গামা বাধাইয়াছিল। হজরত মুছা নিজ কওমের লোকের সাহায্যার্থ কিব্‌তীকে এমন এক ঘুষি মারিয়াছিলেন যে, তাহাতেই তাহার জীবনাবসান ঘটে। তখন হজরত মুছা ভয়াতুরভাবে মিছর হইতে মদ্‌য়্যানে পলাইয়া যান। মদ্‌য়্যানে যাইয়া হজরত মুছা হজরত শোয়াএবের ছাগ-পাল চারণ-কার্য্যে নিযুক্ত হন ! অবশেষে হজরত শোয়াএবের কন্যার সহিত হজরত মুছার বিবাহ হয়। বিবাহান্তে একাদিক্রমে দশ বৎসরকাল হজরত মুছা হজরত শোয়াএবের বাটীতে থাকেন। তৎপর নিজের মাতা ও ভগ্নির সহিত সাক্ষাতের জন্য হজরত মুছা ভার্য্যাসহ মদ্‌য়্যান হইতে রওয়ানা হন। তখন শীতকাল এবং অন্ধকার রাত্রি থাকায় হজরত মুছা পথ ভুলিয়া যান। পরে বহু দূরে হজরত মুছার নয়ন-পথে অগ্নির আলোক নিপতিত হয়। কিন্তু তাহা অগ্নি ছিল না—তাহা ছিল আল্লার নূর। এই ঘটনার কথাই অত্রস্থ আয়তগুলিতে উল্লেখিত হইয়াছে।

رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ؕ

রাব্বোকা ফাখ্‌লা'- না'-লায়্‌কা, ইন্‌নাকা বেল্‌-ওয়া-দেল্‌ মোকাদ্দাছে তোওয়া।

তোমার প্রভু এক্ষণ তুমি নিজের জুতা খুলিয়া ফেল, কারণ তুমি তোওয়া(নামে)র পবিত্র ময়দানে উপস্থিত হইয়াছ।

وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ○ اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ

অআনাখ্‌তার্‌তোকা ফাছ্‌তামে'- লেমা- ইউ্‌হা-। ইন্‌নানী— আনাল্‌লা-হো

আর আমি তোমাকে (পয়গাম্বরীর জন্য) পছন্দ করিয়াছি অতএব যাহা কিছু (তোমাকে) নির্দ্দেশ করা যাইতেছে তাহা তুমি (কাণ লাগাইয়া) শুন। নিঃসন্দেহ আমিই আল্লাহ্‌

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ○

লা— এলা-হা ইল্‌লা-- আনা- ফা'-বোদ্‌নী, অআকেমেছ্‌ছালা-তা লেজেক্‌রী।

আমার ছাড়া কেহই মা'বুদ নাই অতএব তুমি আমারই এবাদত কর, আর আমারই স্মরণার্থ নামাজ পড়িতে থাক।

اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ

ইন্‌নাছ্‌ছা-আতা আ-তেয়্যাতোন্‌ আকা-দো ওখ্‌ফীহা- লেতোজ্‌যা- কুল্লো নাফ্‌ছেম্‌

নিশ্চয়ই কেয়ামত আগমন করিবে আর আমি তাহা(র সময়)কে (লোক হইতে এজন্য) গোপন রাখিয়াছি যাহাতে প্রত্যেক লোক(কেয়ামতের ভয়ে সৎকাজ করিতে চেষ্টা করে আর কেয়ামতে তাহা)কে ফল মিলে

بِمَا تَسْعٰى ○ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا

বেমা- তাছ্‌আ-। ফালা- য়্যাছোদ্দান্নাকা আন্‌হা- মাঁল্‌ লা- ইয়্যো'-মেনো বেহা-

তাহার চেষ্টার। অপিচ (যেন) উহার চিন্তায় তোমাকে আবদ্ধ না রাখে যে যে-ব্যক্তি কেয়ামতে বিশ্বাসী নহে

وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ○ وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ○

অত্তাবাআ হাওয়া-হো ফাতার্‌দা-। অমা- তেল্‌কা বেয়্যামীনেকা ইয়্যা- মূছা-।

আর নিজের কু-খেয়ালের পশ্চাতে পড়িয়া থাকে (যদি তুমি এরূপ কর) তাহা হইলে তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর কি ইহা তোমার দক্ষিণ হস্তে—হে মূছা!

قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى

কা-লা হেয়্যা আছা-য়্যা, আতাঅক্‌কায়ো আলায়্‌হা- অআহোশ্‌শে। বেহা- আলা-

(মূছা) আরজ করিল ইহা আমার লাঠি, আমি ইহার প্রতি ভর দিয়া থাকি আর আমি ইহার দ্বারা (বৃক্ষ) পত্র ঝাড়িয়া থাকি

غَنَمِي وَلِيَ فِيْهَا مَآرِبُ أُخْرٰى ۝ قَالَ أَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ۝

গ্বানামী অলেয়্যা ফী-হা- মাআ-রেবো ওখ্‌রা-। ক্বা-লা আল্‌ক্বেহা- ইয়্যা- মূছা-।

নিজের ছাগীগণের উপর আর ইহার (অর্থাৎ এই লাঠির) মধ্যে আমার আরও উপকার রহিয়াছে। (আল্লাহ্) ফর্ম্মাইলেন হে মুছা ইহা (এই লাঠি) কে (ভূমিতে) নিক্ষেপ কর!

فَأَلْقٰهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ۝ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ قف

ফাআল্‌ক্বা-হা- ফাএজা- হেয়্যা- হায়য়্যাতোন্ তাছ্‌আ-। ক্বা-লা খোজ্‌হা-অলা- তাখাফ্,

অনন্তর মুছা (নিজের) লাঠি নিক্ষেপ করিল তখন হঠাৎ (কি দেখিল ? দেখিল যে,) উহা আসদাহা (আর ঐ আসদাহা) দৌড়িতেছে। (আল্লাহ্) ফর্ম্মাইলেন (মুছা) উহাকে ধর আর তুমি ভয় করিও না,

---

سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْأُوْلٰى ۝ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلٰى جَنَاحِكَ

ছানোয়ীদোহা- ছীরাতাহাল্ উ-লা। ওয়াদ্‌মোম্ য়্যাদাকা এলা- জ্বানা-হেকা

আমি এখনই উহাকে (পুনরায় সেই) প্রথম অবস্থা করিয়া দিব। আর (হে মুছ !) তুমি নিজের হস্ত(সঙ্কুচিত করিয়া উহার তালু)কে নিজের বগলের মধ্যে রাখিয়া দাও

تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً أُخْرٰى ۝ لِنُرِيَكَ

তাখ্‌রোজ্‌ বায়্‌দ্বা—আ মেন্ গ্বায়্‌রে ছূ—এন্ আ-য়্যাতান্ ওখ্‌রা-। লেনোরেয়্যাকা

(এবং তৎপর বাহির কর) শ্বেত অবস্থায় বাহির হইবে (হস্ত তালু) বিনা পীড়া সত্ত্বে (ইহা) দ্বিতীয় মো'-জেযাহ্ (এই দুই আলৌকিক ব্যাপার তোমাকে এজন্য দান করিয়াছি)যে, আমি (আগামীতে) তোমাকে দেখাইব

مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ۝ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝ ع

মেন্ আ-য়্যা-তেনাল্ কোব্‌রা-। এজ্‌হাব্ এলা- ফের্‌আও্‌ন্ ইন্নাহু তাগ্বা-। ع　১/১০ রুকু

নিজের (কোদ্‌রতের মহা) মহা নিদর্শনসমূহ। (এক্ষণ) তুমি ফেরাউনের নিকটে গমন কর কারণ ফেরাউন খুব ছেরকশ হইয়াছে।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۝ وَيَسِّرْ لِيْٓ أَمْرِيْ ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً

ক্বা-লা রাব্বেশ্‌রাহ্‌লী ছাদ্‌রী, অয়্যাছ্‌ছেরলী— আম্‌রী— অহ্‌লোল্ ওক্‌দাতাম্

(মুছা) আরজ করিল হে আমার প্রভু আমার অন্তঃকরণকে খুলিয়া দিন, আর সহজ করুন আমার জন্য আমার কাজকে, আর খুলিয়া দিন গাঁইট

مِّنْ لِّسَانِيْ ۝ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۝ وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ أَهْلِيْ ۝ هٰرُوْنَ

মেঁল্লেছা-নী— য়্যাফ্‌কাহু ক্বাওলী। অজ্‌আল্ লী অযীরাম্ মেন্ আহ্‌লী, হা-রূনা

আমার জিহ্বা হইতে, যাহাতে লোক আমার কথা (ভালরূপ) বুঝিতে পারে ; আর করুন আমার জন্য মন্ত্রী আমার আত্মীয় হইতে,—আমার ভ্রাতা

أَخِى ۙ اشْدُدْ بِهٖٓ أَزْرِى ۙ وَأَشْرِكْهُ فِىٓ أَمْرِى ۙ كَىْ نُسَبِّحَكَ

আখেশ্-দোদ্ বেহী— আয্‌রী,— অআশ্‌রেক্‌হো ফী— আম্‌রী,— কায়্ নোছাব্বেহাক,

হারূণকে, সুদৃঢ় করুন উহার (অর্থাৎ হারূণের) সাথে আমার শক্তিকে, আর অংশী করুন উহাকে আমার কাজের মধ্যে, যাহাতে আমরা (উভয়ে) আপনার তছ্‌বীহ করিতে থাকি

كَثِيرًا ۙ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ۭ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ۝ قَالَ

কাছীরাঙ,— অনাজ্‌কোরাকা কাছীরা-। ইন্‌নাকা কোন্তা বেনা- বাছীরা-। কা-লা

অধিক সংখ্যায়,—আর আপনার স্মরণে লাগিয়া রই অধিক সংখ্যায়। নিশ্চয় আপনি আমাদের অবস্থা বিশেষরূপ দেখিতেছেন। (৪) (আল্লাহ্) ফর্ম্মিলেন

قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰمُوسَىٰ ۝ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰٓ ۙ

কাদ্ উতীতা ছো'-লাকা ইয়্যা- মুছা। অলাকাদ্ মানান্‌না- আলায়্‌কা মার্‌রাতান্ ওখ্‌রা—,

তোমার (সমস্ত) প্রার্থনা মঞ্জুর (করিলাম) হে মুছা ! আর আমি তোমার প্রতি আরও একবার এহ্‌ছান করিয়া চুকিয়াছি,—

إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰٓ ۙ أَنِ اقْذِفِيهِ فِى التَّابُوتِ

এজ্‌আও্‌হায়্‌না— এলা— ওম্মেকা মা- ইউ্‌হা—, আনেক্‌জে ফী-হে ফেৎতা-বূতে

যখন আমি তোমার মাতার কাছে (সেই) অহী প্রেরণ করিয়াছিলাম যাহা(র অবস্থা এক্ষণ) অহী দ্বারা (তোমাকে) জানান যাইতেছে যে,—মুছাকে সিন্দুকে পুরিয়া

فَاقْذِفِيهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ

ফাক্‌জে ফী-হে ফেল্- য়্যাম্মে ফাল্-ইয়্যোল্‌কেহেল্ য়্যাম্মো বেছ্‌ছা-হেলে য়্যা'-খোজ্‌হো

উহা(অর্থাৎ সেই সিন্দুক)কে সমুদ্রে ফেলিয়া দাও যাহাতে সমুদ্র সিন্দুককে কিনারায় ধাক্কা দিয়া দেয় (তৎফলে অবশেষ) যাহাতে মুছাকে লইয়া লয়

عَدُوٌّ لِّى وَعَدُوٌّ لَّهُۥ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّى ۙ

আদূভোল্‌লী অআদূভোল্‌লাহূ, অআল্‌কায়্‌তো আলায়্‌কা মাহাব্বাতাম্ মেন্‌নী।

আমার শত্রু ও মুছার শত্রু (অর্থাৎ ফেরাউন), আর (হে মুছা !) আমি তোমার প্রতি নিজের পক্ষ হইতে ভালবাসা নিক্ষেপ (করতঃ তোমার চেহেরা প্রিয় প্রিয়) করিয়াছি (তৎফলে যে কেহ তোমাকে দেখে সেই-ই তোমাকে ভালবাসিয়া থাকে),

وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِىٓ ۙ إِذْ تَمْشِىٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ

অলেতোছ্‌নাআ আলা- আয়্‌নী। এজ্ তাম্‌শী— ওখ্‌তোকা ফাতাকূলো হাল্ আদোল্লোকুম্

আর (ইহাতে) উদ্দেশ্য এই যে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও। (ইহা সেই সময়ের ঘটনা) যখন তোমার ভগ্নি (অচেনা ভাবের সাজিয়া ফেরাউনের লোকদিগকে) বলিতে বলিতে চলিয়া যাইতেছিল যে (তোমরা যদি বল তবে) আমি তোমাদিগকে এরূপ এক দাইয়ের সন্ধান বলিয়া দিই

(৪) অর্থাৎ আপনার বিশেষরূপ জানা আছে যে, আমার সাহায্যকারীর প্রয়োজন, আর উহার জন্য হারূণ মওজুদ রহিয়াছে।

عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ ط فَرَجَعْنٰكَ اِلٰٓى اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا

আলা- মাই-য়্যাক্‌ফোলোহূ, ফারাজ্বা'-না-কা এলা— ওম্মেকা কায়্‌তাক্বার্‌রা আয়্‌নোহা-

যে ইহাকে (যথোপযুক্ত ভাবে) পালন করে, অপিচ (এই তদ্বীর দ্বারা হে মূছা !) আমি তোমাকে পুনর্ব্বার তোমার মাতার কাছে পৌছাইয়া ছিলাম যাহাতে উহার চক্ষু ঠাণ্ডা থাকে

وَلَا تَحْزَنَ ط وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ

অলা- তাহ্‌যান্‌। অক্বাতাল্‌তা নাফ্‌ছান্‌ ফানাজ্জায়্‌না-কা মেনাল্‌ গ্বাম্মে অফাতান্‌না-কা

আর (তোমার ছাড়া-ছাড়ির) কষ্ট না করে। (৫) আর (হে মূছা !) তুমি একজন(কিব্‌তী)কে মারিয়া ফেলিয়াছিলে (আর নিজের জীবনের ভয়ে তুমি খুবই পেরেশান ছিলে) তখন আমি (সেই) পেরেশানী হইতে(ও) তোমাকে মুক্তি দিয়াছিলাম আর আমি তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছি

فُتُوْنًا قف فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ ٥ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى

ফোতূনান্‌, ফালাবেছ্‌তা ছেনীনা ফী— আহ্‌লে মাদ্‌য়্যানা। ছোম্মা জ্বে,-তা আলা-

পরীক্ষা করার মত, (৬) তারপর তুমি কয়েক বৎসর মদ্‌য়্যানের লোকের মধ্যে ছিলে। তারপর (অবশেষ) তুমি (আমার হুজুরে) হাজীর হইয়াছিলে

قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى ٥ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ ج اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ

ক্বাদারেই ইয়্যা- মূছা-। অছ্‌তানা'-তোকা লেনাফ্‌ছী। এজ্‌হাব্‌ আন্তা অআখূকা

(বয়সের পরিপক্কতার) সীমায় পৌছিয়া হে মূছা ! (৭) আর আমি তোমাকে নিজের (বিশেষ কাজ অর্থাৎ পয়গাম্বরীর) জন্য পছন্দ করিয়াছি। (অতএব) তুমি ও তোমার ভ্রাতা (হারুণ উভয়ে) গমন করে

(৫) যে সময়ে ফেরাউনের পক্ষ হইতে এই শোহ্‌রত করা হইতেছিল যে, ফেরাউন বানীএছরায়ীলের পুত্রগণকে মারিয়া ফেলিতেছে, ঠিক সেই সময়ে হজরত মূছা জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার মাতা আল্লার এল্‌হাম (অর্থাৎ ইশারা) অনুযায়ী ইঁহাকে সিন্দুকে পুরিয়া নীল সমুদ্রে ভাসাইয়া দেন। নীল সমুদ্রের একটী প্রণালী ফেরাউনের রাজবাটী পর্য্যন্ত গিয়াছিল। আল্লার কোদ্‌রতে সিন্দুকটী সমুদ্র হইতে সেই প্রণালী দিয়া ভাসিতে ভাসিতে ফেরাউনের বাটীতে আসিয়া পৌছে এবং হজরত মূছাকে জীবিত অবস্থায় সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া লওয়া হয়। শত চেষ্টা সত্ত্বেও শিশু মূছা কোনও স্ত্রীলোকের স্তন মুখে লইল না ; অবশেষে হজরত মূছার ভগ্নি গরজহীন ভাবে দাইয়ের কাজ করার জন্য নিজের মাতাকে শিশু মূছার কাছে লইয়া আসিল। তখন মূছা তাহার দাই-বেশী মাতার দুগ্ধ পান করিতে থাকায় ফেরাউন কর্ত্তৃক মূছা তাহার মাতার হাওয়ালা হইল।

(৬) "পরীক্ষা করার মত পরীক্ষা করিয়াছি"— সেই সকল ঘটনার দিকে ইহার ইশারা, কোরআনের অন্যান্য স্থানে যাহার উল্লেখ রহিয়াছে। যথা—হজরত মূছাকে নিঃসম্বল অবস্থায় একাকী পলায়ন করিতে হইয়াছিল, তাঁহার পথ জানা চেনা ছিল না, সঙ্গে কোন পাথেয়ও ছিল না। অবশেষ তিনি মদ্‌য়্যান নামক গ্রামের কাছে যাইয়া পৌছান। তথায় কিছু লোক পাতকূয়া হইতে পানি উঠাইতেছিল, আর হজরত শোআএবের কন্যাগণও পানি পান করাইতে তথায় নিজেদের ছাগগুলিকে লইয়া আসিয়াছিল। হজরত মূছা উহাদের জন্য পাতকূয়া হইতে পানি উঠাইয়া দেন এবং উহাদের সাথে হজরত শোআএবের নিকটে যাইয়া পৌছান এবং অবশেষ হজরত মূছা হজরত শোআএবের ছাগ চরাইবার কাজে নিযুক্ত হন। পরে হজরত শোআএবের এক কন্যার সাথে হজরত মূছার বিবাহ হয়।

(৭) ইহা হইতে মর্ম্ম সেই বয়সই, যত সময়ে অধিকাংশ পয়গাম্বরের পয়গাম্বরী শেষ হইয়াছে। অর্থাৎ চল্লিশ বৎসর।

بِاٰيٰتِيْ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ ۚ اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ

বেআ-য়্যা-তী অলা- তানেয়্যা- ফী জেক্‌রী। এজ্‌হাবা— এলা- ফের্‌আওনা ইন্‌নাহু

আমার মো'জেযাহ্‌ সহ এবং আমার স্মরণ বিষয়ে শৈথিল্য করিও না। তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকটে গমন কর কারণ ফেরাউন

طَغٰى ۚ فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ

তাগা-। ফাকুলা- লাহু কাওলাল্‌ লায়্যেনাল্‌ লাআল্লাহু য়্যাতাজাক্কারো আও্‌

ছেরকশী করিয়াছে। অপিচ তোমরা উভয়ে (তাহার কাছে যাইয়া) তাহার সাথে নরম ভাবে কথা বলিও যাহাতে সে বুঝ মানে অথবা

يَخْشٰى ۝ قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ

য়্যাখ্‌শা-। কা-লা- রাব্বানা— ইন্‌নানা- নাখা-ফো আই-য়্যাফ্‌রোতা আলায়না—

(আমাকে) ভয় করে। উভয়ে আরজ করিল হে আমাদের প্রভু আমরা (এই বিষয়ে) ভয় করিতেছি যে (ফেরাউন) আমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে

اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ۝ قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ

আও্‌ আই-য়্যাৎগা-। কা-লা লা- তাখা-ফা— ইন্‌নানী মাআকোমা— আছ্‌মায়ো

অথবা (আরও বেশী) ছেরকশী করিতে লাগে। (আল্লাহ্‌) ফর্মাইলেন তোমরা ভয় করিওনা নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছি (আর সমস্তই) শুনিতেছি

وَاَرٰى ۝ فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا

অআরা-। ফা'-তেয়্যা-হো ফাকুলা— ইন্‌না- রাছুলা- রাব্বেকা ফাআর্‌ছেল্‌ মাআ:না-

ও দেখিতেছি। অতএব তোমরা উহার নিকটে গমন কর এবং (তথায় যাইয়া) বল যে আমরা আপনার প্রভুর প্রেরিত (৮) অতএব আপনি আমাদের সাথে পাঠাইয়া দিন

بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۭ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ

বানী—এছ্‌রা—য়ীলা,— অলা- তোআজ্জেব্‌হুম্‌, কাদ্‌ জ্বে'-না-কা বেআ-য়্যাতেম্‌

বানী-এছরায়ীলকে,—আর উহাদিগকে (কোনও প্রকার) কষ্ট দিবেন না, নিশ্চয়ই আমরা আপনার কাছে আনিয়াছি মো'জেযাহ্‌

(৮) যেহেতু হজরত মুছা ও হজরত হারুণকে আল্লাহ্‌ ফেরাউনের সহিত নরমভাবে কথা বলিতে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি এই "নরমভাবে"কে অনুবাদে এইরূপ করিয়াছি যে, ফেরাউন বাদশাহ্‌ থাকার জন্য ফেরাউন সম্বন্ধে সম্মানজনক শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।

مِّن رَّبِّكَ ۖ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ۝ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ

মের্‌রাব্বেক্, অছ্‌ছালা-মো আলা- মানেত্তাবাআল্ হোদা-। ইন্না ক্বাদ্ উহেয়্যা

আপনার প্রভুর নিকট হইতে, আর নিরাপদতা তাহারই জন্য যে-ব্যক্তি সোজা পথের অনুসরণ করে। নিশ্চয় (আল্লার পক্ষ হইতে) অহী নাজেল হইয়াছে

إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝ قَالَ

এলায়্‌না— আন্নাল্ কাজা-বা আলা- মান্ কাজ্জা-বা অতাঅল্লা-। ক্বা-লা

আমাদের প্রতি এই যে (আল্লার) আজাব তাহারই প্রতি (নাজেল হইবে) যে ব্যক্তি (আল্লার আয়তগুলিকে) মিথ্যা জানে আর (তাঁহার হুকুম হইতে) মুখ ঘুরায়। (ফেরাউন গর্ব্বভরে) জিজ্ঞাসা করিল

فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ ۝ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ

ফামার্‌রাব্বোকোমা- ইয়্যা- মূছা-। ক্বা-লা রাব্বোনাল্‌লাজী— আ'-তা- কুল্লা

কে তোমাদের প্রভু ওহে মূছা! (মূছা) বলিল আমাদের প্রভু তিনি যিনি দান করিয়াছেন প্রত্যেক

شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۝ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۝ قَالَ

শায়্‌এন্ খাল্‌কাহু ছোম্মা হাদা-। ক্বা-লা ফামা- বা-লোল্ কোরূনেল্ উলা-। ক্বা-লা

সৃষ্টকে তাহার জন্ম-তথ্য তৎপর (তাহাকে তৎসমূহ পূরণের) পথ প্রদর্শন করিয়াছেন (যাহার জন্য সে সৃজিত হইয়াছে)। (৯) (ফেরাউন) জিজ্ঞাসা করিল তবে, পূর্ব্ববর্ত্তী (যুগের) লোকদিগের কি অবস্থা (হইবে) ? (মূছা) বলিল

عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ۝ الَّذِي

এল্‌মোহা- এন্দা রাব্বী ফী কেতা-বেন্, লা- য়্যাদেল্লো রাব্বী অলা- য়্যান্‌ছাল্—লাজী

উহার এল্‌ম আমার প্রভুর নিকটে (লওহে-মাহ্‌ফুজ) গ্রন্থে (লিখিত মওজুদ) রহিয়াছে, আমার প্রভু বিচ্যুত হন না এবং বিস্মৃত হন না। (১০) যিনি

جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ

জ্বাআলা লাকোমোল্ আর্‌দ্বা মাহ্‌দাঙ্, অছালাকা লাকুম্ ফী-হা- ছোবোলাঙ্, অআন্‌যালা

তোমাদের জন্য মৃত্তিকাকে শয্যা (তৈয়ারী) করিয়াছেন আর তোমাদের গমনের জন্য মৃত্তিকায় বহুপথ বাহির করিয়াছেন আর বর্ষাইয়াছেন

---

(৯) মর্ম্ম এই যে, সৃষ্টজীব মাত্রেরই বিভিন্ন প্রকার অবস্থা। আর যে-জীবের অবস্থা যদ্রূপ, সে-জীব শুরু হইতেই তাহারই দিকে ঢলিয়া পড়ে। মানুষের বাচ্চা ভূমিষ্ট হইয়া দুগ্ধ পান করে, তারপর ভাত খাইতে লাগিয়া যায়—চলিতে শিক্ষা করে। পাখীর ছানা উড়িতে এবং মাছের পোনা সাঁতার দিতে শুরু করে। এইরূপই—কিছুলোক বেহেশ্‌তের জন্য সৃজিত হইয়াছে;—তাহারা সৎকাজ করিয়া থাকে, আর কিছুলোক দোজখের জন্য সৃজিত হইয়াছে,—তাহারা কুফরী ও শেরেকী করিয়া থাকে।

(১০) হজরত মূছার উত্তরের মর্ম্ম সম্ভবতঃ এই ছিল যে,—"পরের জমা-খরচ ছাড়িয়া তুমি নিজের জমা-খরচ ঠিক কর।"

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ط فَأَخْرَجْنَا بِهٖ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ

মেনাছ্ছামা—এ মা—আন্, ফাআখ্রাজ্না- বেহী— আয্ওয়া-জ্বাম্ মেন্ নাবা-তেন্

আছমান হইতে পানি, তারপর আমি (সেই) পানির দ্বারা উৎপাদন করিয়াছি (মৃত্তিকা হইতে)

شَتّٰى ۝ كُلُوْا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ط إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

শাৎতা- । কোলূ অর্আও, আন্আ-মাকুম্ ইন্না ফী জা-লেকা লাআ-য়্যা-তেল্

বিভিন্ন রকমের শস্য । (যাহাতে সেগুলিকে) তোমরা(ও) ভক্ষণ কর আর তোমাদের (পালিত) পশুগুলিকে(ও) চারণ করাও, নিঃসন্দেহ ইহাতে (অর্থাৎ এই সকল বিষয়ে আল্লার কোদ্রতের) বহু নিদর্শন রহিয়াছে

৫
২
১১
রুকু

لِّأُولِى النُّهٰى ۝ مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا

লেউলেন্নোহা- । ৫ মেন্হা- খালাক্না-কুম্ অফী-হা- নোয়ীদোকুম্ অমেন্হা-

জ্ঞানীগণের জন্য । (হে লোক সকল !) আমি মৃত্তিকা হইতে তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছি আর (মৃত্যুর পরে) উহারই মধ্যে পুনর্ব্বার আমি তোমাদিগকে লইয়া যাইব আর মৃত্তিক হইতেই (কেয়ামত-দিবসে)

نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى ۝ وَلَقَدْ أَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا

নোখ্রেজোকুম্ তা-রাতান্ ওখ্রা- । অলাকাদ্ আরায়্না-হো আ-য়্যা-তেনা- কুল্লাহা-

আমি আবার তোমাদিগকে বাহির (করিয়া দাঁড়) করিব (১১) আর ফেরাউনকে আমি নিজের সমস্ত নিদর্শন প্রদর্শন করা সত্ত্বেও

فَكَذَّبَ وَأَبٰى ۝ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا

ফাকাজ্জাবা অআবা- । ক্বা-লা আজে’-তানা- লেতোখ্রেজানা- মেন্ আর্দ্বেনা-

সে মিথ্যা জানিতে ও এন্কার করিতে থাকে । (আর সে অবশেষ ইহা) বলিল যে (হে মুছা !) তুমি কি আমাদের নিকট এই জন্য (পয়গাম্বর সাজিয়া) আসিয়াছ যে আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবে

---

(১১) মানব-সৃষ্টির ধারাবাহিকতা যদি হজরত আদম হইতে লওয়া হয়, তাহা হইলে সকল মানুষকে আল্লাহ্ মাটী হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন । কারণ হজরত আদমকে আল্লাহ্ মাটী হইতে সৃজন করিয়াছিলেন । অর্থাৎ হজরত আদম কাহারও ঔরস বা গর্ভজাত ছিলেন না । আর এমনিও যখন হইতে ঔরস ও গর্ভজাত প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে, তখন হইতে মানুষ বীর্য্য হইতে সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে । আর সেই বীর্য্য সৃষ্টি হইয়া থাকে খাদ্য-দ্রব্য হইতে এবং খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে মাটী হইতে । এক্ষণ প্রশ্ন থাকিতেছে—মৃত্যুর পরে পুনর্ব্বার মাটিতে মিলিত হওয়া । অতএব যাহাদিগকে মাটীতে দফন করা হইয়া থাকে, তাহাদের পুনর্ব্বার মাটীতে মিলিত হওয়া সম্বন্ধে ত কোন প্রশ্নই থাকিতেছে না । আর যাহাদিগকে পোড়াইয়া ফেলা হয় . কিম্বা যাহাদিগকে নদ-নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয় , তাহারাও অবশেষ মাটীরই সহিত মিলিত হইয়া থাকে । এক্ষণ শেষ কথা হইতেছে,—"কেয়ামত-দিবসে মাটী হইতে মৃতগণকে বাহির করিয়া দাঁড় করানো ।" ইহার সন্তোষজনক উত্তর এই যে , যিনি সৃজন করিতে এবং মৃত্যু ঘটাইতে সক্ষম, তিনি সবকিছুই করিতে সক্ষম।

بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ۝ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ

বেছেহ্‌রেকা ইয়্যা- মূছা-। ফালানা'-তেয়্যান্নাকা বেছেহ্‌রেম্ মেছ্‌লেহী ফাজ্‌আল্

নিজের যাদু (মন্ত্রের) বলে ওহে মূছা! অতএব (ছবুর কর) নিশ্চয় আমিও তোমার কাছে আনিয়া উপস্থিত করিতেছি ঐ প্রকারেই যাদু অতএব (হে মূছা!) তুমি ধার্য্য কর

بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَآ اَنْتَ مَكَانًا

বায়্‌নানা- অবায়্‌নাকা মাওএদাল্ লা- নোখ্‌লেফোহূ নাহ্‌নো অলা— আন্‌তা মাকা-নান্

আমাদের ও তোমার মধ্যস্থলে একটা ওয়াদা-স্থান যাহাতে না-ত আমরা উহার খেলাফ করি আর না তুমি (আমার-তোমার মোকাবেলা) এক সমতল

سُوًى ۝ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۝

ছোওয়া। কা-লা মাওয়েদোকুম্ য়্যাওমোয্‌যীনাতে অআঁই-ইয়্যোহ্‌শারান্না-ছো দ্বোহা-।

ক্ষেত্রে। (মূছা) বলিল (আমার) তোমাদের ওয়াদা-স্থান (সাধারণ) শোভনের দিনে (১২) আর এই-যে দিন (অর্থাৎ সূর্য্য) চড়িয়া উঠিলে (যেন) লোক জড় করা হয়। (১৩)

فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ۝ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى

ফাতাঅল্লা- ফের্‌আওনো ফাজ্জামাআ কায়্‌দাহূ ছোম্মা আতা-। কা-লা লাহুম্ মূছা-

অনন্তর ফেরাউন (নিজের জায়গায়) ফিরিয়া গেল তৎপর ফেরাউন নিজের যাদুগরকে জড় করিল তারপর (ধার্য্য দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হইয়া) উপস্থিত হইল। মূছা (ফেরাউনী দলের আধিক্য দর্শনে) উহাদিগকে বলিল

وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ

অয়্‌লাকুম্ লা- তাফ্‌তারু আলাল্লা-হে কাজেবান্ ফাইয়্যোছ্‌হেতাকুম্

তোমাদের বিপদ উপস্থিত তোমরা আল্লার প্রতি (যাদুর) মিথ্যা দুর্ণাম চাপাইওনা তাহা হইলে তিনি তোমাদিগাক নিপাত করিয়া দিবেন

(১২) "সাধারণ শোভনের দিন" অর্থে—সম্ভবত: ঈদের দিন কিম্বা মেলার দিন অথবা হয় ত ফেরাউনের জন্মদিন। কারণ, ফেরাউনের জন্ম-দিনে লোক সাজ-সজ্জা করিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিত এবং নিজেদের গৃহ ও দোকানগুলি সাজাইত, সে-দিবস আমোদ-প্রমদ ছাড়া কেহ কোন কাজ করিত না।

(১৩) "দিন চড়িয়া উঠা" অর্থাৎ অধিক বেলার শর্ত্ত এ-জন্য লাগান হইয়াছে যে, কোন কোন লোক বিলম্বে শয়ন করে ও বিলম্বে উঠে, আর কেহ কেহ আবশ্যক-কার্য্যে লিপ্ত থাকে। কাজেই, "অধিক বেলায় জড় হওয়া"র শর্ত্ত থাকায় কেহই নিজের অনুপস্থিতি সম্বন্ধে কোন ওজর পেশ করিতে পারিবে না।

بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ۝ فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ

বেআজা-বেন্, অক্বাদ্ খা-বা মানেফ্‌তারা-। ফাতানা-যাউ— আম্‌রা হুম্ বায়্‌নাহুম্

(তোমাদের প্রতি কোন) আজাব (নাজেল করত: উহা) দ্বারা, আর যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি মিথ্যা দুর্ণাম চাপাইল সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বরবাদ হইয়া গেল। (১৪) অত:পর উহারা নিজেদের (এই) কার্য্য সম্বন্ধে ঝগড়া শুরু করিল আপোষে

وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ۝ قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ

অআছার্‌রোন্‌নাজ্‌ওয়া-। ক্বা-লূ— ইন্ হা-জা-নে লাছা-হেরা-নে ইয়োরীদা-নে

আর গোপনে গোপনে ছেরকশী করিতে লাগিল। (অবশেষ) সকলে (একমত হইয়া) বলিল যে ইহারা উভয়(ভ্রাতা)ই যাদুগর ইহারা (এই) ইচ্ছা করিতেছে

اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ

আই-ইয়োখ্‌রেজা-কুম্ মেন্ আর্‌দ্বেকুম্ বেছেহ্‌রেহেমা- অয়াজহাবা- বেত্বারীক্বাতেকোমোল্

যে ইহারা তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দেয় নিজেদের যাদু দ্বারা আর বিলুপ্ত করিয়া দেয় (ইহারা) তোমাদের উত্তম

الْمُثْلٰى ۝ فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ

মোছ্‌লা-। ফাআজ্‌মেউ কায়্‌দাকুম্ ছোম্মা'-তূ ছফ্‌ফান্, অক্বাদ্ আফ্‌লাহাল্

মজহাবকে। অতএব তোমরাও নিজেদের (কোনও) তদ্বির ছাড়িও না তারপর (তোমরা) সারিবন্ধ হইয়া (ইহাদের বিরুদ্ধে) চলিয়া আইস, আর নিশ্চয় নাজাত পাইল

الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ۝ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ

য়্যাও্‌মা মানেছ্‌তা'-লা-। ক্বা-লূ ইয়্যা- মূছা— এম্‌মা— আন্ তোল্‌কেয়্যা অএম্‌মা—

আজিকে (সেই ব্যক্তি) যে ব্যক্তি বিজয়ী হইল। (অবশেষ যাদুগরগণ) বলিল হে মূছা! হয় এই হউক যে তুমি (নিজের লাঠী ময়দানে) নিক্ষেপ কর আর কিম্বা

اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ۝ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ

আন্‌নাকূনা আওঅলা মান্ আল্‌ক্বা-। ক্বা-লা বাল্ আল্‌কূ, ফাএজা- হেবা-লোহুম্

এই হউক যে আমরাই আগে নিক্ষেপকারী সাজি। (মূছা) বলিল বরং তোমরাই (আগে) নিক্ষেপ কর (তদনুযায়ী উহারা নিজেদের কর্ত্তব্যকার্য্য করিল অর্থাৎ সমস্ত যাদু ছাড়িল), তখন হঠাৎ উহাদের রশিগুলি

وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ۝

অএছীয়্যোহুম্ ইয়োখায়্যালো এলায়্‌হে মেন্ ছেহ্‌রেহিম্ আন্‌নাহা- তাছ্‌আ-।

ও উহাদের লাঠীগুলি উহাদের যাদুর কারণে মূছার এরূপ বোধ হইল যে সেগুলি (সাপ হইয়া এ-দিকে ও-দিকে) ছুটা ছুটি করিতেছে।

(১৪) "আল্লার প্রতি মিথ্যা দুর্ণাম আরোপ"-এর মর্ম্ম এই যে, আল্লাহ্ যে আমাকে লাঠীর মো'-জেযাহ্ দান করিয়াছেন, তাহাকে "যাদু" বলা।

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ۝ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ

ফাআওজাছা ফী নাফ্ছেহী খীফাতাম্ মূছা- । কোল্না- লা- তাখাফ্ ইন্নাকা

তখন মূছা নিজের মনে ভয় পাইল। আমি (তখন) বলিলাম (মূছা !) ভয় পাইও না নিশ্চয় তুমি-ই

أَنتَ الْأَعْلَىٰ ۝ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا

আন্তাল্ আ'-লা-। অআল্কে মা- ফী য়্যামীনেকা তাল্কাফ্ মা- ছানাউ, ইন্নামা-

ত বিজয়ী হইবে। আর তুমি নিক্ষেপ কর (ময়দানে) যাহা (অর্থাৎ যে-লাঠী) তোমার দক্ষিণ হস্তে রহিয়াছে গিলিয়া ফেলিবে (এই যাদুগরগণ) যাহা (যাদুদ্বারা) দাঁড় করিয়াছে, কারণ যাহা কিছু

صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ۝

ছানাউ কায়্দো ছা-হেরেন্, অলা- ইয়্যোফ্লেহোছ্ছা-হেরো হায়্ছো আতা-।

(যাদুদ্বারা) উহারা দাঁড় করিয়াছে (এ-সমুদয় ত) যাদুর ফন্দী, আর যাদুগর যেখানেই যাউক তাহার মুক্তি নাই-ই।

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ۝

ফাওল্কেয়্যাছ্ছাহারাতো ছোজ্জাদান্ কা-লূ— আ-মান্না- বেরাব্বে হা-রূনা অমূছা-।

(ফলকথা, মূছার লাঠী আসদাহা হইয়া যাদুগরদিগের যাদুর সমস্ত সাপগুলিকে যখন গিলিয়া ফেলিল) তখন যাদুগরগণ ছেজদায় পড়িয়া গেল (এবং) বলিতে লাগিল যে আমরা হারূণ ও মূছার প্রভুর প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي

কা-লা আ-মান্তুম্ লাহু কাব্লা আন্ আ-জানা লাকুম্, ইন্নাহু লাকাবীরোকোমোল্লাজী

(ফেরাউন) বলিল তোমরা মূছার উপর ঈমান আনিয়াছ ইহার আগেই কি যে আমি তোমাদিগকে অনুমতি প্রদান করি, (হউক না হউক) নিশ্চয় সেই ব্যক্তি অবশ্যই তোমাদের (পক্ষে) মহান যে-ব্যক্তি

عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم

আল্লামাকোমোছ্ছেহ্রা, ফালাওকাত্তেআন্না আয়্দেয়্যাকুম্ অআর্জোলাকুম্

তোমাদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়াছে, অতএব নিশ্চয়ই আমি কাটিয়া ফেলিব তোমাদের হস্ত ও তোমাদের পদগুলিকে

مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ

মেন্ খেলা-ফেণ্ড্ অলাওছাল্লেবান্নাকুম্ ফী জোজূএন্নাখ্লে, অলাতা'-লামোন্না

উটা(সিধা) ভাবে (১৫) আর নিশ্চয়ই আমি শূলে চড়াইব তোমাদিগকে খর্জ্জুর (বৃক্ষের) শাখার মধ্যে, আর নিশ্চয়ই তোমরা জানিতে পারিবে যে

(১৫) এই কথা-ই ৯ম পারা, ৪র্থ রুকুতে আসিয়াছে, আর তথায় আমি (অর্থাৎ অনুবাদক) এই তফছীর লিখিয়াছি যে, উল্টা-সোজা হাত-পা কাটার অর্থ এই যে, যথা—ডান হাত বাঁ পা, কারণ উহার ফলে সমস্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ۝ قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ

আয়্যোনা— আশাদ্দো আজা-বাঙ্ অআব্‌কা-। কা-লূ লান্ নো'-ছেরাকা
আমাদের (উভয় দলের) কাহার মার অধিক কঠিন ও অধিক স্থায়ী। (যাদুগরগণ) বলিল
আমরা কখনই তোমাকে গুরুত্ব দিতে পারি না

عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ

আলা- মা- জ্বা—আনা- মেনাল্ বায়্যেনা-তে অল্লাজী ফাতারানা- ফাক্‌দ্বে মা—
সুস্পষ্ট মো'জেযাহ্ সকল যাহা আমাদের সম্মুখে আসিয়াছে তৎসমূহের উপর আর যে (আল্লাহ্)
আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন (তাঁহার উপর) অতএব তুমি করিয়া ফেল যাহা

اَنْتَ قَاضٍ ؕ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ؕ اِنَّآ

আন্তা কা-দ্বেন্, ইন্নামা- তাক্‌দ্বী হা-জেহেল্ হায়্যা-তাদ্দোন্‌য়্যা-। ইন্না—
তুমি করিবে, ইহা ছাড়া নয় যে তুমি হুকুম চালাইতে পার এই পার্থিব জীবনে (যে আমাদিগকে
শাস্তি দিবে বা জীবনে মারিয়া ফেলিবে) আমরা ত

اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا

আ-মান্না- বেরাব্বেনা- লেয়্যাগ্‌ফেরা লানা- খাতা-য়্যা-না- অমা— আক্‌রাহ্‌তানা-
আমাদের প্রভুর প্রতি ঈমান আনিয়া চুকিয়াছি যাহাতে তিনি আমাদের গোনাহগুলি ক্ষমা করেন
আর (যাহাতে তিনি ক্ষমা করেন) তুমি (বিশেষ করিয়া) আমাদিগকে জবরদস্তী (বাধ্য) করিয়াছ

عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝ اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ

আলায়হে মেনাছ্‌ছেহ্‌রে, অল্লা-হো খায়রোঙ্ অআব্‌কা-। ইন্নাহূ মাই-য়্যা'-তে
যাহার প্রতি যাদু(র গোনাহ্)কে আর আল্লাহ্ (র দায়েন * তোমার তোমার দায়েন অপেক্ষা) উত্তম
এবং দীর্ঘস্থায়ী। নিঃসন্দেহ যে-ব্যক্তি উপস্থিত হইবে

رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ؕ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا

রাব্বাহূ মোজ্‌রেমান্ ফাইন্না লাহূ জ্বাহান্নাম্, লা- য়্যামূতো ফী-হা- অলা-
(কুফরী দোষে) দোষী হইয়া নিজের প্রভুর সম্মুখে তাহার জন্য দোজখ রহিয়াছে, (দোজখে) না-ত
(সেই ব্যক্তি) মরিবে আর না

* دَايِن "দায়েন" ইয়া-য়ে মজহূল দ্বারা, ইহার অর্থ—দেওয়া, প্রদান করা। অন্য স্থানে উল্লেখ আছে—ফেরাউন যাদুগরদিগেকে পুরস্কার প্রদান করারও লোভ দেখাইয়াছিল, কিন্তু যাদুগরগণ ফেরাউনের কথার এইরূপ উত্তর দিয়াছিল।

يَحْيٰى ۝ وَمَنْ يَّأْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَأُولٰٓئِكَ

য়্যাহ্‌য়্যা-। অমাই-তেহী মো'-মেনান্ কাদ্ আমেলাছ্‌ছা-লেহা-তে ফাউলা—একা
জীবিত থাকিবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে আল্লার হুজুরে হাজীর হইবে (আর) সেই ব্যক্তি সংকাজও করিয়া থাকিবে তবে ইহারাই

لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ۙ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

লাহোমোদ্‌দারাজা-তোল্ ওলা-। জান্‌না-তো আদ্‌নেন্ তাজ্‌রী মেন্ তাহতেহাল্
যাহাদের মহা পদলাভ ঘটিবে,—(অর্থাৎ) চির বসবাসের বাগান যাহার নিম্নে বহিতে থাকিবে

الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ۝ ع ১২ রুকু

আন্‌হা রো খা-লেদীনা ফী-হা-, অজা-লেকা জাযা—য়ো মান্ তাযাক্‌কা-। ع
বহু নদী (আর তাহারা) উহাতে (চির) চিরকাল বাস করিবে, আর ইহাই পুরস্কার (সেই ব্যক্তির) যে ব্যক্তি (গোনাহ্ ও কুফরী হইতে) পাক থাকে।

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلٰى مُوْسٰى ۙ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ

অলাকাদ্ আও্‌হায়্‌না— এলা- মুছা,— আন্ আছ্‌রে বেএবা-দী ফাদ্‌রেব্ লাহুম্
আর আমি মুছার দিকে অহী পাঠাইয়াছিলাম যে,—আমার বান্দাগণ(অর্থাৎ বানী-এছরায়ীল)কে রাতারাতি (মিছর হইতে) বাহির করিয়া লইয়া যাও তারপর তুমি (লাঠির) আঘাত করিয়া উহাদের জন্য

طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ۝

তারীকান্ ফেল্-বাহরে য়্যাবাছাল্, লা- তাখা-ফো দারাকাও অলা- তাখ্‌শা-।
সমুদ্রে শুষ্ক রাস্তা তৈয়ারী করিয়া দাও (যাহাতে ঐ রাস্তা দিয়া তোমরা নিশ্চিন্তে সমুদ্র পার হইয়া যাও), না-ত তোমার (কাহারও) পশ্চাৎ-অনুসরণের ভয় থাকিবে আর না তুমি (ডুবিয়া যাওয়ার) আশঙ্কা করিবে।

فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ

ফাআৎবাআহুম্ ফের্‌আও্‌নো বেজোনূদেহী ফাগাশেয়্যাহুম্ মেনাল্-য়্যাম্মে
অনন্তর পশ্চাদ্ধাবন করিল উহাদের ফেরাউন তাহার লস্করসহ তৎপর সমুদ্রের যাহা কিছু (ধাক্কা) উহাদের প্রতি আসিল

مَا غَشِيَهُمْ ۝ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ۝

মা- গাশেয়্যাহুম্। অআদাল্লা ফের্‌আও্‌নো কাও্‌মাহু অমা- হাদা-।
তাহা ত আসিল। আর ফেরাউন নিজের কওমকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং সোজা পথ দেখায় নাই।

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ

য়্যা-বানী— এছ্‌রা—য়ীলা কাদ্ আন্‌জায়্‌না-কুম্ মেন্ আদূভেকুম্ অওয়া-আদ্‌না-কুম্
হে বানী-এছরায়ীল আমি নাজাত দিয়াছিলাম তোমাদিগকে তোমাদের শত্রু (ফেরাউনের কবল) হইতে এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করিয়াছিলাম

جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۝

জা-নেবাৎতূরেল্ আয়্‌মানা অনায্‌যাল্‌না- আলায়্‌কোমোল্ মান্‌না অছ্‌ছাল্‌ওয়া-।
তূর (পাহাড়)-এর ডান দিকের (১৬) আর আমি অবতরণ করিয়াছিলাম তোমাদের প্রতি মান্ ও ছাল্‌ওয়া-। (১৭)

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ

কোলু মেন্ তয়্যেবা-তে মা- রাযাক্‌না-কুম্ অলা- তাৎগাও্ ফী-হে ফায়্যাহেল্‌লা
(আর আমি তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, এই) উত্তম আহারীয় বস্তু যাহা আমি তোমাদিগকে দিয়াছি তোমরা খাইতে থাক আর সীমা লঙ্ঘন করিও না ইহার মধ্যে (অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য জমা করিয়া রাখও না, যদি তাহা কর) তাহা হইলে আসিয়া উপস্থিত হইবে

عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى ۝ وَاِنِّىْ

আলায়্‌কুম্ গাদ্বাবী, অমাই-য়্যাহ্‌লেল্ আলায়্‌হে গাদ্বাবী ফাকাদ্ হাওয়া-। অইন্‌নী
তোমাদের প্রতি আমার আজাব, আর যাহার প্রতি আমার আজাব আসিয়া উপস্থিত হইল তবে (সেই ব্যক্তি দোজখের) গহ্বরে যাইয়া পড়িল। আর আমি

لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ۝

লাগাফ্‌ফা-রোল্ লেমান্ তা-বা অআ-মানা অআমেলা ছা-লেহান্ ছোম্মাহ্‌তাদা-।
অতিশয় ক্ষমাকারী সেই ব্যক্তির জন্য যে-ব্যক্তি (গোনাহ্ হইতে) তাওবাহ্ করিল ও ঈমান আনিল এবং সৎকাজ করিল তৎপর সোজা পথের উপর (ঠিক) রহিল।

وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى ۝ قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰٓى

অমা— আ'-জালাকা আন্ কাও্‌মেকা ইয়্যা- মূছা-। কা-লা হুম্ ওলা—এ আলা—
আর (যখন মূছা তওরাত লইতে অগ্রসর হইল, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে) হে মূছা তুমি কিরূপে (এত) দ্রুততার সহিত নিজের কওম হইতে আগে আসিয়া পড়িলে! (মূছা) আরজ করিল উহারাও এই যে আমার

(১৬) "তূর (পাহাড়)-এর দক্ষিণ দিকের ওয়াদা" হইতে মর্ম্ম এই যে, হজরত মূছাকে আল্লাহ্ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, নিজের কওমের মধ্য হইতে সত্তর ব্যক্তিকে বাছিয়া লইয়া তূর পাহাড়ের ডান দিকে উহাদিগকে লইয়া আসিও—আমি তোমাকে তওরাত দান করিব।

(১৭) "মান্" এবং "ছাল্‌ওয়া-"র বিষয় প্রথম পারা, দ্বিতীয় রুকুতে লিখিত হইয়াছে, তথাকার টীকা দেখুন।

اَثَرِيْ وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ○ قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا

আছারী, অআজ্বেল্‌তো এলায়্‌কা রাব্বে লেতার্‌দ্বা- ; ক্বা-লা ফাইন্‌না- কাদ্‌ ফাতান্‌না-

পিছনে(পিছনে)ই (চলিয়া আসিতেছে), আর আমি ত্বরিত গতিতে আপনার দিকে এজন্য আসিয়াছি হে আমার প্রভু যাহাতে আপনি (আমার প্রতি) সন্তুষ্ট হন। (আল্লাহ্‌) ফর্ম্মাইলেন আমি এক) বিপদে লিপ্ত করিয়া দিয়াছি

قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ○ فَرَجَعَ مُوْسٰى

ক্বাও্‌মাকা মেম্‌ বা'-দেকা অআদ্বল্‌লাহোমোছ্‌ছা-মেরীয়্যো। ফারাজ্বাআ - মূছা—

তোমার কওমকে তোমার পশ্চাতে আর (তাহা এই যে) উহাদিগকে ছামেরী গোমরাহ্‌ করিয়াছে। তখন মুছা ফিরিয়া আসিল

اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ

এলা- ক্বাও্‌মেহী গ্বাদ্ববা-না আছেফা-। ক্বা-লা ইয়্যা- ক্বাও্‌মে আলাম্‌ য়্যাএদ্‌কুম্‌

নিজের কওমের দিকে ক্রোধ (ও) আক্ষেপ-অবস্থায় ; (মুছা ফিরিয়া আসিয়া) বলিল ভ্রাতৃগণ ! তোমাদের সহিত কি ওয়াদা করেন নাই

رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۬ۥ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُّمْ

রাব্বোকুম্‌ অ'-দান্‌ হাছানা-। আফাতা-লা আলায়্‌কোমোল্‌ আহ্‌দো আম্‌ আরাৎতুম্‌

তোমাদের প্রভু উত্তম (কেতাব অর্থাৎ তওরাত দানের) ওয়াদা? তবে কি লম্বা বোধ হইয়াছিল (সেই) ওয়াদা(র সময়-কাল) তোমাদের প্রতি অথবা তোমরা কি (এই) ইচ্ছা করিয়াছিলে

اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِيْ ○

আই্‌-য়্যাহেল্‌লা আলায়্‌কুম্‌ গ্বাদ্বাবোম্‌ মের্‌রাব্বেকুম্‌ ফাআখ্‌লাফ্‌তুম্‌ মাও্‌এদী।

যে তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভুর আজাব আসিয়া উপস্থিত হয় এই কারণেই কি তোমরা (সেই ওয়াদার) উল্টা করিয়াছ যাহা (তোমরা এক আল্লার পূজা করিবার ওয়াদা) আমার সাথে করিয়া চুকিয়াছ ?

قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ

ক্বা-লু মা— আখ্‌লাফ্‌না- মাও্‌এদাকা বেমাল্‌কেনা- অলা-কেন্‌না- হোম্মেল্‌না—

(উহারা) বলিল আমরা স্বেচ্ছায় তোমার সাথে অঙ্গীকার-ভঙ্গ করি নাই বরং আমাদের উপর চাপানো হইয়াছিল

اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ

আও্‌যা-রাম্‌ মেন্‌ যীনাতেল্‌ ক্বাও্‌মে ফাকাজাফ্‌না-হা- ফাকাজা-লেকা

(মিছর হইতে রওয়ানা হওয়া কালে) (কিব্‌তী) কওমের গহনাগুলির বোঝা তখন (ছামেরীর কথামত) আমরা উহা আগুনে নিক্ষেপ করি অনুরূপই

أَلْقَى السَّامِرِيُّ ۝ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ

আল্‌কাছ্‌ছা-মেরীয়্যো,— ফা-আখ্‌রাজা ল'হুম্ এজ্‌লান্ জাছাদাল্ লাহু খোওয়া-রোন্

ছামেরীও (নিজের কাছের গহনা) নিক্ষেপ করিয়াছিল ;—তারপর (ছামেরী-ই) লোকদিগের জন্য (সেই গলিত গহনার) একটা বাছুর (তৈয়ারী করিয়া) খাড়া করে (অর্থাৎ বাছুরের বোৎ) উহার আওয়াজ(ও বাছুরের ন্যায়) ছিল

فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ۝ أَفَلَا يَرَوْنَ

ফাকা-লূ হা-জা— এলা-হোকুম্ অএলা-হো মূছা-, ফানাছেয়্যা। আফালা- য়্যারাওনা

তখন (কেহ কেহ) বলিতে লাগিল এই ত তোমাদের মা'বূদ আর মূছার মা'বুদ(ও এই-ই) অথচ মূছা ভুলিয়া (তুর পাহাড়ে চলিয়া) গিয়াছে। (১৮) ইহাদের কি এতটুকু কথাও বুঝে আসে নাই

أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۝ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا

আল্-লা- য়্যার্‌জেয়ো এলায়্‌হিম্ কাও্‌লাঙ,— অলা- য়্যাম্‌লেকো লাহুম্ দ্বর্‌রাঙ্

যে (বাছুর) ইহাদের কথার না-ত উলটাইয়া উত্তর দিত,—আর না ইহাদের কোন ক্ষতির মালিক ছিল

ع ৪/১৩ রুকু

وَلَا نَفْعًا ۝ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ

অলা- নাফ্‌আ-। ع অলাকাদ্ কা-লা লাহুম্ হা-রূনা মেন্ কাব্‌লো ইয়্যা-কাও্‌মে

আর না কোন লাভের (মালিক)। আর অবশ্য নিশ্চয়ই (বাছুরের পূজা করার) অগ্রে হারূণ ইহাদিগকে বলিয়াছিল ভ্রাতৃগণ !

إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا

ইন্‌নামা- ফোতেন্তুম্ বেহী, অইন্‌না রাব্বাকোমোর্‌রাহ্‌মা-নো ফাত্তাবেউনী অআতীউ—

ইহার (অর্থাৎ বাছুরের) দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করা হইয়াছে মাত্র, নচেৎ তোমাদের প্রভু ত (হইতেছেন খোদায়ে) রহমান অতএব তোমরা আমার কথা অনুযায়ী চল এবং মান্য কর

أَمْرِي ۝ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا

আম্‌রী। কা-লূ লান্ নাব্‌রাহা আলায়্‌হে আ-কেফীনা হাৎতা- য়্যার্‌জেআ এলায়্‌না-

আমার নির্দ্দেশ। (উহারা) বলিল আমরা (ত) বরাবরই ইহার (অর্থাৎ বাছুর পূজার) উপর জমিয়া বসিয়া থাকিব সেই সময় পর্য্যন্ত যে ঘুরিয়া আসে আমাদের নিকটে

(১৮) বানী-এছ্‌রায়ীলদিগের ঈদ সম্মুখে থাকায় ঐ উপলক্ষে উহারা সকলেই শহর ত্যাগ করিয়া বাহিরে গিয়াছিল, আর উহাদের নিকট কিব্‌তীগণের কিছু গহনা ছিল। কেহ কেহ বলেন, গহনাগুলি কিব্‌তীরা বানী-এছ্‌রায়ীলের নিকট রাখিয়াছিল, আর কেহ কেহ বলেন, বানী-এছ্‌রায়ীল ঈদের জন্য গহনাগুলি কিব্‌তীগণের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছিল। ফলকথা, বানী-এছ্‌রায়ীলের নিকট কিব্‌তীগণের গহণা ছিল। ছামেরীর ফুস্‌লানীতে বানী-এছ্‌রায়ীল সেই গহনাগুলি গালাইয়া গো-বৎসের আকৃতির বোৎ তৈয়ারী করিয়া সেই বোতের পূজা করিতে লাগিয়া গিয়াছিল।

مُوْسٰى ۝ قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا اَلَّا

মূছা-। ক্বা-লা ইয়্যা- হা-রূনো মা- মানাআকা এজ্ রাআয়্‌তাহুম্ দ্বল্লূ,— আল্-লা-

মুছা (মুছা হারুণকে সম্বোধন করিয়া) বলিল হারুণ! (তখন) কোন্ বস্তু তোমার প্রতিবন্ধক দাঁড়াইয়াছিল যখন তুমি দেখিয়াছিলে ইহাদিগকে (যে ইহারা) গোম্‌রাহ্ হইয়া গিয়াছে,— যাহার জন্য কর নাই

تَتَّبِعَنِ ۭ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ۝ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ

তাত্তাবেআনে, আফাআছায়্‌তা আম্‌রী। ক্বা-লা য়্যাব্‌নাওম্মা লা- তা'-খোজ্

তুমি আমার (উপদেশের) অনুসরণ, তুমি কি আমার হুকুমের অবাধ্যতা করিয়াছিলে? (হারুণ) বলিল ওহে আমার সহোদর (ভ্রাতা!) তুমি ধরিও না

بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ

বেলেহ্‌য়্যাতী অলা- বেরা'-ছী, ইন্‌নী খাশীতো আন্ তাকূলা ফার্‌রাক্‌তা বায়্‌না

আমার দাড়ী ও আমার মাথা(র চুল), আমি ভয় পাইয়াছিলাম (এই বিষয়ে) যে (তুমি ফিরিয়া আসিয়া) ইহা (না) বলিয়া বস (যে) তুমি বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছ

بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ۝ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ

বানী—এছ্‌রা—য়ীলা অলাম্ তার্‌কোব্ ক্বাও্‌লী। ক্বা-লা ফামা- খাৎবোকা

বানী-এছরায়ীলের মধ্যে আর তুমি আমার কথার পরোয়া কর নাই। (১৯) (তখন মুছা ছামেরীকে) জিজ্ঞাসা করিল.তোমার কি অবস্থা

يٰسَامِرِيُّ ۝ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ

ইয়্যা- ছা-মেরীয়্যো! ক্বা-লা বাছোর্‌তো বেমা- লাম্ য়্যাব্‌ছোরু বেহী ফাকাবাদ্ব্‌তো

ওহে ছামেরী! (সে) বলিল আমি (সেই বস্তু) দেখিয়াছিলাম যাহা অন্য লোকেরা দেখে নাই (আমি জিব্রিলকে দেখিলাম যে জিব্রিল ঘোটকীর উপর ছওয়ার হইয়া যাইতেছে) তখন আমি এক মুষ্টি ভর্ত্তি করিয়া লইলাম

(১৯) এ-কথার উল্লেখ কোরআনের অন্য একস্থানে রহিয়াছে যে, হজরত মুছা তূর পাহাড়ে যাত্রা-কালে নিজের ভ্রাতা হারুণকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, "আমার যাওয়ার পরে যেন কোন নুতন কিছু করিয়া বসিও না, লোকদিগের মধ্যে সুমীমাংসা করিতে থাকিও—যাহাতে উহারা আপোষে ঝগড়া করিতে না পারে, আর তুমি কলহকারী লোকের পথ আচরণ করিও না।"

তখন হজরত হারুণ, হজরত মুছার উপদেশ এইভাবে পালন করেন যে, বানী-এছরায়ীলকে গো-বৎস (আকৃতির বোতের) পূজা করিতে নিষেধ করেন, উহারা নিষেধ না শুনায় হজরত হারুণ উহাদের হইতে পৃথক এবং চুপচাপ থাকেন। এই চুপচাপ থাকার জন্য হজরত মুছা হজরত হারুণকে দোষী করেন যে, আমার উপদেশ মান্য করিতে তোমার কি প্রতিবন্ধক দাঁড়াইয়াছিল। ইহাতে হজরত মুছার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যে ভাবেই হউক, তুমি বানী-এছরায়ীলকে এক আল্লার পূজা করিতে বাধ্য করাইতে। হজরত হারুণ "আপোষে সুমীমাংসা"র বিষয় হজরত মুছাকে স্মরণ করিয়া দিয়া ওজর পেশ করেন।

قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ

ক্বাবদ্বাতাম্ মেন্ আছারের্‌রাছুলে ফানাবাজ্‌তোহা- অকাজা-লেকা ছাও্‌ওয়ালাৎ লী

(জিব্রিল) ফেরেশ্‌তা(র ঘোটকী)র পদ-চিহ্ন(-এর মৃত্তিকা) হইতে তারপর আমি উহাকে (অর্থাৎ সেই মৃত্তিকাকে বাছুরের পেটের মধ্যে) সাঁধাইয়া দিলাম (তখন ঐ বাছুর ভ্যাঁ ভ্যাঁ করিতে লাগিল) আর (তখন) এইরূপই যুক্তি দিয়াছিল আমাকে

نَفْسِيْ ۝ قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ

নাফ্‌ছী। কা-লা ফাজ্‌হাব্‌ ফাইন্‌না লাকা ফেল্‌-হায়্যা-তে আন্ তাকূলা

আমার মন। (মূছা) বলিল যাও (দূর হও) (ইহ)জীবনে ত তোমার এই শাস্তি যে (যতদিন তুমি বাঁচিবে) তুমি বলিয়া বেড়াইতে থাক যে

لَا مِسَاسَ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰى

লা-মেছা-ছা, অইন্‌না লাকা মাও্‌এদাল্‌ লান্ তোখ্‌লাফাহু, অন্‌জোর্ এলা—

(সাবধান, আমাকে কেহ) ছুঁইও না (নচেৎ কম্পনে ধরিবে) আর (ইহা ছাড়া) তোমার জন্য (কেয়ামতের শাস্তির) এক আরও ওয়াদা রহিয়াছে যাহা (কোন প্রকারে) তোমার উপর হইতে টলিবার নহে, আর তুমি দৃষ্টিপাত কর তোমার

اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ

এলা-হেকাল্‌লাজী জাল্‌তা আলায়হে আ-কেফান, লানোহার্‌রেক্বান্‌নাহু ছোম্মা

(এই) মা'বুদ (অর্থাৎ বাছুর)-এর দিকে যাহার (পূজার) উপর তুমি জমিয়া বসিয়াছিলে, উহাকে আমি জ্বালাইয়া (ছাই করিয়া) দিব তারপর

لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۝ اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ

লানান্‌ছেফান্নাহু ফেল্‌-য়্যাম্মে নাছ্‌ফা। ইন্‌নামা— এলা-হোকোমোল্লা-হোল্লাজী

আমি উহা(অর্থাৎ সেই ছাই)কে সমুদ্রে ঘুলিয়া (ভাসাইয়া) দিব। (হে লোক সকল!) তোমাদের (প্রকৃত) মা'বুদ (ত) আল্লাহ্-ই যাঁহার

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝ كَذٰلِكَ

লা— এলা-হা ইল্‌লা- হোওয়া-, অছেআ কুল্লা শায়্‌এন এল্‌মা-। কাজা-লেকা

ছাড়া (অন্য) কোন মা'বুদ নাই, (আর) তাঁহার এল্‌ম্ সর্ব্ব জিনিষের উপর ছাইয়া রহিয়াছে। (হে নবি!) এই প্রকারে

نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ

নাক্বোছ্‌ছো আলায়্‌কা মেন্ আম্‌বা—এ মা- ক্বাদ্ ছাবাক্ব, অক্বাদ্ আ-তায়্‌না-কা

আমি অতীত ঘটনাবলীর বিষয়ে তোমাকে শুনাইতেছি, আর নিশ্চয় আমি তোমাকে দান করিয়াছি

مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ۚ مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ

মেঁল্লাদোন্না- জেক্‌রা-। মান্ আ'-রাদ্বা আনহো ফাইন্নাহু য়্যাহমেলো য়্যাওমাল্

নিজের নিকট হইতে কোরআন। (২০) যে ব্যক্তি মুখ ঘুরাইল উহা (অর্থাৎ কোরআন) হইতে নিশ্চয় সেই ব্যক্তি উঠাইবে (নিজের মাথার উপর) কেয়ামত-

---

الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ۙ خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ۭ وَسَاۤءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

কেয়্যা-মাতে ভেযরা-। খা-লেদীনা ফী-হে, অছা—আ লাহুম্ য়্যাওমাল্ কেয়্যা-মাতে

দিবসে (নিজ পাপকার্য্যের) এক (গুরু) বোঝা। (আর এই অবস্থাতেই চির) চিরকাল উহাতে থাকিবে, আর কী-ই জঘন্যতর বোঝা যাহা ইহারা কেয়ামত-দিবসে

حِمْلًا ۙ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ

হেম্‌লাই,— য়্যাওমা ইয়্যোন্‌ফাখো ফেছ্‌ছূরে অনাহ্‌শোরোল্ মোজ্‌রেমীনা

উঠাইবে,—যে-দিবস "ছুরে" ফুৎকার করা যাইবে আর আমি পাপীগণকে (নিজের কাছে) জড় করিব

يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۚ يَتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا

য়্যাওমাএজেন্ যোর্‌কাই,—য়্যাতাখা-ফাতূনা বায়্‌নাহুম্ ইল্ লাবেছ্‌তুম্ ইল্লা-

সে-দিবস (উহাদের) চক্ষুগুলি (ভয়ে) নীলবর্ণ (জ্যোতি-হীন) হইবে, (উহারা) আপোষে চুপে-চুপে বলিতে থাকিবে যে তুনিয়ায় তোমরা (খুব বেশী) ছিলে (ত) মাত্র

عَشْرًا ۝ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ

আশ্‌রা-। নাহ্‌নো আ'-লামো বেমা- য়্যাকূলূনা এজ্ য়্যাকূলো আম্‌ছালোহুম্

দশ দিবস। আমি বিশেষ রূপ অবগত আছি যদ্রূপ যদ্রূপ কথা ইহারা (সে-দিবস) বলিবে (অর্থাৎ) যে-ব্যক্তি ইহাদের মধ্যের (সর্ব্বাপেক্ষা) অধিক উত্তম হইবে (২১) সে-ব্যক্তি বলিবে

طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ۝ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ　ع ৫/১৪

তারীকাতান্ ইঁল্ লাবেছ্‌তুম্ ইল্লা-য়্যাওমা-। ع অয়্যাছ্‌আলূনাকা আনেল্ জেবা-লে　রুকু

না-হে তোমরা (তুনিয়ায় খুব বেশী) থাকিয়া থাকিবে (ত) মাত্র একদিন। আর (হে নবি! লোক) তোমার কাছে পাহাড়গুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে (যে কেয়ামত-দিবসে পাহাড়গুলির কি অবস্থা ঘটিবে)

---

(২০) কোরআন শরীফের এবারতে "জেক্‌র্" শব্দ রহিয়াছে। জেক্‌র্-এর অর্থ—উপদেশ, অথবা ২৪ অক্ষরের চারিপদবিশিষ্ট কবিতা। কোরআন এ-ভারের ২৪ অক্ষরের চারিপদবিশিষ্ট কবিতায় পরিপূর্ণ বিধায় আমি (অনুবাদক) জেক্‌রের অর্থ—'কোরআন গ্রহণ করিয়াছি।

(২১) মর্ম্ম এই যে, উহাদের আঁকড় তুনিয়ার অন্যান্যের তুলনায় অধিকতর আনুমানিক ছিল।

فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝

ফাকোল্ য়্যান্‌ছেফোহা- রাব্বী নাছ্‌ফান,—ফায়্যাজারোহা- ক্বা-আন্ ছাফ্‌ছাফাল,—
অতএব তুমি (ইহাদিগকে) বল যে আমার প্রভু ঐ গুলিকে (ধুলা করিয়া চতুর্দ্দিকে) উড়াইয়া দিবেন,—এবং ভূমিকে সমতল ময়দান করিয়া ছাড়িবেন,—

لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۝ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ

লা- তারা- ফী-হা- এওয়াজ্বাঙ্ অলা— আম্‌তা-। য়্যাও্‌মাএজেই য়্যাত্তাবেউনাদ্‌দা-এয়্যা
(হে সম্বোধিত ! তখন) না-ত তুমি উহাতে কোথাও বক্রতা দেখিবে আর না উচ্চ (নীচ দেখিবে)। সে-দিবস পিছন ধরিবে লোক আহ্বানকারী(অর্থাৎ ছুর ফুৎকারকারী)র (শব্দ হইতে)

لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ

লা- এওয়াজ্বা লাহু, অখাশাআতেল্ আছ্‌ওয়া-তো লের্‌রাহ্‌মা-নে ফালা- তাছ্‌মায়ো
এ-দিকে ও-দিকে না ঘুরিয়া উহার, আর (ভয়ে ভীত হইয়া খোদায়ে) রহমানের সম্মুখে (সকলেরই) বাক্য বন্ধ হইয়া যাইবে অতএব (হে সম্বোধিত !) তুমি (আর কিছু) শুনিবে না

إِلَّا هَمْسًا ۝ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ

ইল্‌লা- হাম্‌ছা-। য়্যাও্‌মাএজেল্ লা- তান্‌ফাওশ্‌শাফা-আতো ইল্‌লা- মান্ আজেনা
চুপে চুপের কথা ছাড়া। সে-দিবস (কাহারও) ছোপারেশ ফলদায়ক হইবে না কিন্তু যাহাকে অনুমতি দান করেন

لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

লাহোর্‌রাহ্‌মা-নো অরাদেয়্যা লাহু ক্বাও্‌লা-। য়্যা'-লামো মা- বায়্‌না আয়্‌দীহিম্
(খোদায়ে) রহমান আর যাহার কথা (তিনি) পছন্দ করেন (কেবল মাত্র তাহারই ছোপারেশ ফলদায়ক হইবে)। তিনি (তৎসমুদয়ই) অবগত আছেন যাহা কিছু লোকের সম্মখে হইতেছে

وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ

অমা- খাল্‌ফাহুম্ অলা- ইয়োহীতুনা বেহী এল্‌মা-। অআনাতেল্ ভোজুহো
আর যাহা কিছু উহাদের অগ্রে হইয়া চুকিয়াছে আর লোকদিগের এল্‌ম তাঁহাকে বেষ্টন করিতে পারে না। আর (কেয়ামত-দিবসে সকলেরই) মুখ অবনমিত রহিবে

لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝ وَمَنْ يَّعْمَلْ

লেল্-হায়্য়েল্ ক্কায়্যুমে, অক্কাদ্ খা-বা মান হামালা জোল্মা-। অমাই-য়্যা'-মাল্

জীবিত (ও) চিরস্থায়ী(খোদা)র সম্মুখে আর (সে-দিবস) তাহারই ধ্বংসত্ব রহিয়াছে যে ব্যক্তি (কোনও প্রকারের) জুলুমের বোঝা উঠাইবে। (২২) আর যে ব্যক্তি (দুনিয়ায়) আমল করিবে

مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا

মেনাছ্ছা-লেহা-তে অহোওয়া মো'-মেনোন্ ফালা- য়্যাখা-ফো জোল্মাওঁ. অলা-

সৎকাজের আর সেই ব্যক্তি মো'মেনও হইবে তবে তাহার না-ত (কোনও প্রকার) অবিচারের ভয় থাকিবে আর না

هَضْمًا ۝ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا

হাদ্মা-। অকাজা-লেকা আন্‌যাল্‌না-হো ক্কোর্আ-নান্ আরাবীয়্যাওঁ অছার্রাফ্‌না-

(কোনও প্রকার) অধিকার (বা প্রাপ্য) বঞ্চিতের (আশঙ্ক থাকিবে)। আর (কোরআন যদ্রূপ এক্ষণ আরবী ভাষায় রহিয়াছে) আমি অনুরূপই উহাকে (অর্থাৎ কোরআনকে) আরবী (ভাষার) কোরআন নাজেল করিয়াছি এবং আমি নানাপ্রকারে শুনাইয়া দিয়াছি

فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝

ফী-হে মেনাল্ অয়ীদে লাআল্লাহুম্ য়্যাত্তাকূনা আও্ ইয়্যোহ্‌দেছো লাহুম্ জেক্‌রা-।

উহাতে ভীতির বিষয় যাহাতে লোক (পাপ-বিষয়ে) ভয় করে কিম্বা ইহার দ্বারা উহাদের (মনের) মধ্যে সূক্ষ্মচিন্তার উদ্রেক হয়।

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ

ফাতাআ-লাল্লা-হোল্ মালেকোল হাক্‌কো, অলা- তা'-জ্জাল্ বেল্-কোর্আ-নে

অপিচ আল্লাহ্ উচ্চমর্য্যাদাশালী (এবং ইহলোক-পরলোকের) প্রকৃত সম্রাট, আর (হে নবি!) তুমি দ্রুততা (প্রকাশ) করিও না কোরআন (পাঠ) সম্বন্ধে

مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۡ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا ۝

মেন্ ক্কাব্‌লে আই-ইয়্যোক্‌দ্বা— এলায়্‌কা অহ্‌ইয়্যোহূ, অকো্‌র্‌রাব্বে যেদ্‌নী এল্‌মা-।

(অহী) সমাপ্ত হওয়ার আগে তোমার দিকে কোরআনের যে-অহী করা যাইতেছে, আর তুমি প্রার্থনা করিতে থাক যে হে আমার প্রভু আমাকে আরও বেশী এল্‌ম্ দান করুন।

(২২) আল্লাহ্ কোরআনের অন্যস্থানে ফর্ম্মিয়াছেন :—

ان الشرك لظلم عظيم

"সর্ব্বাপেক্ষা বড় জুলুম ত এই হইতেছে যে, আল্লার সাথে কাহাকেও শরীক স্থির করা হয়।"

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ

অলাক্বাদ্ আহেদ্না— এলা-- আ-দামা মেন্ ক্বাব্লো ফানাছেয়্যা অলাম্ নাজেদ্

আর আমি পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে আদমের নিকট হইতে (গমের গাছ না খাওয়াব জন্য) ওয়াদা লইয়া ছিলাম অথচ আদম (সে ওয়াদার কথা) ভুলিয়া গিয়াছিল আর আমি প্রাপ্ত হই নাই

৫
৬
১৫
রুকু

لَهُ عَزْمًا ۝ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا

লাহু আয্‌মা- ।৫ অএজ্ কোল্না- লেল্-মালা—একাতেছ্জোদূ লে-আ-দামা ফাছাজাদূ—

উহার (অর্থাৎ আদমের) মধ্যে সহ্যগুণ। (২৩) আর আমি যখন ফেরেশ্‌তাদিগকে বলিয়াছিলাম যে তোমরা আদমের সম্মুখে ছেজ্‌দাহ্ কর তখন সকলেই ছেজ্‌দাহ্ করিল

إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ۝ فَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَٰذَا

ইল্লা— এব্‌লীছ, আবা- । ফাকোল্না- ইয়্যা— আ-দামো ইন্না হা-জা-

কিন্তু ইব্‌লীছ—এন্‌কার করিল। তখন আমি (আদমকে) বলিলাম আদম! নিশ্চয় এ (অর্থাৎ ইব্‌লীছ)

عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ

আদূভোল্লাকা অলেযাওজেকা ফালা- ইয়োখ্‌রেজান্নাকোমা- মেনাল্ জান্নাতে

তোমার ও তোমার ভার্য্যার শত্রু অতএব যেন এরূপ না হয় যে তোমাদের উভয়কে (ইব্‌লীছ) বেহেশ্‌ত হইতে বাহির করিয়া দেয়

فَتَشْقَىٰٓ ۝ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۝ وَأَنَّكَ

ফাতাশ্‌ক্বা- । ইন্না লাকা আল্-লা- তাজুআ ফী-হা- অলা- তা'-রা- । অআন্নাকা

ফলে তোমার বিপদ ঘটিয়া বসে। আর এখানে (অর্থাৎ বেহেশ্‌তে) ত (তুমি এরূপ আরামে রহিয়াছ যে) তুমি না-ত উপবাস থাক আর না বিবস্ত্র (অর্থাৎ উলঙ্গ) থাক। আর এই যে

(২৩) হজরত জিব্রিল যখন অহী আনিতেন, তখন হজরত রছুলে-খোদা তাড়াতাড়ি কোরআনের শব্দগুলিকে মাঝে মাঝে এজন্য পুনর্ব্বার পাঠ করিতেন যে, এরূপ না হয়, অহীর কোনও শব্দ তিনি ভুলিয়া যান। ইহার ফলে হজরত জিব্রিলের অহী-শিক্ষা দান বিষয়ে সন্দেহ জাগিত। আল্লাহ্ তা'লা হজরত রছুলে-খোদাকে পড়িবার ও শিখিবার এই আদব শিক্ষা দিলেন যে,—প্রথমতঃ সম্পূর্ণ কথা শুনিয়া লও, তারপর উহাকে পুনর্ব্বার পড়িও। এই কারণেই আদমের (অর্থাৎ আদম-সন্তান—মানুষের) চঞ্চল স্বভাবের(ও) কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উহার মর্ম্ম এই যে, সাধারণতঃ আদম-সন্তান চঞ্চলমতি। ইহাদের আদি পিতা হজরত আদমও চঞ্চল-স্বভাব ছিলেন। আর চঞ্চলতা দ্রুততারই দলীল।

অন্য একস্থানে আল্লাহ্ ফর্ম্মিয়াছেন :—

خلق الانسان من عجل (দ্রুততাযুক্তে মানুষের সৃষ্টি), এবং كان الانسان عجولا (মানুষ চঞ্চলমতি)।

পাঠক, আদব শিক্ষার কি চমৎকার পন্থা! তিরস্কারও রহিয়াছে, ওজর-পেশও রহিয়াছে।

لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ۝ فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ

লা- তাজ্‌মায়ো ফী-হা- অলা- তাদ্‌হা-। ফাঅছ্‌অছা এলায়্‌হেশ্‌ শায়্‌তা-নো ক্বা-লা

এখানে না-ত তোমার পিপাসা লাগে আর না তুমি রৌদ্রে থাক। তখন শয়তান আদমকে ফুসলাইল (এবং আদমকে) বলিল

يٰۤاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ

ইয়্যা— আ-দামো হাল্ আদোল্লোকা আলা- শাজ্বারাতেল্ খোল্‌দে অমোল্‌কেল্

আদম! তুমি (যদি) বল ত আমি তোমাকে বলিয়া দিই চিরকাল(জীবিত থাকা)-এর বৃক্ষ(-এর) সন্ধান (যাহা খাইলে তুমি চিরকাল বাঁচিয়া থাকতে পারিবে) আর (তোমাকে বলিয়া দিই) এরূপ বাদশাহী(র সন্ধান)

لَّا يَبْلٰى ۝ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا

লা- য়্যাব্‌লা-। ফাআকালা- মেন্‌হা- ফাবাদাৎ লাহোমা- ছাও্‌আ-তোহোমা-

যাহা (কখনও) পুরাণো না হয় (অর্থাৎ সেই বাদশাহীতে কোনও রকমের দৌর্ব্বল্য না আসে)। অনন্তর উভয়ে (অর্থাৎ আদম ও হাও্‌ওয়া) উহা (অর্থাৎ নিষিদ্ধ বৃক্ষ) হইতে (উহার ফল) খাইয়া বসিল তখন প্রকাশ হইয়া পড়িল উহাদের উভয়ের প্রতি নিজ (নিজ) লজ্জাস্থান

وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصٰۤى

অতাফেক্বা- য়্যাখ্‌ছেফা-নে আলায়্‌হেমা- মেণ্‌-অরাকেল্ জ্বান্‌নাতে, অআছা—

আর লাগিল (উভয়ে বেহেশ্‌ত) বাগানের পাতাগুলি নিজেদের (লজ্জাস্থানের) উপর ঢাকা দিতে, আর (যখন) না-ফর্ম্মানী করিল

اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ۝ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ

আ-দামো রাব্বাহূ ফাগাওয়া-। ছোম্মাজ্‌তাবা-হো রাব্বোহূ ফাতা-বা আলায়্‌হে

আদম নিজের প্রভুর তখন (আদম সৎপথ হইতে) বিচ্যুত হইল। তৎপর উহার প্রভু উহাকে (নিজের) অনুকম্পা দান করিলেন এবং উহার তাও্‌বাহ্‌ কবুল করিলেন

وَهَدٰى ۝ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

অ-হাদা-। ক্বা-লাহ্‌বেতা- মেন্‌হা- জ্বামীআঁম্ বা'-দোকুম্ লেবা'-দেন্ আদূভোন্,

আর (উহাকে নিজের তাবেদারীর) সুপথ দেখাইলেন। (আদম আল্লার না-ফর্ম্মানী করিলে তখন আল্লাহ্‌ শয়তানকে ও আদমকে হুকুম করিলেন যে তোমরা সকলে বেহেশ্‌ত হইতে নীচে নামিয়া যাও তোমাদের একের শত্রু অন্য,

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا

ফাএম্মা- য়্যা'-তেয়্যান্নাকুম্ মেন্নী হোদান্,—ফামানেত্তাবাআ হোদা-য়্যা ফালা-

অতঃপর যদি তোমাদের (অর্থাৎ তোমাদের বংশধরদের) নিকট আমার পক্ষ হইতে হেদায়েত আইসে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি আমার হেদায়েতের উপর চলিবে তবে না-ত

يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ۝ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً

য়্যাদ্বেল্লো অলা- য়্যাশ্‌ক্বা-। অমান্ আ'-রাদ্বা আন্ জেক্‌রী ফাইন্না লাহূ মায়ীশাতান্

সেই ব্যক্তি (সু-পথ হইতে) বিচ্যুত হইবে আর না (চির) ধ্বংসত্বের মধ্যে পতিত হইবে। আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণ হইতে মুখ ঘুরাইয়া লইবে তবে তাহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে

ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ۝ قَالَ رَبِّ لِمَ

দ্বান্‌কাঁও অনাহ্‌শোরোহূ য়্যাওমাল্ ক্বেয়্যা-মাতে আ'-মা-। ক্বা-লা রাব্বে লেমা

অশান্তির মধ্যে (২৪) আর আমি তাহাকে কেয়ামত-দিবসে অন্ধ (করিয়া) উঠাইব। (সেই ব্যক্তি) বলিবে হে আমার প্রভু কেন

حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۝ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ

হাশার্‌তানী— আ'-মা- অক্বাদ কোন্তো বাছীরা-। ক্বা-লা কাজা-লেকা আতাৎকা

আপনি আমাকে অন্ধ (করিয়া) উঠাইয়াছেন আমি ত (দুনিয়ায় উত্তমরূপ) দেখিতাম। (আল্লাহ্ তখন) ফর্ম্মাইবেন এইরূপই (দুনিয়ায় হওয়া উচিত ছিল) তোর কাছে আসিয়াছিল

اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ۝ وَكَذٰلِكَ

আ-য়্যা-তোনা- ফানাছীতাহা-, অকাজা-লেকাল্-য়্যাওমা তোন্‌ছা-। অকাজা-লেকা

আমার আয়তসমূহ কিন্তু তুই তাহার কিছুই খবর লইস নাই, আর অনুরূপই আজ তোর(ও) খবর ওয়া হইবে না। আর এইরূপই

نَجْزِىْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْۢ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ وَلَعَذَابُ

নাজ্‌যী মান্ আছ্‌রাফা অলাম্ ইয়ো'-মেম্ বেআ-য়্যা-তে রাব্বেহী, অলাআজা-বোল্

আমি তাহাকে বিনিময় প্রদান করিয়া থাকি যে-ব্যক্তি অতিরিক্ততা করে এবং নিজের প্রতিপালকের আয়তগুলির প্রতি ঈমান না আনে, আর নিশ্চয়ই পরকালের

---

(২৪) যাহারা অধর্ম্মজীবন যাপন করে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা যে কোন অবস্থাতেই থাকুক, শান্তিতে থাকিতে পারে না। কোন ধর্ম্মপ্রাণ দরিদ্র ব্যক্তি যদি কষ্টেও থাকে, তবে সেই ব্যক্তি সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে, তৎফলে তাহার মন শান্তিতে থাকে। আর সেই ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি যদি শান্তিতে থাকে, তবে সেই শান্তির সম্মানার্থ সে আরও আল্লার শোকর-গোজারী করিয়া থাকে। অথচ অধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তি সামান্য কষ্টে পড়িলেই মহা অশান্তি ও মহা কষ্ট বোধ করে।

الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ۝ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا

আ-খেরাতে আশাদ্দো অআব্‌কা-। আফালাম্ য়্যাহ্‌দে লাহুম্ কাম্ আহ্‌লাক্‌না-

শাস্তি (দুনিয়ার শাস্তি অপেক্ষা) খুবই কঠোর এবং দীর্ঘস্থায়ী। লোকদিগের কি ইহার দ্বারা শিক্ষালাভ হয় নাই যে আমি কত কত দলকে ধ্বংস করিয়া মারিয়াছি

قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

ক্বাব্‌লাহুম্ মেনাল্ ক্বোরূনে য়্যাম্‌শূনা ফী মাছা-কেনেহিম্, ইন্‌না ফী জা-লেকা

ইহাদের অগ্রে (আর এক্ষণ) ইহারা উহাদেরই বসবাসের স্থানগুলিতে চলিতেছে (ফিরিতেছে), নিশ্চয়ই ইহার (অর্থাৎ এই একটী কথার) মধ্যে

لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ ۝ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ع ৭

লাআ-য়্যা-তেল্ লেউলেন্‌নোহা-। ع অলাও্‌লা- কালেমাতোন্ ছাবাক্বাৎ মের্‌রাব্বেকা ১৬

(আল্লার কোদরতের) বহু নিদর্শন (বিদ্যমান) রহিয়াছে জ্ঞানীগণের জন্য। আর (হে নবি ! রুকু

লোকদিগের কার্য্যাবলী ত এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে) যদি এক কথা তোমার প্রভু অগ্রে না ফর্ম্মাইয়া চুকিতেন

لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى ۝ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

লাকা-না লেযা-মাঙ্ অআজালোম্ মোছাম্মা। ফাছ্‌বের্ আলা-মা- য়্যাক্বূলূনা

আর (শেষ ফজছালার একটী) নির্দ্ধারিত সময় ধার্য্য না হইত তবে (পাপ-কাজের সাথে সাথেই শাস্তির আগমন) এক অনিবার্য্য বিষয় ছিল। অতএব (হে নবি !) তুমি ছবর কর যদ্রূপ (যদ্রূপ) কথা ইহারা (অর্থাৎ কাফেরেরা) বলিতেছে (তৎসমুদয়ের প্রতি)

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ

অছাব্বেহ্ বেহাম্‌দে রাব্বেকা ক্বাব্‌লা তোলূএশ্‌শাম্‌ছে অক্বাব্‌লা গোরূবেহা-, অমেন্

আর তুমি তোমার প্রভুর হাম্‌দ (ও ছানা)-এর সাথে (তাঁহার) তছ্‌বীহ্ (তক্‌দীছ) করিতে থাক সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও উহার অস্ত যাওয়ার পূর্ব্বে, আর রাত্রের

آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝

আ-না—এল্-লায়্‌লে ফাছাব্বেহ্ অআৎরা-ফান্‌নাহা-রে লাআল্‌লাকা তার্‌দ্বা-।

সময়ে আর দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি (অর্থাৎ জোহরের সময়েও) তছ্‌বীহ্ (ও তক্‌দীছ) করিতে থাক যাহাতে (এই এবাদতের ফলে) তুমি সন্তুষ্ট হইয়া যাও। (২৫)

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ

অলা- তামোদ্দান্না আয়্‌নায়্‌কা এলা- মা- মাৎতা'-না- বেহী— আয্‌ওয়া-জাম্ মেন্‌হুম্

আর (হে নবি !) তুমি (কখনই) নিজের দৃষ্টি চালনা করিও না তাহার দিকে যাহার দ্বারা আমি উপকার প্রদান করিয়াছি বিভিন্ন রকমের লোকদিগকে

(২৫) তছ্‌বীহ্ অর্থে—আল্লার সমুদয় জেকের অথবা পাঁচ অক্তের নামাজ।

زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ

যাহ্‌রাতাল্ হায়্যা-তেদ্দোন্‌য়্যা,—লেনাফ্‌তেনাহুম্ ফী-হে, অরেয্‌কো রাব্বেকা খায়্‌রোঙ্

পার্থিব জীবনের শোভন,—যাহাতে আমি উহাদিগকে উহাতে পরীক্ষা করি, আর (হে নবি!) তোমার প্রভুর (প্রদত্ত) রুজী (অর্থাৎ পরকালের পুরস্কার) উত্তম

وَّاَبْقٰى ۝ وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۚ

অআব্‌কা-। ওয়া'-মোর আহ্‌লাকা বেছ্‌ছালা-তে ওয়াছ্‌তাবের্ আলায়্‌হা-,

ও দীর্ঘস্থায়ী। আর (তুমি) নিজের পরিবারভূক্ত লোকদিগকে নামাজের তাকীদ কর আর (নিজেও) উহার পা-বন্দ থাক,

لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ۝

লা- নাছ্‌আলোকা রেয্‌কা-, নাহ্‌নো নার্‌যোকোকা, ওয়াল্-আ-কেবাতো লেৎতাক্‌ওয়া-।

আমি তোমার কাছে ত (কিছু) রুজী চাহি না, (বরং) আমিই তোমাকে রুজী দিয়া থাকি, আর (শুভ) পরিণাম ত পরহেজগারীরই রহিয়াছে। (২৬)

وَقَالُوْا لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ

অকা-লূ লাও্ লা- য়্যা'-তীনা- বেআ-য়্যাতেম্ মের্‌রাব্বেহী, আওয়ালাম্ তা'-তেহিম্

আর (য়িহুদী ও খৃষ্টানগণ) বলিয়া থাকে যে (এই পয়গাম্বর) কেন আনয়ন করে না আমাদের নিকটে কোনও নিদর্শন নিজের প্রভুর দিক হইতে, ইহাদের নিকট কি পৌঁছে নাই

بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۝ وَلَوْ اَنَّآ اَهْلَكْنٰهُمْ

রায়্যিয়েনাতো মা- ফেছ্‌ছোহোফেল্ উলা-। অলাও্ আন্‌না— আহ্‌লাক্‌না-হুম্

পুরাকালীনের গ্রন্থগুলির (ভবিষ্যৎবাণীগুলির) সাক্ষ্য। আর যদি আমি ইহাদিগকে হালাক করিয়া দিতাম

(২৬) এক অর্থ ত এই যাহা আমি (অনুবাদক) তর্জ্জমায় গ্রহণ করিয়াছি। উহার মর্ম্ম হইতেছে,—আমি তোমাদের কাছ হইতে নিজের এবাদত চাহিতেছি, আমি ত বলিনা যে, তোমরা আমাকে রোজগার করিয়া খাওয়াও—যদ্রূপ দুনিয়ার বাদশাহ্ নিজের জন্য প্রজাগণ দ্বারা উপার্জ্জন ও কষ্ট করাইয়া থাকে। আল্লাহ্ এই কথাই অন্যস্থানে এইভাবে ফর্ম্মিয়াছেন :—

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون - ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون - ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ۝

"এবাদতেরই জন্য আমি জেন ও মানুষকে সৃজন করিয়াছি। আমি উহাদের কাছে দানও চাহিনা এবং খাদ্যও চাহিনা। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ই মহা খাদ্যদাতা ক্ষমতাবান গুরুত্বসম্পন্ন।"

অতএব মর্ম্ম দাঁড়াইতেছে এই যে, যদি আমি তোমাদিগকে আমার নিজের জন্য রোজগার করিতে বলিতাম, তাহাও আমার অধিকার ছিল, কিন্তু আমি তোমাদিগকে শুধু আমার এবাদতই করিতে বলিতেছি, আর উহা রোজগারের তুলনায় সহজসাধ্য। নামাজের পা-বন্দীতে যদিও সামান্য কিছু কষ্ট রহিয়াছে, তাহা হইলেও সেই কষ্টকে তোমরা বরদাশ্‌ত করিয়া বন্দেগীর হক আদায় কর।

ভাষ্যকারগণ এরূপ অর্থও গ্রহণ করিয়াছেন,—"আমি তোমাদের কাছে তোমাদের রুজীর(ও) ভিখারী নহি (যে তোমরা নিজেরা উপার্জ্জন কর ও খাও,) বরং আমিই তোমাদিগকে রুজী দিয়া আসিতেছি (ও দিব, অতএব তোমরা আমার এবাদতে মজবুত থাক)।"

بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا

বে-আজা-বেম্ মেন্ ক্বাব্‌লেহী লাক্বা-লূ রাব্বানা- লাও্‌লা— আর্‌ছাল্‌তা এলায়্‌না-

কোনও আজাব দ্বারা কোরআনের (নাজেল হওয়ার) অগ্রে তাহা হইলে (ইহারা) নিশ্চয়ই বলিত যে হে আমাদের প্রভু আপনি কেন আমাদের দিকে প্রেরণ করেন নাই

رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ۝

রাছূলান্ ফানাত্তাবেআ আ-য়্যা-তেকা মেন্ ক্বাব্‌লে আন্ নাজেল্লা অনাখ্‌যা-।

কোনও রছুল তাহা হইলে আমরা আপনার হুকুমের উপরে চলিতাম অপদস্থ ও ঘৃণার্হ হওয়ার অগ্রে।

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ

ক্বোল্ কুল্লোম্ মোতারাব্বেছোন্ ফাতারাব্বাছূ, ফাছাতা'-লামূনা

(হে নবি! ইহাদিগকে) বল যে (নিজের নিজের স্থানে) সকলেই প্রতীক্ষা করিতেছে অতএব তোমরাও প্রতীক্ষা কর, অপিচ ত্বরিত তোমরা জানিতে পারিবে যে

مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ۝ ৫/৮/১৭ রুকু

মান্ আছ্‌হা-বোছ্‌ছেরা-তেছ্‌ছাবীয়্যে অমানেহ্‌তাদা-। ৫

কে সোজাপথধারী আর কে পথপ্রাপ্ত।



পরিশিষ্ট

১৬শ পারা—কা-লা আলাম্‌

বিষয়-সূচী

মাজেদিয়া প্রেস—৪৭, রিপনষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মৌলভী মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।